

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬১

প্রকাশক : সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপেরা ॥ ২৭/৮ সূর্যসেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

মুদ্রক : সর্বমঙ্গলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১/১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

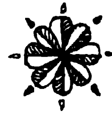
এই নাটকের মূল রসিকতাটুকুর অনুপ্রেরণা একটি বহু পুরাতন-বিদেশী চলচ্চিত্র। কিন্তু গল্পের কাঠামো থেকে সুরু ক'রে নাট্যশৈলী, চরিত্র, সংলাপ সবই স্বকপোলকল্পিত। সে হিসাবে নাটকটিকে বোধ হয় মৌলিক বলা চলে।

নাটকটির রচনাকাল ১৯৪৫-৪৬। প্রথম অভিনয় করেন 'অনামিকা' হিন্দী ভাষায় কলকাতা সহরে। তারপর হয় বোম্বাই সহরে মারাঠী ভাষায়, এবং একবার ঐ সহরেই বাংলায়। কলকাতায় বাংলা নাটকটি 'শতাব্দী' নাট্যসংস্থা আমার পরিচালনায় প্রথম মঞ্চস্থ করেন ১৯৪৬ সালের ২৮শে নভেম্বর। এবং তারপর বহুবার অভিনয় করেছেন কলকাতা, পাটনা, হায়দরাবাদ, ভিলাই, চিরিমিরি, ইম্ফল, দুর্গাপুর ইত্যাদি নানা স্থানে।

চরিত্রলিপি

ভূপতি	—	বল্লভপুরের রাজা
সঞ্জীব	—	ভূপতির সতীর্থ
মনোহর	—	পুরাতন ভৃত্য
হালদার	—	এক শিল্পপতি
চৌধুরী	—	আর এক শিল্পপতি
সাহা	—	বল্লভপুরের দোকানদার
শ্রীনাথ	—	আর এক দোকানদার
পবন	—	আরও এক দোকানদার
স্বপ্না	—	হালদার-পত্নী
ছন্দা	—	হালদার-কন্যা

[এবং রায়-রায়ান রঘুপতি ভুইঞা, কিন্তু তাঁকে নিয়ে এখনই মাথা ঘামাবার দরকার নেই]



লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত নাটক :

নিম্নাব শ্যাম যত্ন ॥ এবং ইন্দ্রজিৎ ॥ কবি কাহিনী ॥ বাকি ইতিহাস ॥ শ্রীমতী বড়ো পিসীমা ॥ সলিউশন এক্স ॥ পরে কোনোদিন

বল্লভপুরের রূপকথা

প্রথম দৃশ্য

[পর্দার সামনে বাহির হইয়া আসিল সঞ্জীব। পরিধানে এ্যাপ্রন।]

সঞ্জীব। নমস্কার। আমার নাম সঞ্জীব বোস। আপনাদের নামগুলো দয়া ক'রে বলবেন না। অতো নাম আমি মনে রাখতে পারবো না।

বল্লভপুরের রূপকথা আপনারা শোনেননি, কারণ এটা ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝোলা, দাদুর দপ্তর—কোনোটাতে নেই। ভূপতি আমাকে পাঠালো আপনাদের বল্লভপুরের রূপকথা শোনাতে। আমি খুব একটা দরকার দেখি না। কোনোদিনই এটাকে খুব একটা জমাটি রূপকথা ব'লে মনে হয়নি আমার। দু'এক জায়গা তো একেবারে কাঁচা। রূপকথা বলাই চলে না। কিন্তু কি করি বলুন, ভূপতি ছাড়লো না।

এক ছিল রাজা, তার নাম ভূপতি রায়। তার ছিল—না, তার রাণী ছিল না। একটাও না। আসলে তাকে রাজপুত্র বলা উচিত। রাণী যখন নেই—কিন্তু তার বাবা-মা নেই। এইখানেই দেখুন—প্রথম গোলমাল। রূপকথায় কখনো দেখেছেন কোনো রাজা পুত্রের বিয়ে না চুকিয়ে মারা গেছে? আমি ঐ জন্যে ভূপতিকে বললাম—

[কোনও দর্শকের কাল্পনিক প্রশ্ন শুনিল]

কি বলছেন? নাটক কোথায়? নাটক দেখবেন? কেন, আমার বলাটা ভালো লাগলো না বুঝি? দেখুন তবে। পরে আমাকে দোষ দেবেন না।

[চলিয়া গেল। পর্দা খুলিতে আরম্ভ করিল। সঞ্জীব সহসা ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল।]

দাঁড়াও দাঁড়াও!

[পর্দা বন্ধ হইয়া গেল]

একটা কথা ব'লে দিই। পর্দা সরলে দেখবেন—একজন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। সেই হোলো রাজা। ঠিক আছে, নাও এবার।

[ছুটিয়া চলিয়া গেল। পর্দা খুলিল। ঘরটি বড়ো এবং সেকেলে। অতিমাত্রায় সেকেলে। পিছনে এক অংশ উঁচু—বেদীর মতো। তাহার উপর একটি প্রকাণ্ড কারুকার্য করা সিংহাসন। এককালে সিংহাসনই ছিল। এখনো বিয়েবাড়ীতে বরাসন হিসাবে এই ধরণের সিংহাসন ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালের কারুকার্য, থাম ইত্যাদি পুরাতন রাজকীয় আড়ম্বরের পরিচয় দিতেছে—কিন্তু সব কিছুই ভগ্নদশায়। ঘরের নীচু অংশে কিছু পল্‌কা আসবাবপত্র—সস্তা আধুনিক মাল। ঘরের একদিকে বাহিরের দরজা, অন্যদিকে অন্দরমহলের।

যে চেয়ারটি উহারই মধ্যে একটু বড়ো এবং আস্ত তাহাতে ত্রিভঙ্গ মুরারি হইয়া ভূপতি ঘুমাইতেছে। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যে ঘুমের অসুবিধা হইতেছে না। সকালের আলো আসিয়া পড়িয়াছে ঘরে। চেয়ারের পাশে একটি ছোট স্যুটকেস্।

মনোহরের প্রবেশ। কিছুটা উৎকণ্ঠিত। ঘর পার হইয়া তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে যাইতেছিল, ভূপতিকে দেখিয়া থামিয়া গেল। তারপর কাছে আসিয়া ডাকিল।]

মনোহর। রাজাবাবু, রাজাবাবু!

[ভূপতি অঘোরে ঘুমাইতেছে। মনোহর নাড়া দিয়া ডাকিল।]

রাজাবাবু!

ভূপতি। উঁ? মনোহর?

মনোহর। বলিহারি তোমায়। বলি ফিরলে কিসে? হেঁটে না কি?

ভূপতি। হেঁটে ফিরে? মাথা খারাপ না কি? রাতের ট্রেনে ফিরেছি।

মনোহর। আমি কি রাতের গাড়ী না দেখেই ঘুমিয়েছি ভেবেছো?

ভূপতি। চাঁদ উঠেছিল না কাল? দীঘির পাড়ে বসেছিলাম।

মনোহর। কাব্যি?

ভূপতি। হ্যাঁ রে! কাব্যি। ভাবলাম আমাদের রঘুদা কাব্যিতে জীবন উৎসর্গ ক'রে দিলো, আর আমি এমন চাঁদের আলোয় বসে দুটো লাইনও মেলাতে পারবো না।

মনোহর। হয়েছে হয়েছে। তোমায় আর জীবন উচ্ছুগ্‌গু করতে হবে না। যত সব অলক্ষুণে কথা।

ভূপতি। এই দেখো। অলক্ষুণে কোন্ কথাটা হোলো? উৎসর্গ মানে জানিস?

মনোহর। না জানিনে। জেনে কাজ নেই আমার। কিসে ফিরলে—তাই বলো দিকি?

ভূপতি। বললাম তো! রাতের ট্রেনে।

মনোহর। কেন মিছে কথা বলছো বলো দিকিনি?

ভূপতি। (একটু থেমে) তুই স্টেশনে গিয়েছিলি?

মনোহর। হ্যাঁ গিয়েছিলুম।

ভূপতি। বলি বয়স কত হোলো খেয়াল আছে? রাত্তিরে হিমে অতোটা রাস্তা হেঁটে স্টেশনে গেলি? মরতে চাস?

মনোহর। বুড়ো হলে সবাই মরে একদিন।

ভূপতি। আর ক'টা দিন বেঁচে থাক বাবা দয়া ক'রে! দেনাটা ঘাড়ে চাপিয়ে পালাসনি।

মনোহর। (চটিয়া) ফের বাজে কথা?

ভূপতি। হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। ও সব বাজে কথা ব'লেও লাভ নেই, ভেবেও লাভ নেই। দেখ তো জামার পকেটে বিড়ি আছে নাকি?

[মনোহর অবাক হইয়া গেল প্রথমে। তারপর ঠাট্টা ভাবিয়া জামার পকেটে হাত দিল।]

মনোহর। এ যে সত্যি সত্যি বিড়ি?

ভূপতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দে।

মনোহর। বিড়ি খাবে?

ভূপতি। সিগারেট খেলে ক্যান্সার হচ্ছে আজকাল, শুনিস নি? দে।

মনোহর। দোকান খুললে সিগ্রেট এনে দেবো আমি—

ভূপতি। (হঠাৎ চড়া গলায়) না, সিগারেট আনতে হবে না তোকে। ধার ক'রে নবাবী!

[যেন মনোহরই ধার করিয়া নবাবী করিতেছে। মনোহর আর কিছু বলিল না। বিড়ি দিল। তারপর স্যুটকেসটা তুলিয়া লইয়া শয়নকক্ষের দিকে গেল।]

কি রে? কোথায় চললি?

মনোহর। স্যুটকেসটা রেখে আসি শোবার ঘরে।

ভূপতি। আর কিছু জিজ্ঞেস করবি না ?

মনোহর। কি আবার জিজ্ঞেস করবো ?

ভূপতি। জলপাইগুড়ি কিসের জন্যে গিয়েছিলাম, তুই জানিস না ?

[মনোহর মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপতি আরও চড়া গলায় কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। তারপর সহসা হাসিয়া উঠিল। ছেলেমানুষের মতো প্রাণখোলা হাসি। মনোহর কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া দুর্বলভাবে অল্প অল্প হাসিতে শুরু করিল।]

ঐ তোর একটা মস্ত গুণ মনোহর। আর মস্ত দোষ। সব জানবি, বুঝবি, তবু ভাণ করবি যেন কিছু হয়নি। নে, একটা বিড়ি ধরা।

মনোহর। না।

ভূপতি। ধরা না, আমি বলছি।

[মনোহর বিড়ি ধরাইল, কিন্তু আড়াল করিয়া।]

আজ তুই পালাচ্ছিলি, আর কাল আমি তোর ভয়ে পালিয়েছিলাম।

মনোহর। পালিয়েছিলে ?

ভূপতি। ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালে গাড়ীটা দাঁড়ালো—নেমে পড়লাম। ভাবলাম, এলেই তো জিজ্ঞেস করবি, কি হোলো।

মনোহর। কতো বলছে ?

ভূপতি। কি কতো বলছে ?

মনোহর। কতো দর বলছে মাড়োয়ারী ?

ভূপতি। দর ? বাড়ী দেখতেই রাজী হোলো না—দর !

[হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া জামার পকেট হইতে একটা খাতা বাহির করিল]

সাহা, শ্রীনাথ, পবন—সাতশো সাতান্নো, তোর দুশো কুড়ি—নশো সাতাত্তর। আমার চেম্বার—সব মিলিয়ে ধর পাঁচ হাজার। পাঁচ হাজার নশো সাতাত্তর—ছ'হাজার বললে দিয়ে দিতাম।

মনোহর। (চোখ কপালে তুলিয়া) ছ' হাজারে দিয়ে দিতে ?

ভূপতি। ছ' হাজার দিচ্ছে কে ? আজ অবধি বাড়ী দেখতেই কাউকে আনতে পারলাম না।

মনোহর। সাত বিঘে বাগান, দুমহলা—

ভূপতি। জানি জানি। সাত বিঘে বাগান তার ছ'বিঘে আগাছা। দু'মহলা বাড়ী, তার দুটি ঘর বাসযোগ্য। রাজপ্রাসাদ—তার চতুর্দিক খাঁ খাঁ! বাজার দু'মাইল, স্টেশন তিন মাইল, ডাক্তার ডাকতে রেলগাড়ী চড়তে হয়।

মনোহর। তবু—

ভূপতি। তবু বল্লভপুরের রাজবাড়ী, কি বলিস? ওরে, তুই না হয় সাতপুরুষ এই বাড়ীতে চাকরী করছিস। মাইনে না পেলেও নড়িস না। যে কিনবে তার কাছে এ একটা ভুতুড়ে পোড়ো বাড়ী ছাড়া কি?

মনোহর। ছেড়ে দাও ও কথা। আমি চা করি।

ভূপতি। চা আছে? আমি তো এতক্ষণ ভয়ে চাইতে পারিনি।

মনোহর। কাল সব এনেছি সা-মশাইয়ের দোকান থেকে। চাল ডাল সব। সিগ্রেটটাই আনতে ভুলে গেছি শুধু।

ভূপতি। দিলো?

মনোহর। দেবে না কেন? শুধু— (থামিয়া গেল)।

ভূপতি। শুধু আজ সব লাইন ক'রে আসবে, এই তো? এখনো আসছে না কেন ভাবছি। ওঃ, কোমরটা ব্যথা হয়ে গেছে চেয়ারে শুয়ে।

মনোহর। তা চেয়ারে শুয়েছিলে কেন? বিছানা তো ক'রে রেখেছিলুম।

ভূপতি। আরে দূর! ঢুকেই রঘুদার পাল্লায় পড়ে গেলাম। দু' ঘণ্টা ঝাড়া কাব্য শোনালো। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি।

মনোহর। তুলে দেয়নি?

ভূপতি। ভোরের আগে টের পায়নি বোধ হয়। কাব্যে মশগুল ছিল।

[বাহিরে দ্বারে করাঘাত। সেই সঙ্গে হাঁক—"মনোহর"!]

ঐ এলো।

মনোহর। সা-মশাই।

ভূপতি। (খাতা দেখিয়া) চারশো আটচল্লিশ টাকা ছ' আনা! আবার কালকের চালডাল! মনোহর, চা না খেয়ে আমি সামলাতে পারবো না, তুই ওকে বসিয়ে রেখে আগে চা-টা দিয়ে যা ভেতরে। (যাইতে গিয়া থামিয়া) ওকেও এক কাপ দিয়ে একটু ভিজিয়ে রাখিস।

[ভূপতি শয়নকক্ষে পলায়ন করিল। মনোহর বাহিরে। আবার প্রবেশ করিল সাহা মহাশয়কে লইয়া।]

সাহা। কখন ফিরলেন?

মনোহর। রাতের গাড়ীতে।

সাহা। কিছু শুনলে ?

মনোহর। আজ্ঞে না।

সাহা। হাবভাব কেমন দেখলে ?

মনোহর। মনে তো হোলো মেজাজ ভালো। লেগে যাবে বোধ হয়।

সাহা। লেগে যাবে ? লেগে যায়নি তাহলে ?

মনোহর। অতো কথা আমি কি জানি ? রাজাবাবুর মুখেই শুনবেন।

সাহা। রাজাবাবু কখন উঠবেন ?

মনোহর। এই চা ক'রে এনে তুলছি।

সাহা। একটু হাত চালিয়ে নাও। দোকান খুলতে হবে গিয়ে।

[মনোহর অন্দরের দিকে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথের প্রবেশ]

কি শ্রীনাথ ? এসে জুটেছো ?

শ্রীনাথ। না এসে উপায় কি দাদা ? ঐ সামান্য কারবার, কতো আর চাপ সয়। (সাহাকে) ইয়ে রাজাবাবু—?

সাহা। ঘুমোচ্ছেন। মনোহর গেছে ডাকতে। বোসো শ্রীনাথ।

শ্রীনাথ। কিছু শুনলে খবর ?

সাহা। নাঃ, মনোহর তো বলছে কিছু শোনেনি।

শ্রীনাথ। তার মানে হয়নি !

সাহা। টাকা মারা যাবে না জানি। বাড়ীটা বিক্কিরি হলেই—কিন্তু এ বাড়ী কিনবে কে ?

[পবনের প্রবেশ। পবনের আদিবাস ছিল উড়িষ্যায়। এখন বাংলা ভালোই বলে, সামান্য টান রহিয়া গিয়াছে শুধু।]

পবন। নমস্কার সাহা দাদা, নমস্কার শ্রীনাথ দাদা।

সাহা। কি পবন, তুমিও চলে এলে দোকান বন্ধ ক'রে ?

পবন। না দাদা, দোকান বন্ধ করলে কি আমার চলে ? জগবন্ধুকে বসিয়ে রেখেছি।

শ্রীনাথ। জগবন্ধু পারে চালাতে ?

পবন। পারে না ঠিকমতো। সিগারেট সব চেনে না। বিড়ি গুণতে পয়সা গুণতে ভুল করে। তা আর কি করি বলুন, এ খোঁজটাও তো না নিলে নয়।

[বাহির হইতে ডাক আসিল]

নেপথ্যে। ও মনোহর দা! মনোহর দা!

সাহা। পবন দেখো না? ডাক পিওন মনে হচ্ছে!

[পবনের বাহিরে প্রস্থান]

শ্রীনাথ। পিওন এতো ভোরে?

সাহা। তাও তো বটে।

[মনোহরের প্রবেশ]

মনোহর। কেউ ডাকলো?

[পবনের উত্তেজিত প্রবেশ]

পবন। টেলিগেরাম্! মনোহরদা—টেলিগেরাম্ রাজাবাবুর!

মনোহর। কই?

পবন। সে আমাকে দিলো না পিওন। তুমি যাও।

[টেলিগ্রাম এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নহে। মনোহর শশব্যস্তে বাহির হইল। ঘরেও প্রচুর উত্তেজনা।]

সাহা। টেলিগ্রাম! তাই বলি এতো ভোরে পিওন কেন?

শ্রীনাথ। টেলিগ্রাম! সব্বোনাশ!

সাহা। কেন সাব্বোনাশ কেন?

শ্রীনাথ। সব্বোনাশ নয়? টেলিগ্রামে কখনো ভাল খবর থাকে?

[মনোহর টেলিগ্রাম হাতে দ্রুত ঘর পার হইয়া শয়নকক্ষে গেল।]

সাহা। খারাপ খবর আসবে কোত্থেকে? রাজাবাবুর আর আছে কে?

শ্রীনাথ। বন্ধু-বান্ধব হতে পারে তো!

পবন। তাই তো!

সাহা। কি?

পবন। এ রকম সময়ে আমাদের বসে থাকাটা কি ভালো দেখাবে?

শ্রীনাথ। হ্যাঁ—এই শোকের সময়! হাজার হোক, আমরা তো পাওনার তাগিদেই এসেছি।

সাহা। বলছো? কিন্তু—ব্যাপারটা জেনে যাবো না?

[মনোহরের দ্রুত প্রবেশ। ইহারা কৌতূহলে অগ্রসর হইল। কিন্তু মনোহর বিনা বাক্যব্যয়ে স্যুটকেসটি তুলিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।]

শ্রীনাথ। দেখেছো, স্যুটকেস নিয়ে গেলো! এক্ষুণি যাবেন বোধ হয়!

পবন। কঠিন অসুখ-বিসুখ কারো নিশ্চয়ই।

সাহা। এখন ট্রেন কোথা যে যাবেন? আপ ট্রেন ছেড়ে গেছে এতক্ষণে। ডাউন ট্রেন তো অনেক দেরী।

শ্রীনাথ। সে কথা কি বিপদের সময়ে মনে থাকে কারো?

[ভূপতি দ্রুত প্রবেশ করিল। পিছনে মনোহর। ভূপতি ছাড়া জামার পকেট ঘাঁটিয়া চাবি বাহির করিয়া মনোহরকে ছুঁড়িয়া দিল।]

ভূপতি। এই নে চাবি!

[মনোহর অন্দরের বাহির হইয়া গেল। ইহারা তিনজন শোকসন্তপ্ত মূর্তিতে দাঁড়াইয়া। ভূপতি ফিরিতেই মুখোমুখি হইল।]

অ্যাঁ? ওহো—তোমাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

সাহা। না না, আমাদের নিয়ে ভাববেন না, আমরা ওজন্যে আসিনি।

শ্রীনাথ। ও সব তুচ্ছু কথা। এখন যাতে গিয়ে ভালো দেখতে পান, সেইটাই বড়ো কথা।

ভূপতি। অ্যাঁ?

পবন। কিন্তু এখন তো কোনো গাড়ী নেই রাজাবাবু?

ভূপতি। গাড়ী?

শ্রীনাথ। জলপাইগুড়ির গাড়ী তো ছেড়ে গেছে এতোক্ষণে।

ভূপতি। জলপাইগুড়ি?

সাহা। তবে? কলকাতার দিকে? তাওতো আপনার এগারোটা—কতো শ্রীনাথ?

শ্রীনাথ। এগারোটা কুড়ি কি পনেরো। পনেরোই ধরুন।

ভূপতি। কি পনেরো?

শ্রীনাথ। এগারোটা পনেরো। ডাউন গাড়ী।

[মনোহর প্রবেশ করিল। হাতে ময়লা ধুতি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি।]

ভূপতি। হবে তো?

মনোহর। আমি এক্ষুণি ধুয়ে দিচ্ছি। রোদ আছে, শুকিয়ে যাবে।

ভূপতি। ধুয়েই চলে আয়। বহু কাজ আছে।

[মনোহরের প্রস্থান

শ্রীনাথ তোমার দোকানে টেবিল-ক্লথ হবে ?

শ্রীনাথ। টেবিল-ক্লথ ?

ভূপতি। না থাকে তো চাদর। বোম্বাই চাদর। আছে ?

শ্রীনাথ। আজ্ঞে তা আছে, কিন্তু—

ভূপতি। ধার—ধার চাইছি। আজকের রাত্তিরের মতো! আর সাহা—আজ বেশ কিছু মাল চাই।

সাহা। মাল ? আজকে ? কিন্তু—

ভূপতি। এ্যাদ্দিন ধরে দিলে, আর আজ সব 'কিন্তু' সুরু করলে কেন ? বুঝতে পারছো না—আজ জীবন-মরণ সমস্যা।

শ্রীনাথ। আজ্ঞে সে আর বুঝবো না ? টেলিগ্রাম দেখেই বুঝেছি।

[পবন আর কৌতূহল দমন করিতে পারিল না]

পবন। কে রাজাবাবু ? কার খবর এলো ?

ভূপতি। বি. পি. হালদার। স্বপ্নছন্দা কসমেটিক্স্ লিমিটেড।

সাহা। মানে ইয়ে, অর্থাৎ—আছেন তো ?

ভূপতি। আছেন মানে ?

শ্রীনাথ। মানে—বেঁচে আছেন তো ?

ভূপতি। কি বকছো পাগলের মতো ? বেঁচে না থাকলে টেলিগ্রাম করলো কি ক'রে ?

শ্রীনাথ। না হ্যাঁ তাতো বটেই। তবে টেলিগ্রাম তো অন্য কেউও—

[ভূপতি কিন্তু স্থির হইয়া নাই। আগাগোড়া ঘরের জিনিস-পত্র নাড়াইতে গুছাইতে ব্যস্ত।]

ভূপতি। পবন সিগারেটও চাই কিছু। ভালো চুরুট হবে তোমার দোকানে ?

পবন। চুরুট ?

ভূপতি। কে জানে, হয় তো চুরুট খায়।

পবন। কে খান রাজাবাবু ?

ভূপতি। কে ? কি বলছি এতোক্ষণ ? বি. পি. হালদার। স্বপ্নছন্দা সাবানের মালিক। স্বপ্নছন্দা সাবানের নাম শোনোনি ?

পবন। তিনি—চুরুট খাবেন ?

ভূপতি। খাক না খাক, আমাকে তো রাখতে হবে ঘরে ? জীবন-মরণ সমস্যা—কোন খুঁত রাখলে চলবে না। মনোহর! ওহো, মনোহর তো গেলো

কাপড় কাচতে। বাসনের কি করি বলো দেখি সাহা? তোমার দোকানে তো সব কিছু রাখো, টি সেট্ আছে? আর এ্যাশ-ট্রে, এ্যাশ-ট্রে দরকার। ধুত্তোর, কাল জলপাইগুড়ি গেলাম, তার আগে যদি জানতাম! এখন সন্ধ্যের মধ্যে কোত্থেকে কি জোগাড় করি বলো দিকিনি এই পাড়াগাঁয়ে?

[ইহারা হতবাক]

তোমরা সব ওরকম হাঁ ক'রে থেকো না, দোহাই তোমাদের! একটু ভাবো, একটু উঠে-পড়ে লাগো। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছো, যেন এতে তোমাদের কিছুই আসে-যায় না।

শ্রীনাথ। না না সে কি কথা?

সাহা। মানে—আমরা—আমরা আর কতোটুকু করতে পারি বলুন?

ভূপতি। তোমরা? তোমরাই তো একমাত্র ভরসা। রাত আটটায় আসবে বলছে, আমাকে তো খেতে বলতেই হবে? তা আমার আছে কি যে খাওয়াবো?

পবন। কে খাবেন রাজাবাবু?

ভূপতি। আঃ পবন! তোমার মাথায় কি কিছুতেই ঢুকবে না কথাটা? খাবেন হালদার সাহেব। খাবেন কিনা তিনিই জানেন, কিন্তু আমাকে তো ব্যবস্থা করতেই হবে? রাত আটটায় আসবে কলকাতা থেকে, নিজের গাড়ীতে। আবার এই রাত্রেই চলে যাবে। খেতে না বললে হয়?

পবন। তিনিই আসবেন?

ভূপতি। (অসীম ধৈর্যে) হ্যাঁ পবন, তিনিই আসবেন, তিনি—বি. পি. হালদার। স্বপ্নছন্দা সাবানের মালিক। সপরিবারে। উইথ্ ফ্যামিলি। ফ্যামিলিটি যে কজন, সেটা যদি দয়া ক'রে লিখতেন।

সাহা। তাই বলুন, আসছেন!

ভূপতি। তোমার আবার কি হলো? তুমিও পবনের মতো জিজ্ঞেস করবে নাকি কে আসছেন?

সাহা। আজ্ঞে না, আমরা ভেবেছিলুম—

শ্রীনাথ। মানে—টেলিগ্রাম কি না। তার উপর আপনি বললেন—জীবন-মরণ সমস্যা—তাই—

ভূপতি। জীবন-মরণ সমস্যা নয়? শুধু কি আমার? তোমাদেরও!

সাহা। আমাদের!

ভূপতি। সব শোধ হয়ে যাবে একসঙ্গে সাহা—যদি লেগে যায়। যেমন ক'রে হোক ঠাটটা বজায় রাখতে হবে। জমিদারী ঠাট। ভেবে না বসে—ঠেকায় পড়ে বাড়ী বেচছি।

পবন। বাড়ী দেখতে আসছেন ?

ভূপতি। বাঃ পবন! এইতো মাথা খুলছে তোমার। এইবার বলো দিকি—চুরুট আছে কি না ?

পবন। এনে দেবো রাজবাবু!

ভূপতি। ভালো চুরুট চাই কিন্তু। আর সাহা—তুমি মেনুটা ঠিক ক'রে ফেলো দেখি। এই নাও, কাগজ। পোলাওয়ের সরু চাল আছে তো তোমার ?

[মনোহরের প্রবেশ]

ধুয়ে দিয়েছিস ?

মনোহর। হ্যাঁ।

ভূপতি। শুকোলে হয়। ভালো ক'রে রোদে মেলে দিয়েছিস তো ?

মনোহর। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমায় ভাবতে হবে না। সা-মশাই, আপনার ইস্ত্রীটা একবার নেবো। আমাদের ইস্ত্রীটা খারাপ হ'য়ে গেছে দেখছি।

[ভূপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

ভূপতি। খারাপ হয়নি সাহা। বেচে খেয়েছি।

মনোহর। আঃ!

ভূপতি। কেন এদের কাছে লুকোচ্ছো মনোহর ? আজকে মাংস কেনবার পয়সা আসবে কি বাঁধা দিয়ে সেই কথা ভাবো।

সাহা। (লজ্জিত) আজ্ঞে ওজন্যে ভাববেন না।

ভূপতি। তুমি ধার দেবে ? বাঁচালে। কিছু ভেবো না সাহা—কোনোরকমে সবাই মিলে এইটা লাগিয়ে দাও। সব শোধ হ'য়ে যাবে। আমিও কলকাতায় গিয়ে চেম্বার খুলে দাঁত উপড়োতে সুরু করবো।

মনোহর। (রাগিয়া) বলি চাকরীটা নিয়ে দাঁত উপড়োলেই তো পারতে ? আমার হাড় জুড়োতো!

ভূপতি। হয় না মনোহর, হয় না। কতোবার বলবো তোমাকে ? চাকরী আর নিজের চেম্বারে অনেক তফাৎ।

মনোহর। অনেক যে তফাৎ—সে কথা আমার থেকে বেশী বুঝবে কে ?

ভূপতি। কেন অমন করছিস বাবা? এই দেখ্ না, এবার লেগে যাবে ঠিক। এর আগে দেখতে এসেছে কেউ?

মনোহর। দেখতে এলেই কিনবে তার কোনো মানে আছে?

ভূপতি। আরে মানে নেই ব'লেই তো এতো উঠেপড়ে লাগতে চাইছি। বাদশাহী চাল চালবো, বাদশাহী খানা খাওয়াবো,—তারপর জলের দর বলবো। কেনবার ইচ্ছে নিয়ে আসছে, ফক্কুড়ি করতে তো আসছে না?

মনোহর। বাদশাহী চাল চালবে! কি দিয়ে চালবে শুনি?

ভূপতি। ধার ক'রে মনোহর, ধার ক'রে! এ্যাদ্দিন সংসার চালাতে ধার করেছি। আজ ধার শোধ করবার জন্যে ধার করবো।

মনোহর। ধার ক'রে বাদশাহী খানা না হয় তৈরী হোলো। সেটা পরিবেশণ তো করবে এক এই বুড়ো টিম টিম ক'রে!

ভূপতি। অ্যাঁ?

[এ সমস্যা ভূপতির মাথায় আসে নাই। সে একেবারে বসিয়া পড়িল।]

তাই তো? (ভাবিয়া) লোক ভাড়া করা যাবে না?

মনোহর। (রাগিয়া) হ্যাঁ যাবে। জনমজুর। তারা ঘরের চাল ছাইতে পারে। ধান কাটতে পারে। পরিবেশন করতে গেলে পাতে না দিয়ে মাথায় ঢালবে।

ভূপতি। তুই শিখিয়ে নিতে পারবি না?

মনোহর। এক বেলায় বল্লভপুরের ক্ষেতমজুরকে রাজবাড়ীর আদব-কায়দা শেখাবে, এমন গুরুমশাই মনোহর নয়।

ভূপতি। তা হলে?

[ভূপতি ভাবিতেছে, কিন্তু পবন ও শ্রীনাথ উসখুস করিতেছে।]

পবন। তা হলে আমি যাই রাজাবাবু, ছেলেটাকে বসিয়ে এসেছি দোকানে। আবার চুরুট আনতেও যেতে হবে—

শ্রীনাথ। হ্যাঁ, আমারও দোকান খোলবার সময় হোলো। চাদর তাহলে ক'টা, কি রকম?

[চিন্তিত ভূপতি পবনের দিকে চাহিয়াছিল। তারপর শ্রীনাথের দিকে। তাহার মাথা দ্রুত খেলিতেছে।]

ভূপতি। (সহসা টেবিল চাপড়াইয়া) পেয়েছি।

মনোহর। কী পেয়েছো?

ভূপতি। (ধীরে ধীরে) পবন! শ্রীনাথ! সাহা!

পবন। আজ্ঞে?

ভূপতি। (স্বর বদলাইয়া) সাহা, তুমি আমার কাছে কতো পাও জানো?

সাহা। আজ্ঞে—

ভূপতি। (খাতা খুলিয়া) পরশু অবধি চারশো আটচল্লিশ টাকা ছ' আনা। শ্রীনাথ একশো নিরানব্বুই। পবন, তুমি পাবে একশো দশ।

পবন। আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এখন সে কথা—

ভূপতি। বলি, টাকাটা না পেলে কি তোমার চলবে?

পবন। গরীব মানুষ রাজাবাবু—

ভূপতি। শ্রীনাথ, তোমার?

শ্রীনাথ। আজ্ঞে ছোটো কারবার—

ভূপতি। সাহা?

সাহা। সবই তো বোঝেন রাজাবাবু। সংসারী লোক—

ভূপতি। তবে আমার কথাটা রাখো।

সাহা। কি কথা?

ভূপতি। এক সন্ধ্যের মতো। শুধু একটি সন্ধ্যের মতো! শ্রীনাথ! পবন!

পবন। কি রাজাবাবু?

ভূপতি। আজ সন্ধ্যেটার মতো একটু থিয়েটার ক'রে দাও।

শ্রীনাথ। থিয়েটার?

ভূপতি। শুধু একটা সন্ধ্যে। ঘণ্টা দু'এক।

সাহা। আমরা!!

ভূপতি। হ্যাঁ, সাহা তোমরা। জীবন-মরণ সমস্যা সাহা। আমারও যেমন, তোমাদেরও তেমনি। এ না হলে বাড়ী বিক্রি হবে না, আর বাড়ী বিক্রি না হলে দেনাও শোধ করতে পারবো না।

সাহা। কিন্তু গাঁয়ের লোক শুনলে—

ভূপতি। গাঁয়ের লোক শুনবে না। আমি আর মনোহর ছাড়া আর কে জানছে?

পবন। আজ্ঞে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু দোকানটা—

ভূপতি। দোকান একদিন দু'ঘণ্টা বন্ধ রাখো পবন। লোকসান পুষিয়ে দেবো আমি।

শ্রীনাথ। কিন্তু আমরা কি পারবো ?

ভূপতি। খুব পারবে! তোমরা বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক—তোমরা না পারলে কে পারবে ? কি মনোহর ?

মনোহর। সে তো বটেই। তবে একটা কথা আছে। সা-মশাই, শ্রীনাথবাবু, কিছু মনে করবেন না। হেড্-খানসামা আমাকেই সাজতে হবে। নইলে আপনারা চালাতে পারবেন না।

শ্রীনাথ। তাতে ক্ষতিটা কি ? থিয়েটার তো।

সাহা। ক্ষতি কি বলছো ভায়া ? তা না হলে চলবেই না। আমরা জানি কি যে হেড্-খানসামা হবো ?

পবন। হ্যাঁ, ঠিক কথা। এ মনোহরদা হুকুম ক'রে গেলো আমরা মেনে গেলাম। কোনো গোলমাল নেই।

ভূপতি। এই জন্যেই বলছিলুম—তোমরা ছাড়া আমার কেউ নেই! কিন্তু উর্দি ? উর্দি লাগবে না মনোহর ?

মনোহর। সে আমি চালিয়ে দেবো। পুরাণো কিছু আছে আমার ঘরে। ক'টায় আসবেন তেনারা ?

ভূপতি। আটটা।

মনোহর। সন্ধ্যে সাতটার ভেতর তাহলে চ'লে আসুন সবাই। তখন সব বুঝিয়ে দেবো। (ভূপতিকে) আমি ভেতরে যাচ্ছি, ঘরগুলো যতোটা পারি গুছিয়ে রাখি। তুমি বাজারের ফর্দটা ক'রে ফেলো।

[মনোহরের প্রস্থান]

শ্রীনাথ। (সহসা) সন্ধ্যে ? মানে—রাত্তিরে ?

ভূপতি। সন্ধ্যে আর সকালবেলা কি ক'রে হবে শ্রীনাথ ?

শ্রীনাথ। কিন্তু—কিন্তু—(সাহার দিকে চাহিল)

সাহা। তাই তো—রাত্তির হ'য়ে যাবে যে!

ভূপতি। আরে আটটার সময়ে তো আসছে। সাড়ে নয়—কি বড়ো জোর দশটার মধ্যে সব খতম ক'রে দেবো।

পবন। কিন্তু রাজাবাবু—আমার যে বারণ আছে ?

ভূপতি। কি বারণ আছে ?

পবন। রাত্তিরে এদিকে আসবার বারণ আছে।

ভূপতি। কে বারণ করেছে ?

পবন। আজ্ঞে—জগবন্ধুর মা।

ভূপতি। কে জগবন্ধু?

পবন। আজ্ঞে—আমার ছেলে।

ভূপতি। অ্যাঁ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, জগবন্ধুর মা, বুঝেছি। তা এদিকে আসছো সে কথা জগবন্ধুর মাকে নাই বা বললে?

পবন। বলবো না?

ভূপতি। কি দরকার?

পবন। চেপে যাবো?

ভূপতি। গেলেই বা?

পবন। কিন্তু—কিন্তু জগবন্ধুর মার কাছে আমি যে কিছু লুকোই না?

ভূপতি। লুকোবে কেন? কাল বোলো। একশো দশ টাকা পবন। প্লাস্ চুরুট। যাও তুমি দোকান সামলাও এখন। ঠিক সাতটায় চলে এসো, বুঝলে? রাত্তিরের খাওয়া এখানে, বলে দিও জগবন্ধুর মাকে।

[পবনের প্রস্থান]

শ্রীনাথ। আমিও যাই রাজাবাবু, দোকান খুলি গে।

ভূপতি। যাবে? কিন্তু চাদর?

শ্রীনাথ। মনোহরকে ব'লে দেবেন কি লাগবে। ও তো যাবেই ওদিকে?

ভূপতি। হ্যাঁ, সেই ভালো।

[শ্রীনাথের প্রস্থান]

কি মেনু করলে সাহা, বলো।

সাহা। পোলাও, বেগুনভাজা, রুই মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল—

[পবনের প্রবেশ]

পবন। ভুলে গিয়েছিলাম রাজাবাবু, দু' প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম। মনোহরদা আনেনি কাল—

ভূপতি। বেঁচে থাকো তুমি পবন। জগবন্ধুর মা ভাগ্যবতী—তোমার মতো জগবন্ধুর বাবা পেয়েছে।

পবন। কি যে বলেন রাজাবাবু—

[পবনের প্রস্থান]

ভূপতি। হ্যাঁ, বলো সাহা।

[সিগারেট ধরাইল]

সাহা। মুড়ো দিয়ে ডাল, মাছের কালিয়া—

ভূপতি। রুইমাছ পাওয়া যাবে ?

সাহা। কেন পাওয়া যাবে না ? আজ হাটবার তো ?

ভূপতি। ও হ্যাঁ। আজ তো হাটবার। এটা জোর বেঁচে গেছি। মাছের কালিয়া। তারপর ?

সাহা। মাছের কালিয়া। মাংস—

ভূপতি। (সহসা) আচ্ছা সাহা ! একটা ম্যানেজার থাকলে ভালো হোতো না ?

সাহা। ম্যানেজার ?

ভূপতি। মানে বাড়ী বিক্রীর ব্যাপার তো ?

সাহা। তা আজ রাত্তিরেই তো লেখাপড়া হচ্ছে না ?

ভূপতি। না না তা নয়। তবে শো-টা আরো জমকালো হোতো। বুঝলে না ?

সাহা। আমাকে দিয়ে কি হবে ?

ভূপতি। তুমি স্যুট পরতে পারবে ?

সাহা। স্যুট—মানে কোট-প্যাণ্টালুন ? কখনো তো পরিনি আগে।

[ভূপতি সাহার স্যুটপরা মূর্তি কল্পনা করিয়া ভরসা পাইল না]

ভূপতি। নাঃ থাক। তা ছাড়া মনোহরের টীমেও লোক কমে যাবে।

[মনোহরের প্রবেশ। হাতে ঘর সাজাইবার পুরাতন সরঞ্জাম]

এই যে মনোহর। তোর কি তিনজনের কমে হবে ?

মনোহর। তিনজনের কম ? তিনজনেই হয় না কি ? তিনজন তো এখানেই লাগবে খাবার সময়ে। তারপর ফটকে একজন। সদর দরজায় একজন। এ ঘরের দরজায় একজন—

ভূপতি। সে কি রে ? অতো লোক পাবি কোথায় ?

মনোহর। এই দিয়েই চালাবো। উর্দি আর পাগড়ী।

ভূপতি। তাতে কি হবে ?

মনোহর। কেন হবে না ? ওরা কি আর আমাদের চেহারা দেখবে না কি খেয়াল ক'রে ? ফটক থেকে এই অবধি এনে দিয়ে সব রান্নাঘরে গিয়ে ভোল পাল্টে ফেলবে। তুমি খালি দেখো—দলশুদ্ধ যেন একসঙ্গে থাকে। ছটকে ছাটকে কেউ যেন না বেরোয়।

ভূপতি। (সাহাকে) তবে তো আরোই হোলো না।

মনোহর। কি হোলো না ?

ভূপতি। ভাবছিলাম সাহাকে ম্যানেজার বানানো যায় কিনা। তুই যে তিন-জনকে ছ'জন বানাচ্ছিস তা কে জানতো ?

মনোহর। ম্যানেজারের অসুখ করেছে ব'লে দিও। কই, ফর্দ হোলো ? বাজারটা আগে করা দরকার।

ভূপতি। হ্যাঁ, এই যে, বলো সাহা।

সাহা। মাছের কালিয়া, মাংস, পাঁপড়ভাজা—

ভূপতি। মাংসটা কি পাঁঠা হবে, না মুরগী ?

সাহা। (দৃঢ়ভাবে) যদি মুরগী হয় তো আমি এর মধ্যে নেই।

ভূপতি। (শশব্যস্তে) না না, পাঁঠা পাঁঠা ! মুরগী হ'লে আমিও এর মধ্যে নেই। পাঁঠা, কি বলিস মনোহর ?

[মনোহর ঘর সাজাইতে ব্যস্ত ছিল]

মনোহর। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঁঠা হলে আমিও এর মধ্যে—না না, কি বলে, মুরগী, মানে —আমি পাঁঠা হ'লে—ইয়ে, মানে—পাঁঠা হোক !

ভূপতি। নিশ্চয়ই। পাঁঠা সাহা ! মানে—পাঁঠার মাংস, সাহা। তারপর বলো।

সাহা। পাঁঠার মাংস, পাঁপড়ভাজা, চাটনী, দই, দুরকম মিষ্টি, পান।

ভূপতি। কিন্তু এ যেন ঠিক বিয়েবাড়ীর খাওয়া হয়ে গেলো।

সাহা। আজ্ঞে হ্যাঁ। অনন্ত পোদ্দারের মেয়ের বিয়ে গেলো সেদিন—ঠিক এমনি হয়েছিল।

ভূপতি। ঠিক আছে। এই বেশ হযেছে। মনোহর কি বলিস ?

[মনোহর চেয়ারে উঠিয়া গৃহসজ্জার কোনো দুরূহ কার্যে ব্যস্ত ছিল। কথাবার্তার ধারা অনুসরণ করে নাই।]

মনোহর। অ্যাঁ ? হ্যাঁ—পাঁঠা ! পাঁঠা ! ওর আর কোনো কথা নেই।

● পর্দা নেমে আসে ●

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সন্ধ্যা। সেই ঘর। কিন্তু ভোল অনেক পাল্টাইয়াছে। সিংহাসন সুসজ্জিত। ঝাড়লণ্ঠন দুলিতেছে। চেয়ারে গদী। টেবিল চাদরে আবৃত। ভাঙ্গা আসবাব অন্তর্হিত হইয়াছে। দুই-একটি ধার-করা আস্ত আসবাব আমদানী হইয়াছে।

মনোহরের পরিধানে জমকালো উর্দি। লক্ষ্য না করিলে উর্দিতে মেরামতের চিহ্ন ধরা পড়ে না। পবনের উর্দি পরা হইয়াছে। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, তাহাতে প্রায় অর্ধেক মুখ ঢাকা পড়িয়াছে। একটি পুরাতন ভাঙ্গা বন্দুকের সাহায্যে সেলাম ঠুকিবার কায়দা তাঁহাকে শিখাইতে মনোহর আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ঘরের অন্য দিকে সাহা উর্দি পরিতে ব্যস্ত। তাহার ভুঁড়িটি কিছুতেই সম্পূর্ণ ঢাকিতেছে না।]

মনোহর। হেই-ই-ই হপ্! ব'লে এমনি ক'রে সিধে হয়ে দাঁড়াবে। সিধে তাকিয়ে একেবারে পাথরের মূর্তির মতো। নাও—করো দিকি?

[পবন চেষ্টা করিল। কিন্তু একেবারেই হইল না]

ওটা কি হোলো? এতোক্ষণ ধ'রে কি দেখালুম তবে? বন্দুকখানাকে অতো তফাতে ধরেছো কেন?

পবন। বন্দুক যে?

মনোহর। বন্দুক—তা কি? ফটকের দারোয়ান—বন্দুক ছাড়া হয়?

পবন। যদি ফুটে যায়?

মনোহর। (বিরক্ত হইয়া) কতোবার বলবো এক কথা! ফুটবে যে—গুলি আছে এতে?

পবন। না, গুলি নেই। তবু—বন্দুক তো?

সাহা। গুলি ছাড়া বন্দুক ফোটে না পবন। কেন ভয় পাচ্ছো?

পবন। না না, ভয় পাবো কেন? এইবার দেখো। হে-ই-ই-হপ্!

[অনেকটা হইয়াছে]

মনোহর। ক'রেই ছেড়ে দিও না অমনি! একদম সিধে—থির হ'য়ে দাঁড়াবে।

পবন। দাঁড়িয়েই থাকবো?

মনোহর। খানিকক্ষণ দাঁড়াবে। তারপর এমনিভাবে ফিরবে। ফিরে এমনি ক'রে হেঁটে আসবে সদর অবধি—লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্। করো দিকি?

[পবন করিল]

অতো দুলো না। মাথা নাড়াচ্ছো কেন? মাথা সিধে। হ্যাঁ। লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্। লেফ্‌ট্ রাইট। ঐ হয়েছে। তারপর সদরে শ্রীনাথবাবুর কাছে এসে এমনি ক'রে দাঁড়াবে। লেফ্‌ট্ রাইট, হেই—হপ্। বুঝলে?

পবন। দাঁড়িয়েই থাকবো?

মনোহর। দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? শ্রীনাথবাবু ওদের নিয়ে ভেতরে ঢুকবে, তুমি অমনি লেফ্‌ট্-রাইট্ ক'রে গেটের দিকে যাবে। যখন দেখবে চোখের আড়াল হ'য়েছে—ওদিক দিয়ে ঘুরে চলে যাবে রান্নাঘরে।

পবন। বন্দুকটা?

মনোহর। বন্দুকটা নিয়ে আসবে রান্নাঘরে! না কি—ফেলে দেবে?

পবন। না না ফেলবো কেন? নিয়ে আসবো।

[কিন্তু ভাব দেখিয়া মনে হইল ফেলিতে পারিলে বাঁচে।]

মনোহর। কই, শ্রীনাথবাবু কোথায় গেলো?

সাহা। শ্রীনাথ মাংস দেখছে। কেউ না গেলে আসবে কি ক'রে?

মনোহর। তাও তো বটে। কতোদিক সামলাই।

[প্রস্থানোদ্যত]

সাহা। আরে যাচ্ছো কোথায়? আমারটা ব'লে দিয়ে যাও।

মনোহর। কিন্তু মাংসটা—

সাহা। পবন তুমি যাও—গিয়ে শ্রীনাথকে ছেড়ে দাও।

[পবন এতক্ষণ বন্দুক ঘাড়ে লেফ্‌ট্-রাইট্ হেই-হপ্ করিতেছিল। হুকুম পাইয়া সাহাকে হেই-হপ্ করিল এবং লেফ্‌ট্-রাইট্ করিয়া রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হইল।]

মনোহর। মাংসটা দেখো—ধ'রে না যায়। রান্নাঘরে লেফ্‌ট্ রাইট্ করতে হবে না, হাঁড়ি-কুঁড়ি ওল্টাবে।

পবন। তবে বন্দুকটা এইখানেই থাক।

[সাবধানে বন্দুকটি শোয়াইয়া রাখিয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।]

সাহা। আমি এই ঘরের দরজায় তো?

মনোহর। আপনি থাকবেন বারান্দার মুখটাতে। শ্রীনাথবাবু যখন আনছে—ওদিক তাকাবেন না। এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন থির হ'য়ে। যেই শ্রীনাথবাবু এমনি ক'রে দাঁড়ালেন, অমনি সেলাম।

[মনোহর দেখাইতেছে, সাহা নকল করিতেছে। সেলামটা কাঁচিয়া গেল।]

ওরকম না—এমনি ঝুঁকে।

সাহা। কিন্তু শ্রীনাথকে যে তখন এই রকম দেখালে ?

মনোহর। তা শ্রীনাথবাবু হোলো সদরের। আপনি হলেন ভেতরে দরবারের দরজায়—একরকম সেলাম হবে ?

সাহা। না না, তা কি ক'রে হবে ?

মনোহর। পবনের তো ওরকম সেলামই নেই—ওর হোলো বন্দুক নিয়ে সালুট্। বলুন ?

সাহা। ঠিক কথা, ঠিক কথা। আমারটা তাহলে কিরকম হবে—আর একবার দেখাও তো ?

মনোহর। এই রকম। (দেখাইল)

সাহা। এমনি ?

মনোহর। পিঠ বাঁকাবেন না। কোমর থেকে ঝুঁকবেন—পিঠ সিধে। আঙ্গুলগুলো জোড়া রাখুন ? হ্যাঁ—অমনি। নিন, করুন আর একবার। আর একটু ঝুঁকুন। আর একটু—

সাহা। আর হয় না হে, পেটে লাগে।

মনোহর। আচ্ছা থাক থাক, ওতেই হবে। সেলাম ক'রে এই দরজা অবধি আসবেন। তারপর পর্দাটা তুলে ধরে এমনিভাবে ঝুঁকে দাঁড়াবেন—হাতটা এইদিকে বাড়িয়ে। [সাহা শিখিল]

অ্যাই, এই তো! হবে না ? আপনারা হলেন বুদ্ধিমান বিবেচক ব্যক্তি। কতক্ষণ লাগে এ সব শিখতে!

[সাহা প্রীত হইয়া মনোহরকে সেলাম ঠুকিল। শ্রীনাথের অন্দর হইতে প্রবেশ। সাহা তাহাকেও সেলাম জানাইল। প্রত্যুত্তরে শ্রীনাথ তাহার সদরী সেলাম দেখাইল।]

বাঃ বাঃ! এই তো শ্রীনাথবাবুর চমৎকার এসে গেছে। এক পবনটাকেই দাঁড় করাতে পারলুম না।

শ্রীনাথ। তুমি যাও মনোহর। পবন রান্নাঘরে চ্যালাকাঠ ঘাড়ে নিয়ে হেই-হুপ্ করছে—মাংস ধরিয়ে ফেলবে।

মনোহর। হ্যাঁ, যাই। আপনি উর্দিটা প'রে ফেলুন শ্রীনাথবাবু। আর পাগড়ী।

সাহা। আমারও পাগড়ী ?

মনোহর। পয়লা দফায় সব পাগড়ী। বুঝতে পারছেন না, পাগড়ীগুলো খুলে ফেললেই চেহারার অনেক তফাৎ হ'য়ে যাবে।

সাহা। তুমি গোঁফ মোটে একটা পেলে ?

মনোহর। এই দিতে চায় না লক্ষ্মণ। হাজারো প্রশ্ন—কি হবে, কি করবে—

শ্রীনাথ। কি বললে তুমি ?

মনোহর। বললাম—রিটায়ার ক'রে তোর মতো বহুরূপীর ব্যবসা ধরবো।

শ্রীনাথ। গোঁফটা কাকে লাগাবে ? পবনকে ?

মনোহর। পবনের কথাই তো ভেবেছিলুম। কিন্তু ওর রোগা মুখে মানাচ্ছে না। আপনি নেবেন সা মশাই ?

সাহা। না না। আমায় ঝুঁকে সেলাম করতে হবে—পড়ে টড়ে গেলে বিপদ।

শ্রীনাথ। কই, দেখি গোঁফটা ?

[মনোহর গোঁফ বাহির করিল। লক্ষ্মণ বহুরূপী এই গোঁফের সাহায্যে বোধহয় ভীম সাজে। অথবা কীচক। শ্রীনাথ নাকের নীচে চাপিয়া আয়না দেখিল।]

মনোহর। আপনি লাগাবেন ?

শ্রীনাথ। নাঃ। দাদা ঠিক কথা বলেছে। খসে গেলে সর্ব্বোনাশ হ'য়ে যাবে।

[ফেরৎ দিয়া দিল]

মনোহর। (সহসা) মাংস !

[ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। শ্রীনাথ উর্দি পরিতে লাগিল। সাহা পাগড়ী। ভূপতি শয়নকক্ষ হইতে হাঁকিল।]

ভূপতি। (নেপথ্যে) মনোহর ! মনোহর !

সাহা। (চেঁচাইয়া) মনোহর রান্নাঘরে রাজাবাবু, মাংসটা দেখছে।

ভূপতি। (নেপথ্যে) আচ্ছা, এলে পাঠিয়ে দিও ভিতরে।

সাহা। আজ্ঞে দেবো। (শ্রীনাথকে) দেখো তো, পাগড়ীটা ঠিক হোলো কি না ?

শ্রীনাথ। দাঁড়াও, দেখছি।

[শ্রীনাথ সাহার পাগড়ী বাঁধিতে লাগিল। পবন লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌ করিয়া প্রবেশ করিল এবং হেই-হপ্‌ করিয়া চ্যালাকাঠের 'স্যালুট' জানাইল।]

চ্যালাকাঠটা এখানে নিয়ে এলে—রাখবে কোথায় ?

পবন। তাই তো! হেই-হপ্‌! লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌—

[পবন রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল]

শ্রীনাথ। এবার আমারটা দেখো তো দাদা।

[শ্রীনাথ পাগড়ীর এক মুড়ো মাথায় চাপিয়া ধরিল। সাহা অন্য মুড়ো ধরিয়া ঘানির বলদের মতো বক্রাকারে শ্রীনাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া পাগড়ী পেঁচাইতে লাগিল। মনোহরের প্রবেশ।]

মনোহর। ক'টা বাজে সা-মশাই ?

[সাহা একটি ট্যাঁক-ঘড়ি বাহির করিল। অন্যহাতে এখনো পাগড়ী।]

সাহা। সাড়ে সাতটা। এখনো আধঘণ্টা।

মনোহর। মাংস নেমে গেছে। ওদিকে আর বেশী ঝামেলা নেই।

[ভূপতির প্রবেশ। চুড়িদার পাজামা পাঞ্জাবী।]

ভূপতি। এই যে মনোহর। পাঞ্জাবীতে লাগাবো কি ? এই চার পয়সার বোতাম ?

মনোহর। এই যাঃ! বোতামের কথা একদম ভুলে গেছি।

সাহা। আমার এটা গিল্টি করা—চলবে ?

ভূপতি। খুব চলবে—দাও দাও।

[ভূপতি বোতাম লাগাইল। শ্রীনাথের পাগড়ী বাঁধা হইয়াছে। পবন খালি হাতে লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌ করিয়া ঢুকিল। ভূপতিকে দেখিয়া বন্দুক লইয়া স্যালুট জানাইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথ ও সাহাও তাহাদের খেল দেখাইল। ভূপতি ঘাবড়াইয়া হাত তুলিয়া ফেলিল কপালে।]

মনোহর। (গর্জাইয়া) এই খবরদার! তুমি একদম হাত তুলবে না! যে যতো সেলাম করুক, তাকাবে না একদম!

ভূপতি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমরা একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে সেলাম কোরো ভাই, একেবারে নাকের ডগায় এসে কোরো না।

মনোহর। দেখি একবার গোড়া থেকে হ'য়ে যাক।

[মনোহর একে একে সবাইকে স্বস্থানে দাঁড় করাইতে লাগিল]

এইটে ধরো বাইরের ফটক, পবন এখানে দাঁড়াও। এদিকে ফিরে। আচ্ছা, এইটে হোলোগে বাড়ীর সদর, শ্রীনাথবাবু এখানে। সা মশাই এদিকটায় আসুন। মনে করুন এইটে বারান্দার মুখ। আর ঐ—দরজা। আমি রইলাম—এখানে। (ভূপতিকে) তুমি ভিতরে আছো। ঐ ভেতরের দরজার কাছে দাঁড়াও, আমি নাম ব'লে হাঁকলে তবে ঢুকবে।

[সবাই দাঁড়াইয়াছে। মনোহর এমনভাবে সাজাইয়াছে, যাহাতে ঘরের মধ্যেই প্রত্যেকে খানিকটা হাঁটিবার সুযোগ পায়।]

নাও এইবার, রেডী, পবন,

পবন। হেই—ই—হপ্!

মনোহর। (গর্জাইয়া) ঠিক জানি আসল কথাটি ভুলবে!

পবন। (ঘাবড়াইয়া) কেন কি হোলো?

মনোহর। বলি সবপ্রথম ঘণ্টার দড়িটি টেনে দিতে বল্লুম না? আমরা জানতে না পারলে রেডী হবো কি ক'রে?

পবন। ও হ্যাঁ হ্যাঁ। তা, এখানে দড়ি কোথায়?

মনোহর। ধরে নাও না ঝুলছে তোমার পাশে? হাত দিয়ে দেখাও। নাও এবার।

[পবন কাল্পনিক দড়ি টানিল। মুখে ঘণ্টাধ্বনি জানাইল।]

পবন। ঢং! লেফ্ট্-রাইট্ লেফ্ট্—হেই হপ্।

[শ্রীনাথের কাছে থামিল। শ্রীনাথ সেলাম করিয়া সাহার দিকে আগাইল। পবন লেফ্ট্-রাইট্ করিয়া অর্ধেক পথ ফিরিয়া অন্য দিকে গিয়া রান্নাঘরে যাওয়া বুঝাইল। সাহা সেলাম সারিয়া পর্দা তুলিয়া ধরিল। মনোহর একখানি মোগল আমলের কুর্নিশ দেখাইল। ভূপতির মুগ্ধ মুখব্যাদানে রাজকীয় মর্যাদা একেবারে নাই।]

মনোহর। বন্দেগী আমীর-মেহ্মান! গরীবখানায় তস্রিফ রাখতে হুকুম হোক। আমি রাজাবাহাদুরকে এত্তেলা দিই।

ভূপতি। ও কি রে, ও সব কি বলছিস?

মনোহর। তুমি চুপ করো তো। তুমি ভেতরে আছো।

ভূপতি। তুই কি লুকিয়ে ডি. এল. রায়ের শাজাহান পড়িস না কি ?

মনোহর। আঃ! কেন সময় নষ্ট করছো ? সরে দাঁড়াও। আমি তোমার নাম বললে তবে ঢুকবে।

[ভূপতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা জানাইল]

রায়-রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায় ভূইঞা বাহাদু—র।

[বলিয়া মোগলাই কায়দায় ঝুঁকিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। ভূপতি নড়িল না।]

কই, এসো!

ভূপতি। নাম বললে তবে তো ঢুকবো ?

মনোহর। নাম বললাম না তো কি বললাম তাহলে ?

ভূপতি। আমার চোদ্দপুরুষেরও ও নাম নয়।

মনোহর। (রাগিয়া) চোদ্দপুরুষের খবর তুমি কি জানো ? নিজের কথা বলো।

ভূপতি। নিজের কথাই তো বলছি। আমার নাম বললি কখন ?

মনোহর। ভূপতি রায় বলিনি আমি ?

ভূপতি। তুই তো চক্রবর্তী ভূইঞা বাহাদুর টাহাদুর কি সব বললি। ভূপতি রায় বললি কোথায় ?

মনোহর। ছিল—ওর মধ্যেই ছিল। শুনবে না খেয়াল ক'রে!

ভূপতি। আচ্ছা, আবার বল।

মনোহর। রায়-রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায় ভূইঞা বাহাদু—র!

[এবারে ভূপতি রায় নামটিতে জোর দিল। ভূপতি রাজকীয় ভঙ্গীতে অগ্রসর হইল।]

ভূপতি। নমস্কার মিস্টার হালদার।

মনোহর। ঐ রকম ক'রে বলবে না কি ?

ভূপতি। দেখ বাবা, তুই তো একবার আমীর তসরীফ ব'লে খালাস। আমি তো আর ঝাড়া দু'ঘণ্টা মোগলাই বুলি ছোটাতে পারবো না ? তার চেয়ে গোড়া থেকেই সিধে বাংলা বলা ভালো না ?

[মনোহর খুব প্রীত না হইলেও মানিয়া লইল]

মনোহর। আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু তোমার গোলাপফুল কই ?

ভূপতি। ঘরে, জল দিয়ে রেখেছি।

মনোহর। ওটা ভুলো না। কথায় না হোক, কায়দায় ঠাটটা রেখো। কই, শুঁকে দেখাও দিকি একবার ?

[ভূপতি মামুলী কায়দায় আঙুলে কাল্পনিক গোলাপ শুঁকিল]

কিচ্ছু হোলো না! অমনি ক'রে শোঁকে বাগানের মালী ?

ভূপতি। আমিও বরাবর এমন ক'রেই শুঁকি।

মনোহর। আচ্ছা, বাদ দাও এমন বরাবরের কথা। এই, দেখো—এই, এমনি।

[মনোহর হাতের কব্জী ঘুরাইয়া বাদশাহী গোলাপ শোঁকা দেখাইল। ভূপতি নকল করিল।]

হ্যাঁ, ভুলে যেও না।

ভূপতি। সাহা, ক'টা বাজে ?

সাহা। সাতটা চল্লিশ।

ভূপতি। কুড়ি মিনিট! রান্না হয়েছে ?

মনোহর। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। নাও, আর একবার গোড়া থেকে ক'রে নাও। নিয়ে যে যার দাঁড়িয়ে যেও জায়গামতো।

[আবার সকলে কাল্পনিক ফটকে সদরে অন্দরে অধিষ্ঠিত হইল।]

রেডী ? এক, দুই—তিন!

[পবন কাল্পনিক দড়ি টানিল। সশব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল বাহিরে। সকলে স্তব্ধ। পবন হাতের মুঠোর দিকে একবার চাহিয়া উপরে ঘণ্টা খুঁজিতেছে। অন্যরাও এদিক ওদিক চাহিতেছে। প্রথম সম্বিত ফিরিল মনোহরের।]

মনোহর। (চেঁচাইয়া) আরে এসে গেছে। বুঝতে পারছো না ? বাইরে গেটে ঘণ্টা বাজিয়েছে! পবন শিগ্‌গীর।

[পবনের দ্রুত প্রস্থান]

ভূপতি। যাঃ, সব কেঁচে গেলো!

মনোহর। শ্রীনাথবাবু দৌড়োন। সা-মশাই, দাঁড়িয়ে যান।

[শ্রীনাথ ও সাহার প্রস্থান]

ভূপতি। এতো কাণ্ড ক'রে শেষকালে আগে এসে পড়লো ?

মনোহর। হ'য়ে যাবে হ'য়ে যাবে, তুমি ভিতরে যাও। গোলাপফুলটা হাতে নাও। পানের থালাটা সাজানো হয়নি, যা পারো একটু সাজিয়ে রেখো, আমি যেতে পারছিনে এখন।

[ভূপতি শয়নকক্ষে গেল। মনোহর বাহিরের দরজার পর্দা তুলিয়া দেখিল।]
(চেঁচাইয়া) আর একটু পাশ করে দাঁড়ান সা-মশাই। পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন যে! হ্যাঁ।

[ভিতরে আসিয়া জায়গামতো স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সাহার ছাড়া পাঞ্জাবীটি চেয়ারে ঝুলিতেছে, যে চেয়ারে আমীর-মেহমানের তস্‌রিফ রাখার কথা। যখন দেখিল তখন প্রায় শেষ মুহূর্ত। প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতায় মনোহর পাঞ্জাবীটি ছিনাইয়া লইল, কিন্তু কোথাও লুকাইবার আগেই সাহা পর্দা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব তাল পাকাইয়া এক হাতে পিছনে লুকানো ছাড়া উপায় রহিল না।

প্রবেশ করিল ভূপতির বয়সী এক ব্যক্তি। শার্ট ট্রাউজার পরিধানে। শার্টের আস্তিন গুটানো। পোশাকে চুলে দীর্ঘ ভ্রমণের সাক্ষ্য। হাতে একটি বড়ো ব্যাগ। মুখে হতচকিত ভাব। মনোহরের মোগলাই কুর্নিশে যেন আরও ঘাবড়াইয়া গেল। প্রত্যুত্তরে হাতের একটা অর্ধ-অভিবাদনের ভংগী করিল। মনোহরের চোখ পড়িল—আগন্তুকের হাতে ব্যাগ।]

মনোহর। (সাহাকে প্রচণ্ড ধমকাইয়া) ব্যাগটা হুজুরের হাত থেকে নিতে পারোনি—বেয়াদব কোথাকার?

সাহা। (চূড়ান্ত ঘাবড়াইয়া) ব্যাগের কথা তো ব'লে দাওনি—

মনোহর। (সগর্জনে) ফের বাজে কথা?

[সাহা ধমক খাইয়া মনোহরকে সেলাম করিয়া ফেলিল। তার পর বুঝিয়া ব্যাগটি লইল।]

আগন্তুক। থাক থাক ঠিক আছে—

মনোহর। গোস্তাকি মাপ হয় হুজুর। নতুন নফর—জানে না।

আগন্তুক। না না, কি হয়েছে—

[কিন্তু মনোহর ততক্ষণে সুরু করিয়া দিয়াছে।]

মনোহর। বন্দেগী আমীর-মেহমান! গরীবখানায় তস্‌রিফ রাখতে হুকুম হোক। আমি রাজাবাহাদুরকে এত্তেলা দিই।

আগন্তুক। রাজা-বাহাদুর!

[কিন্তু মনোহর শয়নকক্ষে চলিয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবী লুকাইতে

গিয়া তাহাকে পিছুহটা কুর্নিশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সাহা ব্যাগ হাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, হুকুমের অভাবে নামাইতে ভরসা পাইতেছে না।]

ইয়ে, এটা ভূপতি রায়ের বাড়ী তো?

[কিন্তু সাহা কথা বলিল না, কথা বলিবার হুকুম নাই। মনোহরের প্রবেশ।]

মনোহর। রায়-রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায়-ভূঁইঞা বাহাদু—র!

[রাজকীয় প্রবেশ ভূপতির। বাদশাহী ভংগীতে গোলাপ-ধরা হাত নাকে উঠিতেছে—ভূপতি থামিয়া গেল। হাতটি যেন নৃত্যের মুদ্রায় রহিয়াছে।]

ভূপতি। সঞ্জীব!!

সঞ্জীব। যাক্ তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছি। আমি ভাবছি—নির্ঘাৎ ভুল বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি।

ভূপতি। তুই—হঠাৎ—কোত্থেকে—কি ক'রে—?

সঞ্জীব। বলছি বলছি, একটু হাঁফ ছাড়তে দে। যা খেল দেখিয়েছে—

[সহসা মনোহর ও সাহার উপস্থিতি খেয়াল হওয়াতে অপ্রস্তুত হইয়া থামিয়া গেল। ভূপতি এতক্ষণে সঞ্জীবের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

ও সাহা, ব্যাগটা রাখো। মনোহর, স্ট্যাণ্ড এ্যাট্ ঈজ্ বাবা। এ আমার কলেজের বন্ধু—সঞ্জীব।

[সাহা নিশ্চিন্ত হইয়া ব্যাগ রাখিল। মনোহর বোকা বনিয়া একটু চটিয়াছে। ভংগীটি একেবারে ত্যাগ করিল না।]

মনোহর। ইনি তিনি নন?

ভূপতি। নারে, ইনি তিনি নন।

সঞ্জীব। তিনিটা কে?

ভূপতি। আরে সে একজন—বাড়ী দেখতে আসছে। তার জন্যেই তো এতো সব।

মনোহর। আটটা বাজে কিন্তু, খেয়াল রেখো।

ভূপতি। অ্যাঁ? আটটা বাজে না কি? সাহা?

সাহা। পাঁচ মিনিট বাকি।

ভূপতি। দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাও সাহা—দেরী কোরো না।

মনোহর। সা-মশাই শুধু দাঁড়ালে কি হবে? পবন, শ্রীনাথবাবু—সব তো রান্নাঘরে চলে গেছে। পাগড়ীও খুলে ফেললো বোধ হয় এতক্ষণে।

ভূপতি। বলিস কি?

মনোহর। আমি দেখছি। সা-মশাই দাঁড়িয়ে যান। তুমিও তৈরী থেকো কিন্তু।

[সাহা বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মনোহরও দ্রুত বাহির হইয়া গেল।]

সঞ্জীব। কি ব্যাপার বল দেখি?

ভূপতি। আরে, সে অনেক ব্যাপার। মানে—বাড়ীটা বেচতেই হবে। এই একটা খদ্দের পেয়েছি দেড় বছরে, তাই ধার ক'রে নবাবী চাল দেখাচ্ছি—বুঝলি না?

সঞ্জীব। ধার ক'রে? কিন্তু স্টেশনে তোর নাম করতে বললো—রাজাবাবু! বাড়ীর কথায় বললো—রাজবাড়ী!

ভূপতি। হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজাবাবু, রাজবাড়ী—নাম সবই আছে। ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন! ঐ দারোয়ান ফারোয়ান যা দেখলি—সব এখানকার দোকানদার, এবং আমার পাওনাদার।

সঞ্জীব। পাওনাদার? তা ওরা—

ভূপতি। বলবো বলবো। এই ঝামেলাটা উৎরে সব বলবো। কিন্তু তুই, তুই হঠাৎ এলি কি ক'রে?

সঞ্জীব। কি ক'রে আবার? ট্রেনে, স্টীমারে, হেঁটে! বাব্বা, এতো হাঙ্গামা আসতে কে জানতো?

ভূপতি। এতো হাঙ্গামা ক'রে তুই আসবি—আমি কিরকম বিশ্বাস করতে পারছি না। কোনো খারাপ খবর নেই তো?

সঞ্জীব। না না, খারাপ খবর নয়! বলবো এখন ধীরে সুস্থে—

ভূপতি। বল না। এখন না বললে বহুক্ষণ শোনা হবে না।

সঞ্জীব। পার্টনারশিপে চেম্বার খুলবি?

ভূপতি। চেম্বার!

সঞ্জীব। দারুণ দাঁওয়ে পাচ্ছি। অদ্ভুত লোকেশন। সাতদিন মোটে সময় আছে। তোকে ছাড়া আর কাউকে পার্টনার করার কথা ভাবতে পারলাম না। তাই একেবারে চলে এলাম চিঠিপত্রের ভরসা না রেখে।

ভূপতি। কিন্তু টাকা ?

সঞ্জীব। জলের দর ! হাজার তিন কোনোরকমে জোগাড় করতে পারবিনে ? বাকি আমার জমা আছে।

ভূপতি। তিন হাজার ? দেখছিস না, পাওনাদাররা টাকা আদায় হবার আশায় বাড়ীর চাকর সাজতে রাজী হয়েছে।

সঞ্জীব। কিন্তু চেম্বারটা—

ভূপতি। চেম্বার আমাকে কি বলবি তুই ? দেড় বছর ধার ক'রে এই বাড়ী নিয়ে পড়ে আছি—শুধু চেম্বার খোলবার আশায়। কি বলবো তোকে, তুই এতোদুর এলি—আচ্ছা, ঠিকানা পেলি কোথায় আমার ?

সঞ্জীব। ওঃ আর বলিসনি। কলেজের অফিসে, কেরাণীবাবুকে তেলিয়ে। তুই তো জীবনে কাউকে কখনো ঠিকানা জানাসনি। এরকম রাজবাড়ী তোর আছে জানলে কতো ছুটি কাটানো যেতো।

[ভূপতি সহসা সচেতন হইয়া উঠিল]

ভূপতি। ছুটি—তুই—তোকে তো রাত্তিরে থাকতে হবে এখানে !

সঞ্জীব। ভয় পেয়ে গেলি যে ?

ভূপতি। না না, ভয় নয়, ভয় নয়, কিন্তু—

সঞ্জীব। আমায় বিছ্‌না দিতে হবে না তোকে, ব্যাগ মাথায় দিয়ে শোবো।

ভূপতি। না না, বিছ্‌না নয়—রঘুদা—(থামিয়া গেল)

সঞ্জীব। রঘুদা কে ? তোর দাদা ?

ভূপতি। না না, দাদা নয়। কি ক'রে বা বোঝাই এর মধ্যে। আটটা বেজে গেলো বোধ হয় ?

সঞ্জীব। (ঘড়ি দেখিয়া) ঠিক আটটা।

ভূপতি। খেয়েছে ! এখুনি এসে পড়বে—কোনদিকে মন দি ? আচ্ছা, তুই তো আছিস, ওরা চলে গেলে তোকে—(সহসা) আচ্ছা, তুই কি হবি ?

সঞ্জীব। আমি কি হবো মানে ?

ভূপতি। মানে—তুই কে ? তোর কথা কি বলবো ওঁদের ?

সঞ্জীব। কি আবার বলবি ? বলবি—বন্ধু !

ভূপতি। না না। তুই বুঝতে পারছিস না। এই বাদশাহী স্কীমে বন্ধু ঢোকাই কি ক'রে ?

[মনোহরের প্রবেশ]

মনোহর, রাজার কি বন্ধু থাকতে পারে এরকম ?

মনোহর। বন্ধু ?

ভূপতি। তুই রায় রায়ান চক্রবর্তী সব ঝাড়লি। আমি গোলাপ শুঁকলাম। তারপর বললাম—আমার বন্ধু সঞ্জীব বোস ! কিরকম ইয়ে হ'য়ে যাচ্ছে না ?

[সত্যিই যেন কিরকম 'ইয়ে' হইয়া যাইতেছে]

মনোহর। (ভাবিয়া) উনি যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।

ভূপতি। কি কি বল বল। কিচ্ছু মনে করবে না, ও আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড ! তুই বল।

মনোহর। তুমি তো ম্যানেজারবাবু খুঁজছিলে—

ভূপতি। দি আইডিয়া ! মনোহর, তুই মরলে যে আমার কি হবে ! সঞ্জীব—, তুই ম্যানেজার !

সঞ্জীব। সে কি রে—ম্যানেজার কি ?

ভূপতি। ম্যানেজার ম্যানেজার। আমার এস্টেটের !

সঞ্জীব। তোর এস্টেটের আমি জানি কি যে ম্যানেজার সাজবো ?

ভূপতি। এস্টেটই নেই। তার জানবি কি ? এস্টেট এই চারশো বছরের পুরোনো ভাঙ্গা বাড়ী, আর সাত বিঘে আগাছার জঙ্গল। সে সব ব'লে ফেলিসনি যেন ওদের !

সঞ্জীব। কিন্তু আমায় কি করতে হবে—সে সব—

ভূপতি। সময় কোথায় ? চালিয়ে দিবি একরকম ক'রে। তুই তো ভালো থিয়েটার করতিস ? কিন্তু একটু ছোকরা হয়ে গেলো যেন, প্রবীণ ম্যানেজার হলে ভালো জমতো !

[মনোহরের মাথা সব সময়েই ভালো খেলে]

মনোহর। উনি যদি কিছু মনে না করেন—

ভূপতি। কেন—কি ?

[মনোহরের লক্ষ্মণ বহুরূপীর সেই ভীম-সাজা গোঁফটি বাহির করিল।]

অ্যাঁ ? এ কোথায় পেলি রে ? দেখি দেখি—লাগা তো সঞ্জীব !

সঞ্জীব। যাঃ !

ভূপতি। কি হ'য়েছে, লাগা না দেখি।

সঞ্জীব। মাথা খারাপ হ'য়েছে না কি তোর ?

ভূপতি। আচ্ছা একবার লাগিয়ে দেখতে দোষটা কি ?

[সঞ্জীব লাগাইল]

দেখি দেখি ? বাঃ ! অদ্ভূত ! দারুণ ! খুলিস না খুলিস না।

সঞ্জীব যাঃ। এ হয় না কি ?

ভূপতি। হবে হবে, দারুণ হবে। গোঁফ ছাড়া হচ্ছেই না ম্যানেজার !

সঞ্জীব। এ তো দেখেই বুঝতে পারবে রে !

ভূপতি। কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। আমি তোকে আড়াল ক'রে রাখবো। পর, প'রে ফেল্। আমাদের চেম্বার, জীবন-মরণ সমস্যা।

সঞ্জীব। জীবন-মরণ সমস্যা কি এই গোঁফের উপর নাকি ?

ভূপতি। তুই বুঝতে পারছিস না ! মনে কর ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি মনস্থির হ'য়েছে—কিনবো, কিনবো না। কিনবো, কিনবো না—তখন হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো—ঐ গোঁফ। ঐ জমকালো গোঁফওয়ালা ম্যানেজার। আর কথা নেই—কিনে ফেলো !

[ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল]

ঐ এসে গেছে, প'রে ফেল শিগ্‌গির !

[সঞ্জীব থতমত খাইয়া গোঁফ পরিয়া ফেলিল]

মনোহর। ভেতরে যাও, ভেতরে যাও !

[দরজায় উঁকি মারিয়া সাহাকে দেখিয়া লইল]

ভূপতি। সঞ্জীব ? সঞ্জীব কোথায় থাকবে ?

[এ সব দুরূহ প্রশ্ন এ অবস্থায় মীমাংসা করা কঠিন]

মনোহর। উনি—এখানেই, না না এখানে থাকলে হবে না। উনি ভিতরেই থাকুন তোমার সঙ্গে।

ভূপতি। তারপর ?

মনোহর। তোমার পেছন পেছন ঢুকবেন এখন। যাও যাও ! পানের থালাটা সেই সাজানো হোলো না !

ভূপতি। আমি দেখছি। চলে আয় সঞ্জীব !

[শয়নকক্ষে গেল। মনোহর ব্যাগটা দেখিতে পাইল। ছুটিয়া তুলিয়া আনিল।]

মনোহর। ব্যাগটা। ব্যাগটা নিয়ে যাও ভেতরে!

[ভূপতি ফিরিয়া মনোহরের হাত হইতে ব্যাগ লইয়া ভিতরে গেল। মনোহর দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত। তারপর সাহা পর্দা সরাইয়া ধরিল। হালদার প্রবেশ করিলেন। মুখে পরম তৃপ্তির হাসি। ফিরিয়া সাহার ভঙ্গিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—যেন যাদুঘরের অতি চিত্তাকর্ষক বস্তু। ফলে সাহা পর্দাও ফেলিতে পারিল না, ভঙ্গীও ছাড়িতে পারিল না। শেষে মনোহর বাধ্য হইয়া অল্প কাসিল। হালদার ধীরে ধীরে ফিরিলেন। ফিরিয়া বিপুল আগ্রহে মনোহরের কুর্নিশ পর্যবেক্ষণ করিলেন। সাহা এই সুযোগে চলিয়া গেল। মনোহর প্রায় তোৎলাইয়া গেল।]

মনোহর। বন্দেগী আমীর মেহমান। গরীবখানায় তসরিফ রাখতে হুকুম হোক। আমি রাজাবাহাদুরকে এত্তেলা দিই।

[মনোহর ভিতরে গেল। হালদারের মুখের বিস্ময় আবার মুগ্ধতায় পরিণত হইল।]

হালদার। ক্যাপিট্যাল! ক্যাপিট্যাল! সুপার্ব।

[পরম তৃপ্তিতে দুই হাত ঘসিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগলেন। চোখ আটকাইল সিংহাসনটিতে। মনোহরের প্রবেশ। পিছনে ভূপতি ও সঞ্জীব। মনোহরের ঘোষণায় মিঃ হালদার চমকাইয়া ফিরিলেন।]

মনোহর। রায়রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায় ভূইঞা বাহাদু—র!

[ভূপতি এক পা অগ্রসর হইয়া রাজকীয় কায়দায় ঘাড় ঝুঁকাইল। অর্থাৎ যে কায়দা তাহার রাজকীয় মনে হইল।]

ভূপতি। বসুন মিঃ হালদার।

[হালদার প্রচণ্ড উৎসাহে ভূপতির করমর্দন করিলেন]

হালদার। কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্ মিঃ রায়। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্!

ভূপতি। অ্যাঁ? কেন?

হালদার। এ এক অপূর্ব ইতিহাস রচনা ক'রেছেন এখানে!

ভূপতি। (অপরাধী বিবেক) রচনা ক'রেছি?

হালদার। না না, আপনি রচনা করবেন কেন? রচনা হয়েছে, মানে আমাদের কাছে রচনা হ'য়েছে। আমরা বর্তমানে বাস করি, বুঝলেন না? অতীত ভুলে যাচ্ছি, ইতিহাস ভুলে যাচ্ছি।

[হালদারের মনে হইল কথাগুলি খুব ভালো বলিয়াছেন। পরিতৃপ্ত অট্টহাস্য হাসলেন। ভূপতি দুর্বলভাবে হাসিল। মনোহর ইতিমধ্যে ভিতরে গিয়াছে।]

ভূপতি। ইয়ে—আমার এস্টেটের ম্যানেজার—শ্রীসঞ্জীব বসু।

সঞ্জীব। নমস্কার।

হালদার। নমস্কার। (ভূপতিকে) ম্যানেজার?

[বোঝা গেল হালদার হতাশ, যদিও সঞ্জীবের গোঁফটি ভালো লাগিয়াছে। ভূপতির বুদ্ধি খেলিয়া গেল।]

ভূপতি। মানে, আপনার বোঝবার সুবিধের জন্য ম্যানেজার বললাম। আমরা বলি দেওয়ান সাহেব।

হালদার। (পুনরায় উৎসাহিত) তাই বলুন—দেওয়ান সাহেব!

[সজোরে সঞ্জীবের করমর্দন করিলেন]

দেওয়ান সাহেব। অপূর্ব। অদ্ভুত। ক্যাপিট্যাল। তাক লেগে যাবে সকলের!

[মনোহর পানের থালা লইয়া প্রবেশ করিল। ফুলপাতা দিয়া থালাটি সাজাইয়াছে ভালো। হালদার পান লইবেন না ফুল লইবেন ঠিক করিতে পারিলেন না।]

ইয়ে—আপনি আগে মিঃ রায়!

ভূপতি। সে কি হয়? আপনি অতিথি!

[অগত্যা হালদারকে বাছিতেই হইল। ভূপতির হাতে গোলাপ দেখিয়া তিনি গোলাপ তুলিলেন। ভূপতি চুরুট ও সিগারেট আগাইয়া দিল।]

সিগার? সিগারেট?

হালদার। থ্যাঙ্কস্।

[সিগারেট লইলেন। মনোহর এতো ক্ষিপ্র হস্তে দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরিল যে চমকাইয়া গেলেন।]

(মনোহরকে) থ্যাঙ্ক্স্।

ভূপতি। আপনি একা এলেন যে? সপরিবারে আসবার কথা ছিল—

হালদার। একা নই, একা নই, একা আসিনি। সবাই আছে।

[গোলাপ শুঁকিলেন, যেমন করিয়া আমরা শুঁকিয়া থাকি।]

ভূপতি। সে কি? কোথায় আছেন?

হালদার। গাড়ীতে বসিয়ে রেখেছি। আমি ভ্যানগার্ড—এ্যাডভান্স পার্টি।

[এ কথাটাও বেশ বলিয়াছেন হালদার। প্রীত হইলেন বলিয়া। আবার গোলাপ শুঁকিলেন।]

ভূপতি। কি আশ্চর্য! মনোহর শিগ্‌গীর বলো ওদের!

মনোহর। জী-সরকার!

[মনোহরের আচমকা সেলামে ভূপতি একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সামলাইতে গোলাপ শুঁকিল, যেমন করিয়া রাজারাজড়ারা শোঁকেন। একটু বরং বাড়াবাড়িই হইয়া গেল। হালদার কিন্তু লক্ষ্য করিলেন। মনোহর দরজার নিকট গিয়া হাঁকিল।]

মনোহর। সাহু!

[হাঁকিয়াই খেয়াল হইল—সব তো রান্নাঘরে!]

আমি—আমি নিজেই যাচ্ছি হুজুর!

ভূপতি। কেন সা—? (বুঝিয়া) ও, হ্যাঁ—ঠিক ঠিক। তুমি নিজেই যাও। ওরা আবার কোন্ উজবুকি ক'রে বসবে!

হালদার। উজবুকি? না না—অদ্ভুত! ওরা অদ্ভুত! বিশেষ ক'রে এই দরজায় যেটি আছে!

[দরজার দিকে গেলেন। মনোহর সাধ্যমতো পথ আটকাইল।]

মনোহর। হুজুর কেন কষ্ট করবেন? আমি ব'লে দিচ্ছি। (দরজা আটকাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া) সাহু! গাড়ীতে মেহমান—জলদি দেখো!

[হালদার প্রীত হইয়া গোলাপ শুঁকিলেন। এবার যথাসম্ভব রাজকীয় ভংগীতে।]

হালদার। খুব ইম্প্রেস্‌ড্ হবে ওরা। আই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট্ দেম টু মিস্ এনিথিং অফ ইট্।

মনোহর। (ভূপতিকে) হুজুরের যদি হুকুম হয়—আমি, আমি—সরবৎ নিয়ে আসি।

ভূপতি। (বুঝিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যাও।

[মনোহর ভূপতির উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই অন্দরে চলিয়া গিয়াছে।]

হালদার। (ব্যস্ত হইয়া) না না, ও চলে গেলে কি ক'রে হবে ? এ দিকে ক্লাইম্যাক্সটাই তো হবে না।

[দরজার দিকে গেলেন। কিন্তু ভূপতি ক্ষিপ্রপদক্ষেপে পথ আটকাইয়াছে। সঞ্জীব এতোক্ষণ ক্রমাগত ভূপতির আড়ালে থাকিবার চেষ্টা করিতে নাজেহাল হইতেছিল—তাহার গোঁফটি ভালো আটকায় নাই। এবারে আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া একেবারে পিছন ফিরিয়া গোঁফ চাপিয়া ধরিল।]

ভূপতি। এক্ষুণি ফিরে আসবে। সব হবে, আপনি ভাববেন না। মনোহর বাবার আমলের খাস খানসামা—ওর আদব-কায়দায় কোনো খুঁত পাবেন না।

হালদার। সুপার্ব ! সুপার্ব লোকটি। কি নাম বললেন ?

ভূপতি। মনোহর।

হালদার। মনোহর ! মার্ভেল ! খাস খানসামা, অ্যাঁ ? সুপার্ব !

[গোলাপ শুঁকিলেন কায়দা করিয়া]

ভূপতি। আপনি বসবেন না ?

হালদার। বসবো বসবো। অ্যায়াম্ টু এক্সাইটেড ! এইটা বোধ হয় কোর্টরুম ?

ভূপতি। হ্যাঁ, দরবার।

হালদার। দরবার দরবার—আয়্যাম সরি ! দরবার—টু বি শিওর ! আচ্ছা কতো পুরোণো হবে বলুন তো বাড়ীটা ?

ভূপতি। (আমতা আমতা করিয়া) তা, তা—একটু পুরোণো হয়েছে।

হালদার। একটু পুরোণো ? আমার ধারণা বেশ পুরোণো। অন্ততঃ—ধরুন দুশো বছর ! হবে না ?

ভূপতি। (মানিতেই হইল) হ্যাঁ—তা হবে।

হালদার। আরো বেশী বোধ হয়, তাই না ?

[ভূপতির আশা নিভিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাড়ীর অন্যান্য মহলের চূড়ান্ত ভগ্নদশা ভাবিয়া মিথ্যা বলিতে সাহস হইতেছে না।]

ভূপতি। না, হ্যাঁ, তা একটু বেশীই হবে।

হালদার। এক্স্যাক্টলি ! আমি বার বার ক'রে বলেছি চৌধুরীকে—দুশো বছরের একদিন কম হবে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না !

ভূপতি। চৌধুরী ?

হালদার। চৌধুরী—মানে মন্দাকিনী সাবানের চৌধুরী। আমরা স্কুলে কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। মন্দাকিনী সাবানের নাম শুনেছেন?

ভূপতি। শুনেছি বই কি? আমি তো মন্দাকিনীই ব্যবহার করি?

হালদার। বলেন কি? সর্বনাশ! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ও খালি মোড়কের বাহার—ভিতরে কিচ্ছু নেই! তা ছাড়া ওর প্রোসেসে গোলমাল আছে, ও সাবান মাখলে কি হতে কি হবে কিচ্ছু ঠিক নেই!

ভূপতি; বলেন কি?

হালদার। টেক ইট ফ্রম মি! চৌধুরী সাবান তৈরীর জানে কি যে তৈরী করবে? কতবার বলেছি ওকে—কাপড়কাচা সাবান ছাড়া কিছু বানিও না তুমি। শুনবে কথা?

ভূপতি। কিন্তু খুব চলে তো বাজারে?

হালদার। চলবেই। পাব্‌লিসিটি! সাবান মানেই পাব্‌লিসিটি! ফিল্মস্টারের ছবি দিয়ে মাৎ করে দিচ্ছে। (কাছে আসিয়া) আমার কথা শুনুন। ট্রাই স্বপ্নছন্দা। নিজের সাবান ব'লে বলছি ভাববেন না। এর প্রোসেস্ একেবারে আপ্-টু-ডেট। আমার রিসার্চ ল্যাবরেটরী দেখাবো আপনাকে।

ভূপতি। বিলক্ষণ! যখন জানলাম, তখন আর মন্দাকিনী বাড়ীতে আনি?

হালদার। ঠকবেন না! ঠকবেন না! লীভার ব্রাদার্সকে হঠিয়ে দিতুম এতোদিনে। শুধু চৌধুরী শত্রুতা ক'রে হতে দিলো না। সব জিনিসে আমার সঙ্গে রেশারেশি করবে। আমি যেটি বলবো, তার উল্টোটি বলবে। এই ধরুন—এই বাড়ীটা। আমি জানি এটা দুশো বছরের কম পুরোণো নয়, তবু ও বলবে—না।

ভূপতি। পুরোণো হলেও—খুব বেশী ভাঙ্গেনি। মানে—অতো পুরোণো বোঝা যায় না।

হালদার। বোঝা যায় না? বলেন কি আপনি? রাত হয়ে গেছে, তবু ফটকের সামনে আসবার আগে গাড়ী থামিয়ে টর্চ জেলে দেখেছি। ওদিকটার ছাদ ধ্বসে গেছে বিলকুল! পাঁচিলে বিরাট বিরাট ফাঁক। ফাঁক দিয়ে খানিকটা ভেতরেও গেছিলাম, মাপ করবেন, আপনার অনুমতি না নিয়েই। টর্চের আলো পড়তেই এক ঝাঁক বাদুড় ঝপ ঝপ ক'রে উড়ে বেড়াতে সুরু ক'রে দিলো! [ভূপতির অবস্থা কাহিল]

ভূপতি। হ্যাঁ, না, ওদিকটা একটু—

হালদার। একটু? রুইনস্! বিলকুল রুইনস্! দুশো ভেবেছিলাম, এখন দেখে মনে হচ্ছে তিনশো। (কাছে আসিয়া) কাম অন নাও, কন্‌ফেস্! তিনশো বছর হবে না?

ভূপতি। তা, তা বোধ হয় হবে। তবে—

হালদার। (বিজয়গর্বে) দেয়ার ইউ আর! আর চৌধুরী বলে কিনা—দেখো গিয়ে, ও অঞ্চলে একশো বছরের চেয়ে পুরোণো বাড়ী কোথায়? ইডিয়াট্ একটা। ইম্‌বেসিল! আমি জানি! আই নো!

ভূপতি। শেষ চেষ্টা) তবে এদিকে অনেকটা ভালো আছে। যদি মেরামত ক'রে নেন— [হালদার স্তম্ভিত]

হালদার। মেরামত! এই বাড়ী মেরামত! কি বলছেন আপনি?

[ভূপতির আর কিছু বলিবার নাই। অতিথি না বসিলেও সে বসিয়া পড়িয়াছে। মনোহর প্রবেশ করিল সহসা।]

মনোহর। ওরা আসছেন হুজুর।

[বলিতেই ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। মনোহর একটু চমকাইল। এটা পবনকে বারণ করিয়া দেওয়া হয় নাই।]

হালদার। অ্যাঁ? ওহো—তাই ভাবছিলুম, এতো দেরী হচ্ছে কেন! তুমি কিন্তু—কি নাম তোমার? মনোহর! তুমি কিন্তু ঠিক সেই রকম সব কিছু বোলো। কিচ্ছু বাদ দিও না।

মনোহর। কিন্তু হুজুর—রাজাবাহাদুর যে এখানে ব'সে?

হালদার। অ্যাঁ? তা হোক তা হোক। তাতে কিছু এসে যায় না।

ভূপতি। (উঠিয়া) আমি না হয় ভেতরেই যাচ্ছি—

[কিন্তু সেই মুহূর্তেই সাহা পর্দা সরাইয়া ধরিল। তাহার মাথায় পাগড়ী আবার চড়িয়াছে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে টলমল অবস্থা। স্বপ্না এবং ছন্দা প্রবেশ করিলেন। ছন্দার চোখে প্রচুর বিস্ময় এবং প্রশংসা। সেও হালদারের মতো শিশুসুলভ আনন্দে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সাহাকে দেখিতে লাগিল। হালদারের আনন্দ ধরিতেছে না। মনোহরকে সোৎসাহে ইসারা জানাইতেছেন হাতের ভংগীতে। অর্থাৎ—এবার তোমার খেলটা দেখাও। ভূপতি যতোটা পারে দরজার দিকে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঞ্জীব তাহারও পিছনে।]

মনোহর। বন্দেগী হুজুরাইন মেহ্‌মান রিয়াসৎ। গরীবখানায় তসরিফ রাখবার হুকুম হোক। আমি রাজাবাহাদুরকে এত্তেলা দিই।

হালদার। (আপন মনে) সুপার্ব! হুজুরাইন! সুপার্ব।

[মনোহর সরিয়া ভূপতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল]

মনোহর। রায়রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায় ভূইঞা বাহাদু—র।

[মনোহরের কথা আরম্ভ হইতে ছন্দা ভিতরে আগাইয়া আসিয়াছে, সাহাও পলাইয়া বাঁচিয়াছে। ছন্দা মনোহরকে প্রায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন ছুঁইয়া দেখিবার ইচ্ছা—সত্য না কল্পনা। ভূপতি তাহার অভিবাদন দেখাইযাছে।]

হালদার। আলাপ করিয়ে দিই রাজাবাহাদুর। আমার স্ত্রী স্বপ্না, আমার মেয়ে ছন্দা। "স্বপ্নছন্দা" নামটা কোথা থেকে এলো বুঝতে পারছেন তো? আর উনি হলেন দেওযান সাহেব—ইয়ে—ইয়ে—

ভূপতি। সঞ্জীব বসু।

হালদার। সঞ্জীব বসু। দেওয়ান সাহেব—মাইণ্ড ইউ! ম্যানেজার নয়। আর এ হচ্ছে মনোহর, রাজাবাহাদুরের—কি যেন?—খাস খানসামা। হ্যাঁ, খাস খানসামা। একেবারে মোগল আমল মনে হচ্ছে না? বলো?

ভূপতি। বসুন মিসেস হালদার। মিস হালদার—বসুন।

ছন্দা। (অল্প নিরাশ) মিস হালদার?

ভূপতি। যদি চান, ছন্দাদেবী বলতে পারি। তবে—সেরকম বলে কি?

হালদার। এক্স্যাক্টলী! আমার ধারণা ছিল দেবী টেবী বাংলা নভেলেই বলে, এমনিতে কেমন বোকা বোকা শোনায়। কিন্তু এই বাড়ীতে—এই অ্যাটমোস্‌ফীয়ারে—পারফেক্ট, তাই না? ছন্দাদেবী! স্বপ্নাদেবী! পারফেক্ট! পারফেক্ট!

[মনোহর ইতিমধ্যে ভিতরে গিয়া পানের থালা আনিয়াছে। স্বপ্না সুপারী লইলেন। ছন্দা মনোহরকে সিধা প্রশ্ন করিল।]

ছন্দা। কোন্‌টা নিতে হয়? পান, না সুপুরী, না ফুল?

[হালদার মেয়ের নির্বুদ্ধিতায় ক্ষুণ্ণ]

হালদার। কি আশ্চর্য!

ভূপতি। আপনার যেটা ইচ্ছে নিন। তিনটেই নিতে পারেন।

[ছন্দা বাছিয়া একটি গোলাপ লইল এবং খানিকটা সুপারী। হালদার অন্যের অলক্ষ্যে তাহাকে গোলাপ শুঁকিবার কায়দা দেখাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। মনোহরের অন্দরে প্রস্থান।]

মিস্টার হালদার, আপনারা কি বাড়ীটা প্রথমে ঘুরে দেখবেন—না আগে—

হালদার। বাড়ী ? বাড়ী কি দেখবো ? বাড়ী দেখা আমার হ'য়ে গেছে !

ভূপতি। (প্রায় আর্তস্বরে) হ'য়ে গেছে ?

হালদার। আলবাৎ ! (স্বপ্নাকে) কি ? বলেছিলাম কিনা ? বলো ? বলেছিলাম কি না ?

স্বপ্না। কি বলেছিলে ?

হালদার। কি বলেছিলাম ? আশ্চর্য ! দশবার বলেছি ! কমপক্ষে দশবার বলেছি—এ বাড়ী দুশো বছরের কম পুরোণো হ'তে পারে না। বলিনি ?

স্বপ্না। তা বলেছো। দশবারের বেশিই বলেছো।

হালদার। তবে ? আর চৌধুরী কি বলেছে ? বলো, বলো এঁদের।

স্বপ্না। কি বলেছে ?

হালদার। বা বা বা, কি বলেছে ? চৌধুরী বারবার ব'লে যাচ্ছে—এ অঞ্চলে একশো বছরের উপর বাড়ী নেই। বলেনি ?

স্বপ্না। তা বলেছে।

হালদার। তবে ? নিজের চোখে তো দেখলে ? ছাত ভেঙ্গে গেছে ! অশ্বত্থ গাছ ! রুইন্‌স্ ! বাদুড় ! চামচিকে ! দেখলে না ?

স্বপ্না। তা দেখলাম।

হালদার। রাজাবাহাদুর নিজের মুখে বলছেন তিনশো বছরের কম হবে না। তাই না রাজাবাহাদুর ?

ভূপতি। (দুর্বলভাবে) তিনশো হ'লেও এ পাশটা ভালোই আছে—

হালদার। থাক ভালো। ওদিকটা তো একেবারে ধ্বসেছে ? রুইন্‌স্ ? বলুন, তাই না ?

ভূপতি। (স্বপ্নার কাছে এক শেষ আবেদন) আমি মিস্টার হালদারকে বলছিলাম—এদিকে পুরো একটা মহল ভালো আছে, মেরামত ক'রে নিলে দিব্যি—

হালদার। মেরামত ? রাজমিস্ত্রীকে হাত দিতে দেবো ভেবেছেন এ বাড়ীতে ?

ভূপতি। অ্যাঁ ?

স্বপ্না। তোমার আবার বাড়াবাড়ি! এদিকে একটু সারিয়ে না নিলে একরাত্তির বাস করাও যে যাবে না!

হালদার। (বহুকষ্টে) আচ্ছা। এদিকটা বরং—কিন্তু ওদিকে একদম নয়। যে মহলটা দেখলাম টর্চ জ্বেলে। ঐ রুইনস্, ঐ বাদুড়—সব ইনট্যাক্ট থাকবে।

স্বপ্না। তা থাক।

হালদার। আর এদিকেও—খুব পাকা রাজমিস্ত্রী লাগাতে হবে। প্রতিটি ফাটল ঠিক মতো রেখে ভেতরে ভেতরে মেরামত করতে হবে। মেরামতের একটি চিহ্ন যেন ধরা না পড়ে। কি বলিস ছন্দা?

[ভূপতি হতবাক হইয়া শুনিতেছিল। বুঝিয়াও যেন বুঝিতে কষ্ট হইতেছে। সঞ্জীব গোঁফ ভুলিয়া তাকাইয়া আছে।]

ভূপতি। আপনি—আপনারা কি পুরোণো বাড়ীই চাইছেন?

হালদার। আলবাৎ। তা না হলে এতো দূর ছুটে এসেছি?

ভূপতি। যতো পুরোণো হয়, তত ভালো?

হালদার। নিশ্চয়ই! খুঁজেছি কম? পাওয়াই যায় না! সবাই বলে দুশো, তিনশো, গিয়ে দেখি বাজে মেকি মাল---একশো হয় কি না সন্দেহ!

ভূপতি। কিন্তু—কিন্তু কেন?

হালদার। কেন? ঠকাবার ইচ্ছে, আবার কেন? বাঙালীর কি স্বভাব জানেন না?

ভূপতি। না না, তা নয়। বলছিলাম—পুরোণো বাড়ী খুঁজছেন কেন?

হালদার। তবে কি খুঁজবো? নতুন বাড়ী? নতুন বাড়ী নেই কার? টিনের চালা বেঁধে যে গোলাসাবান বানাচ্ছে তারও তো নতুন বাড়ী আছে!

স্বপ্না। আমি বলছি শুনুন। চৌধুরী সাহেব বীরভূম জেলায় একটা তিনশো বছরের পুরোণো রাজবাড়ী কিনেছেন—

হালদার। তিনশো! ঐ বাড়ী যদি তিনশো বছরের হয়, তবে আমাদের সাদার্ন এ্যাভ্নুার বাড়ীও একশো!

স্বপ্না। বাঃ, পাথরের খোদাই দেখালো দুশো সাতষট্টি বছরের—

হালদার। তো সেইটা বলো—দুশো সাতষট্টি! দুশো সাতষট্টি অবধি মানতে পারি। তিনশো! ব'লে দিলেই হোলো তিনশো!

[ভূপতির আর বুঝিতে কিছু বাকি নাই। তাহার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠস্বর গমগম করিতেছে। এতোক্ষণে যেন সত্যই খানিকটা রাজ-সুলভ ভাব আসিয়াছে।]

ভূপতি। মিস্টার হালদার! এ বাড়ী কবে তৈরী হয়েছে শুনবেন? পনেরো শো একষট্টি খ্রীষ্টাব্দে।

হালদার। পনেরোশো একষট্টি!!

[তাঁহার কণ্ঠস্বর চাপা—বিস্ময়, আশা এবং অবিশ্বাসে ভারী।]

ভূপতি। পনেরোশো একষট্টি। দিল্লীর সম্রাট তখন কে মনে আছে?

[হালদার ছন্দার দিকে চাহিলেন]

ছন্দা। আকবর।

ভূপতি। আকবর। বাংলাদেশে তখন কারা?

ছন্দা। বারো ভূইঞা।

ভূপতি। বারো ভূইঞা প্রসিদ্ধ, তাদের কথা বেশী ক'রে আছে ইতিহাসে। কিন্তু আরো ভূইঞা ছিল। ছোট ছোট অনেক ভূইঞা। তাদের একজন হোলো বল্লভপুরের রাজা রায় রায়ান রমাপতি ভূইঞা।

হালদার। এই বল্লভপুর?

ভূপতি। এই বল্লভপুর। আর যে নদীটা পার হ'য়ে এলেন, তার ওপারে প্রতাপগড। প্রতাপগডের রাজবাড়ী মোগল সেনাপতি মানসিংহ নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু নদী পার হ'য়ে বল্লভপুরে তিনি এলেন না। তাই বল্লভপুরের রাজবাড়ী এখনো দাঁড়িয়ে আছে। অন্ততঃ খানিকটা দাঁড়িয়ে আছে।

হালদার। কিন্তু এ বাড়ী যে রমাপতি বাবুর তৈরী—

ভূপতি। এ বাড়ী রমাপতি ভূইঞার তৈরী নয়। তৈরী করেছিলেন তাঁর বাবা।

হালদার। কিন্তু, আপনি—

ভূপতি। প্রমাণ দিতে পারি কি না?

হালদার। না, হ্যাঁ, মানে—চৌধুরী তো সহজে—

ছন্দা। আঃ বাবা, কি হচ্ছে!

ভূপতি। আপনার বাবা ঠিক কথা বলেছেন। প্রমাণ দিতে না পারলে কি শুধু গল্প শুনিয়ে বাড়ী বেচতে চাইছি ভেবেছেন?

হালদার। (অস্বস্তি বোধ করিয়া) না না, মানে, ইয়ে—

ভূপতি। (কর্ণপাত না করিয়া) যেখানে বাদুড় দেখলেন, ঐ ছিল পুরোনো নাটমন্দির। আসুন আমার সঙ্গে—প্রমাণ দেখাচ্ছি। টর্চটা আছে তো সঙ্গে?

[দরজার দিকে গেল]

স্বপ্না। এই রাত্তিরে আবার ঐখানে যাবে?

হালদার। কেন, টর্চ রয়েছে তো?

স্বপ্না। সাপখোপ থাকে যদি?

হালদার। সাপখোপ আছে না কি?

ভূপতি। সাপ? তা, তা—

স্বপ্না। না, ওখানে এখন রাত্রিবেলা যেতে হবে না।

ভূপতি। সাবধানে যাই যদি?

স্বপ্না। ঐ একখানা টর্চে আর কতো সাবধান হওয়া যাবে?

ভূপতি। আমি বাতি আনাচ্ছি! মনোহর!

স্বপ্না। না, ও সাপের ব্যাপারে বিশ্বাস নেই।

হালদার। এইখানে কাছেপিঠে প্রমাণ নেই কিছু?

ভূপতি। আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে তো আপনি আমি ধরতে পারবো না। পণ্ডিতরা হয়তো পারবে। আজকেই প্রমাণ পেতে হ'লে ঐ নাটমন্দিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

স্বপ্না। তা আজকে রাত্তিরেই প্রমাণের দরকারটা কি?

হালদার। ইয়েস, এক কাজ করা যেতে পারে। আমরা যদি রাতটা এখানে কাটাই, আপনার কি অসুবিধে হবে মিস্টার রায়?

[ভূপতি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল]

ভূপতি। এখানে—রাত কাটাবেন?

[বাঁচাইলেন স্বপ্না]

স্বপ্না। এখানে রাত কাটাবে? আর মালদায় বড়দারা রাত জেগে হাঁ ক'রে বসে থাকবে আমাদের পথ চেয়ে? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?

হালদার। আহা, না হয় কাল সকালেই মালদা গেলাম।

স্বপ্না। তা না? বড়দা একে নার্ভাস লোক, তার উপর হার্টের রোগ। সারা রাত্তির বসে ভাববে এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এমনিতেই রাত্রে গাড়ী নিয়ে যাওয়ার কথায় পৈ পৈ ক'রে বারণ ক'রেছিল।

[মনোহর আসিয়া অন্দরের দরজায় দাঁড়াইয়াছে]

হালদার। তা হলে?

[illegible]। তা হলে আবার কি? দু' দিন পরে [illegible] এসো। [illegible] [illegible] হবে না কি বাড়ীটা?

[হালদার ভূপতির দিকে চাহিলেন, কিন্তু ভূপতি প্রায় হইয়া উঠিয়াছে।]

হালদার। তবে তাই করা যাক, কি বলেন ?

ভূপতি। (ধীরে ধীরে) আজ অবধি বাড়ীটা আপনার জন্য রেখেছিলাম হালদার। এর পরের কথা আমি বলতে পারি না।

হালদার। কেন কেন ? আর কেউ আছে না কি ?

ভূপতি। মাপ করবেন মিস্টার হালদার। ও প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত হবে না।

হালদার। (প্রায় আর্তচীৎকারে) নিশ্চয়ই চৌধুরীর লোক !

[ভূপতি কথা কহিল না]

(দৃঢ়কণ্ঠে) মনোহরকে বাতি আনতে বলুন।

ভূপতি। (মনোহরকে) একটা বাতি নিয়ে নাটমন্দিরে চলে যা, আমরা যাচ্ছি।

স্বপ্না। তুমি যাবে ?

হালদার। চারশো বছর, স্বপ্না ! পনেরোশো একষট্টি ! চৌধুরী চোখের উপর দিয়ে নিয়ে যাবে ?

স্বপ্না। কিন্তু তাই ব'লে—

হালদার। কিচ্ছু হবে না। দেখো ! হাতে তালি বাজাতে বাজাতে চলে যাবো। এই এমনি ক'রে---সাপ থাকলেও পালিয়ে যাবে।

[ভূপতি বাহির হইল। পিছন পিছন হালদার—তালি দিয়া সাপ তাড়াইতে তাড়াইতে।]

স্বপ্না। দেখলি কাণ্ডটা তোর বাবার ?

ছন্দা। কেন ভাবছো ?, কিচ্ছু হবে না।

স্বপ্না। না ভাববে না। কেন, ড্রাইভারকে আনতে কি হয়েছিলো ? তাহলে বড়দা অতো চিন্তা করতো না, র'য়ে যেতে পারতাম রাতটা !

[সঞ্জীব অলক্ষ্যে ভূপতিদের পশ্চাদনুসরণের চেষ্টায় ছিল]

আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

সঞ্জীব। কেন ভূপ্—ঐ ইয়ে—রাজবাহাদুরের সঙ্গে—

স্বপ্না। আর আমরা এখানে একা প'ড়ে থাকবো ?

সঞ্জীব। একা ? না, একা—মানে, তাতে কি হয়েছে ?

স্বপ্না। না, আপনি থাকুন। এ বাড়ীতে গোড়া থেকেই কেমন যেন গা ছম ছম করছে আমার।

[অগত্যা সঞ্জীবকে ফিরিতে হইল। ভূপতির আড়াল নাই, কতোক্ষণ গোঁফ লুকানো যায় ?]

ছন্দা। আপনি রাজাবাহাদুরের এস্টেটে অনেকদিন আছেন ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, তা অনেকদিন। অনেকদিন হয়ে গেলো।

ছন্দা। বিরাট এস্টেট বুঝি ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, বিরাট। মানে, বেশ বড়ো।

ছন্দা। আচ্ছা, এ বাড়ীটা রাজাবাহাদুর মেরামত করেননি কেন ?

সঞ্জীব। মেরামত ? মানে—মেরামত—করেন নি—ইয়ে—একটা খেয়াল বলতে পারেন। এই—আপনার বাবার মতো। পুরোণো জিনিসের উপর ঝোঁক।

ছন্দা। এ বাড়ীটার উপর তাহলে নিশ্চয়ই ওঁর খুব মায়া, তাই না ?

সঞ্জীব। মায়া ? হ্যাঁ, বটেই তো। মায়া তো হবেই। এতোদিনের বাড়ী। তার উপর পিতৃপুরুষের।

ছন্দা। তবে বেচে দিচ্ছেন কেন ?

সঞ্জীব। বেচে ?

[সঞ্জীব বিপন্নভাবে এদিক ওদিক চাহিল। সাহায্য করিবার কেহ নাই]

ইয়ে—বেচে ? তাই তো, বেচে দিচ্ছেন—বোধ হয় টাকার দরকার।

ছন্দা। এতো বড় এস্টেট, কি এমন টাকার দরকার যে এতোদিনের বাড়ী বেচবেন ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, তাই তো! এতো বড়ো এস্টেট কি এমন টাকার দরকার ?

স্বপ্না। (চাপাস্বরে) ছন্দা!

[চোখ টিপিলেন। সঞ্জীব দেখিল। কিন্তু নিজের বিপন্ন অবস্থায় কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইল না।]

ছন্দা। (সামলাইয়া) বোধ হয় একা থাকতে ভালো লাগে না এখানে, তাই না ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এতো বড়ো বাড়ীতে একা থাকতে ভালো লাগে কারো ?

ছন্দা। উনি তো একাই থাকেন, না ?

সঞ্জীব। একা—হ্যাঁ, ঐ চাকরবাকররা আছে।

ছন্দা। বিয়ে করেননি ?

সঞ্জীব। নাঃ।

ছন্দা। আর কেউ নেই ? আত্মীয়-স্বজন ?

সঞ্জীব। আত্মীয়স্বজন ? না-ন্ নাঃ।

ছন্দা। কেউ নেই ?

সঞ্জীব। না, কই কেউই তো—(মনে পড়ায়) হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে আছে। রঘুদা আছেন।

ছন্দা। রঘুদা ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, ঐ—রঘুদা।

ছন্দা। ওঁর দাদা ?

সঞ্জীব। অ্যাঁ ? না, দাদা তো নয় ? দাদা নয়—

[কেন যে বলিতে গেল রঘুদার কথা !]

তবে দাদারই মতো একরকম।

স্বপ্না। আচ্ছা কেন ওসব প্রশ্ন করছিস ! নিশ্চয়ই বলতে কোন বাধা আছে।

ছন্দা। বলতে বাধা আছে দেওয়ান সাহেব ?

[সঞ্জীব ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল দেওয়ান সাহেব কাহাকে বলিতেছে। তারপর খেয়াল হইল—তাহাকেই।]

সঞ্জীব। দেওয়ান ?—হ্যাঁ হ্যাঁ দেওয়ান—না না, মানে, বাধা নয়, তবু একটু—বাধাই বলতে পারেন। অর্থাৎ—আমি, আমি ঠিক জানি না আর কি ?

ছন্দা। জানেন না ?

সঞ্জীব। মানে—বাইরে বাইরে ঘুরি তো—এস্টেট দেখি। বাড়ীর খবর খুব একটা—

ছন্দা। আপনি এ বাড়ীতে থাকেন না ?

সঞ্জীব। না আমি, আমার বাড়ী অন্য, মানে—আলাদা।

ছন্দা। কোথায় বাড়ী আপনার ?

সঞ্জীব। কোথায় ? আমার বাড়ী ? ঐ দিকে—

[একটি অনির্দিষ্ট অঙ্গুলি সংকেত করিল]

ছন্দা। কাছেই ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, কাছেই বলতে পারেন,—কাছেই—

ছন্দা। কিন্তু এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় তো কোনো বাড়ী দেখলাম না?

সঞ্জীব। না, কাছে মানে—খুব কাছে না। ঐ—স্টেশন! স্টেশনের কাছে।

স্বপ্না। আচ্ছা, কি যে করছে ওরা! এতোক্ষণ লাগে কিসে?

সঞ্জীব। (তাড়াতাড়ি) আমি—আমি দেখি গে—

ছন্দা। না না, আপনি যাবেন না!

সঞ্জীব। এই—যাবো আর আসবো—যাবো আর আসবো—

[দ্রুত পলায়ন করিল]

ছন্দা। এ বাড়ীটায় রাত্রে সত্যি কেমন যেন ভয় ভয় করে।

স্বপ্না। আচ্ছা, তুই বাড়ীর কথা ও রকম করে বলছিলি কেন? তারপর যদি সত্যিই না বেচে—তোর বাবার কথা ভেবে দেখেছিস?

ছন্দা। কথা বলতে বড়ো ইচ্ছে করলো যে? অমন গোঁফ দেখেছো কোনোদিন কলকাতায়? আমার প্রায় টেনে দেখতে ইচ্ছে করছিল—আসল না নকল?

স্বপ্না। না না, পাগলামি করিসনি!

ছন্দা। সত্যি সত্যি করছি না কি?

স্বপ্না। ঐ ওরা আসছে বোধ হয়। দেখ তো?

[ছন্দা দেখিবার পূর্বেই হালদার ও ভূপতির প্রবেশ। হালদার অভিভূত।]

হালদার। নশো সাতষট্টি শকাব্দ! ছন্দা হিসেব ক'রে দেখ, এখন তেরোশো একাশি। (স্বপ্নাকে) চারশো বছর! ইনডিস্‌পিউটেব্‌ল! চৌধুরীর ট্যাঁ ফোঁ করবার রাস্তা নেই! কতো হোলো ছন্দা?

ছন্দা। পনেরোশো বিরানব্বুই খ্রীষ্টাব্দ।

ভূপতি। উহু। ভুল হয়েছে। এই নিন কাগজ—লিখে করুন।

[ছন্দা অঙ্ক কষিতে বসিল]

হালদার। চারশো বছর। থিঙ্ক অফ দ্যাট্‌! (ভূপতির দিকে ফিরিয়া) কাজের কথায় আসা যাক মিস্টার রায়। মানে, বাড়ীটা আমার একরকম পছন্দ হয়েছে। তবে এদিকটায় একটু যেন বেশী মেরামতের ছাপ, নতুন নতুন লাগে। তা আপনি কি দর ঠিক করেছেন, একটু যদি আইডিয়া দেন কাইণ্ডলি!

[ভূপতি সহসা ঠিক করিতে পারিল না]

ভূপতি। আমি—মানে—

ছন্দা। পনেরোশো একষট্টি।

ভূপতি। অ্যাঁ? পনেরোশো একষট্টি টাকা?

ছন্দা। পনেরোশো একষট্টি খ্রীষ্টাব্দ। আপনিই ঠিক বলেছিলেন।

হালদার। দেয়ার ইউ আর স্বপ্না। নশো সাতষট্টি শকাব্দ হোলো পনেরোশো একষট্টি খ্রীষ্টাব্দ! কি বলবে চৌধুরী, বলো? (সামলাইয়া) হ্যাঁ, যা কথা হচ্ছিল মিস্টার রায়!

ভূপতি। (ভয়ে ভয়ে) আমি অতোটা ভেবে দেখিনি, তবে ঐ যে আর একজন কথা বলতে এসেছিলেন তিনি—

হালদার। (লাফাইয়া উঠিয়া) দর দিয়েছে না কি? কতো—কতো বলছে? তাকে কোনো কথা দেননি তো?

ভূপতি। না, কথা ঠিক দিইনি, আপনি আসবেন ব'লে—পরে আসবে বলেছে।

হালদার। কতো কতো? কতো বলছে সে?

ভূপতি। (সাবধানে) দশ হাজার—

হালদার। দশ হাজার! জাস্ট্ লিস্‌ন্ টু দ্যাট্ স্বপ্না! লিস্‌ন্ টু গ্যাট! দশ হাজার!

[ভূপতি ঘাবড়াইয়া গেল]

ভূপতি। সাত বিঘে বাগান আছে—বাগান মানে, জমি তো বটে—

হালদার। লিস্‌ন্ টু গ্যাট স্বপ্না। আবার সাত বিঘে বাগানও আছে! দশ হাজার! চীট! চীট একটা! সুইণ্ডলার। দেখুন মিস্টার রায়, চিনে রাখুন, চিনে রাখুন চৌধুরীকে! তবু আপনি ওর মন্দাকিনী মাখবেন।

[ভূপতির মুখে কথা সরিল না। হালদার চেকবই খুলিয়া দ্রুত লিখিতে লাগিলেন। মুখে বিড়বিড় করিয়া চৌধুরীর আদ্য শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।]

চীট একটা। সুইণ্ডলার! পনেরেশো একষট্টি, সাত বিঘে বাগান, বাদুড়, চামচিকে—বলে কিনা দশ হাজার!—এই আমার দশ হাজারের চেক মিস্টার রায়, বায়নার টাকা—ফিফটি পারসেণ্ট। বাকি দশ হাজার দলিল রেজিষ্ট্রীর সময়ে।

ভূপতি। (অস্ফুট কণ্ঠে) বাকি দশ হাজার?

হালদার। ও. কে.! ও. কে.! এটাকে ফর্টি পারসেনট ধরুন। বাকি পনেরো হাজার!

[ভূপতির বাকরোধ]

(অনুনয়ের সুরে) জানি মিস্টার রায়, এ বাড়ী আপনার কাছে কতোখানি। কিন্তু আমি তো হাজার হোক—সংসারী লোক! আমার আর কতটুকু ক্ষমতা? কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে—যেমনটি আছে তেমনই রাখবো। মেরামত যা হবে—কারুর ধরবার জো থাকবে না। আপনি যখন ইচ্ছে আসবেন। যতোদিন ইচ্ছে থাকবেন। এ্যাজ মাই মোস্ট অনারড্ এ্যাণ্ড রেস্পেক্টেড গেস্ট। ভেবে দেখুন মিঃ রায়—চৌধুরীর কাছে কখনো এরকম পাবেন না।

ভূপতি। না না, চৌধুরীর কথা ভাবছি না আমি!

হালদার। কারো কাছে পাবেন না! ভেঙ্গে মাঠ ক'রে দেবে মশাই। ফ্যাক্টরী বানাবে। ফিল্ম ষ্টুডিও খুলবে। বাদুড় চামচিকে সব কোথায় তাড়িয়ে দেবে তার ঠিকানা থাকবে না! প্লীজ মিস্টার রায়! রাজাবাহাদুর! এ্যাক্সেপ্ট ইট! [চেকটি হাতে গুঁজিয়া দিলেন]

ও. কে.?

ভূপতি। (দুর্বলভাবে) ও. কে.।

হালদার। দেয়ার ইউ আর! (সজোরে হাত মিলাইলেন) স্বপ্না! ছন্দা! পনেরোশো একষট্টি!

ভূপতি। কিন্তু বায়নার লেখাপড়া?

হালদার। লেখাপড়া? টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট। ফর্টি পারসেণ্ট বলেছি, ফর্টি পারসেণ্ট! আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বাকি পনেরো হাজারও লিখে দিচ্ছি চেক। [লিখিতে বসিলেন]

ভূপতি। (ব্যস্ত হইয়া) না না, আমি সে কথা বলিনি! মানে আপনার দিক থেকে—দশ হাজার টাকার বেয়ারার চেক কেটে দিলেন, তার লেখাপড়া—

[হালদার ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিলেন]

হালদার। আপনি হাতে হাত মিলিয়ে কথা দিলেন, তারপর লেখাপড়া চাইবো—আমি? সাবান তৈরী করি ব'লে কি মানুষ চিনি না?

[ভূপতি থামিয়া গেল]

না, আমি বাকি টাকারও চেক কেটে দিচ্ছি। বেয়ারার চেক।

ভূপতি। না না—

হালদার। আচ্ছা, ক্রস্ ক'রেই দিচ্ছি।

ভূপতি। না না ক্রস্ নয়। চেক নয়। চেক কাটবেন না আব!

হালদার। অ্যাজ ইউ উইশ। পরেই হবে।

ভূপতি। না না। পরেও নয়। এই দশ হাজারই ফুল পেমেণ্ট। আর আমি চাই না।

[সকলে নিশ্চল এক মুহূর্তের জন্য]

(থতমত খাইয়া) আমি—আমার আর দরকার নেই। এ বাড়ী—এ বাড়ীটা—বিশেষ ভালো না। দশ হাজারই যথেষ্ট।

হালদার। কি বলছেন মিস্টার রায়? পনেরোশো—

ভূপতি। আমি—এ বাড়ী—প্লীজ মিস্টার হালদাব। আমি—বিশ্বাস করুন আমার টাকার বড দরকার—কিন্তু দশহাজার! ওর বেশী হয় না। ওর বেশী নিতে পারবো না আমি। আপনি পরে অভিশাপ দেবেন আমাকে।

হালদার। অভিশাপ দেবো?

[মনোহরের প্রবেশ]

মনোহর। খানা তৈয়ার! যদি হুকুম হয়—

ভূপতি। (সাগ্রহে) হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! অনেক রাত হয়ে গেছে, বহুদূর যেতে হবে এঁদের, তাড়াতাড়ি করো।

[মনোহরের প্রস্থান]

হালদার। কিন্তু মিস্টার রায়—

ভূপতি। চুকে গেছে ও কথা মিস্টার হালদার। আমি টাকা পেয়ে গেছি, বাড়ী আপনার। এখন আসুন দয়া ক'রে, সামান্য কিছু মুখে দিন।

স্বপ্না। আপনি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন না কি?

ভূপতি। আয়োজন করবো সে সাধ্য কোথায়? সামান্য ব্যবস্থা, আসুন—। (হঠাৎ মনে পড়ায়) না, আচ্ছা, এক মিনিট—আমি একবার দেখে আসি সব তৈরী কি না। নতুন লোক সব—

[দ্রুত প্রস্থান]

হালদার। কিছু বুঝলে?

ছন্দা। এরা অন্য যুগের মানুষ বাবা।

হালদার। তাই ব'লে দশ হাজার? পনেরোশো একষট্টি খ্রীষ্টাব্দ—চৌধুরী এক

লাখ দেবে! সাত বিঘে জমি, এই বাড়ী—এ তো নতুনের দামই দশ হাজারের অনেক বেশী।

ছন্দা। টাকা এদের কাছে কিছু নয়।

হালদার। কিছু নয় তবে বেচতে চাইছে কেন?

স্বপ্না। হয় তো ঐ দশ হাজারই বিশেষ দরকার।

হালদার। তাই ব'লে পঁচিশ দিলে নেবে না? বলি পঁচিশ হাজারটা কি দশ হাজারের কম?

ছন্দা। এদের হিসেব বোধ হয় আলাদা।

হালদার। তাই হবে। এ এক অন্য জগৎ। কিন্তু আমার বড়ো খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে—ঠকিয়ে নিলাম।

ছন্দা। তুমি তা হলে বলো—হয় পঁচিশ হাজার নিন, নয় আপনার বাড়ী আপনি রাখুন।

হালদার। (শশব্যস্তে) না না না—ক্ষেপেছিস নাকি? তারপর যদি চেক ফিরিয়ে দিয়ে ব'লে বসে—থাক বাড়ী। না না, সে হয় না। আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। রাজামহারাজার মেজাজ, ও আমরা বুঝবো না! ও আমরা বুঝবো না।

[ভূপতির প্রবেশ]

ভূপতি। কি বুঝবেন না মিস্টার হালদার?

হালদার। অ্যাঁ? ঐ ইয়ে—বলছিলাম—আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কেন করতে গেলেন বুঝতে পারছি না।

ভূপতি। এই রাত্রে অতোদূর যাবেন, কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি? আসুন, সব তৈরী।

[সকলে অন্দরের দরজা দিয়া বাহির হইল। এক মুহূর্ত পরে বাহির হইতে সন্তর্পণে সঞ্জীব প্রবেশ করিল। ঘরে কেহ নাই দেখিয়া গোঁফ খুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে একটি সিগারেট লইয়া ধরাইল। আরাম ও ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ প্রথম নিঃশ্বাসটি ছাড়িতে না ছাড়িতে ছন্দার প্রবেশ।]

ছন্দা। দেওয়ান সাহেব, আপনি খাবেন না?

[বিষম খাইয়া পিছন ফিরিয়া মুখ আড়াল দিয়া সঞ্জীব গোঁফ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু গোঁফ পিছনে। ছন্দার দিকে।]

সঞ্জীব। হ্যাঁ, না, আমার শরীরটা ভালো নেই।

[ছন্দা তাহার ব্যাগ হইতে পাউডার বাহির করিতেছিল।]

ছন্দা। কেন, কি হয়েছে ?

সঞ্জীব। না, বিশেষ কিছু না—একটু কাশি—

[কাশিল]

ছন্দা। কাশি হয়েছে ব'লে খাবেন না ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ খাবো, খাবো ! একটু পরে খাবো। আপনারা বসে যান, আমি যাচ্ছি।

[ছন্দা পাউডার লাগাইতেছে, সঞ্জীব পায়ে পায়ে পিছু হটিয়া গোঁফটিকে হাতের নাগালে আনিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ছন্দা ওদিকের বড়ো আয়নাটায ভালো করিয়া চেহারা দেখিতে গেল। সঞ্জীব সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ঘুরিয়া নাকে গোঁফ চাপিয়া ধরিল।]

ছন্দা। (আয়না দেখিতে দেখিতে) আপনি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

সঞ্জীব। বলুন না, বলুন না।

ছন্দা। আপনার গোঁফটা আমার বড়ো ভালো লেগেছে।

সঞ্জীব। (ঘাবড়াইয়া) গোঁফ ? আমার—আমার গোঁফ !

ছন্দা। হ্যাঁ, আপনার গোঁফের কথাই তো বলছি। কলকাতায় অমন গোঁফ আমি কক্ষণো দেখিনি। এখানকার সব কিছুই কলকাতার উল্টো। আমার ভীষণ ভালো লাগছে !

[সঞ্জীব বোকা বোকা হাসিতে লাগিল। ভূপতির প্রবেশ।]

ভূপতি। কই মিস্ হালদার আসুন ? সবাই বসে আছেন। দেওয়ান সাহেব আসুন।

ছন্দা। উনি পরে খাবেন বলছেন, শরীর খারাপ।

[সঞ্জীব গোঁফ দেখাইয়া ভূপতিকে ইসারা করিল]

ভূপতি। শরীর খারাপ ? তবে থাক, পরেই খাবেন এখন। আপনি আসুন —মিস্ হালদার।

ছন্দা। মিস হালদার ?

ভূপতি। ভুল হয়ে গেছে, ছন্দা দেবী। আসুন, সবাই বসে আছেন।

ছন্দা। আপনি এমন তাড়া লাগাচ্ছেন, যেন আমরা বেরুলে বাঁচেন।

ভূপতি। (ঘাবড়াইয়া) এ্যাঁ? না না, বাঁচবো কেন? কি আশ্চর্য। আপনারা চলে যাবেন, আর আমি বাঁচবো? অনেকদূর যাবেন—তাই—

ছন্দা। তাই আপনিও ব্যস্ত হয়ে খেতে বসিয়ে দিচ্ছেন। কই, বাড়ীর কারো সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না?

ভূপতি। বাড়ীতে আছে কে যে আলাপ করাবো? থাকি তো আমি, মনোহর, আর চাকর-বাকর। আর দেওয়ান সাহেব।

ছন্দা। দেওয়ান সাহেব? ওঁর বাড়ী তো স্টেশনের কাছে।

[ভূপতি সঞ্জীবের দিকে চাহিল। সঞ্জীব ইসারা করিল।]

ভূপতি। হ্যাঁ, তবে কাজকর্মে প্রায়ই এখানে রয়ে যেতে হয় তো, তাই ওঁকেও ধরলাম। ব্যস্ এই তো, আর আলাপ করবেন কার সঙ্গে?

ছন্দা। কেন, আপনার রঘুদা?

[ঘরে যেন বজ্রপাত হইল। ভূপতির মুখ বিবর্ণ। ছন্দা ভয় পাইয়া গিয়াছে। সঞ্জীবও গোঁফ ভুলিয়া অবাক হইয়া ভূপতির দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি জিভ দিয়া ঠোঁটটা ভিজাইয়া লইল। তাহার গলা কাঁপিতেছে।]

ভূপতি। রঘুদা?

ছন্দা। (ভয়ে ভয়ে) অন্যায় কিছু ব'লে ফেলেছি, না?

ভূপতি। রঘুদার কথা আপনাকে কে বললো?

[ছন্দা সঞ্জীবের দিকে চাহিল। সঞ্জীব ভূপতির দৃষ্টিতে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। কেন যে মরিতে রঘুদার নাম করিয়াছিল? তারপর ভূপতি সামলাইল। তাহার গলা অল্প কাঁপিতেছে, কিন্তু কথাগুলির উচ্চারণ পরিষ্কার।]

দেওয়ান সাহেব অনেকদিন মহালে মহালে ঘুরে আজ বিকেলে ফিরেছেন। উনি এখনো জানেন না যে রঘুদা মারা গেছেন।

[কে কি বলিবে ইহার পর? ভূপতিই কথা কহিল।]

আসুন ছন্দাদেবী।

[ভূপতি অন্দরের দরজার পর্দা তুলিয়া ধরিল। মাথা নীচু করিয়া ছন্দা দরজা পার হইয়া গেল। ভূপতিও গেল। বিহ্বল ও অনুতপ্ত সঞ্জীব আর একটি সিগারেট লইয়া ধরাইল। হাতে

গোঁফ। ঝড়ের মত ভূপতি প্রবেশ করিল। সঞ্জীব ঘাবড়াইয়া গোঁফ পরিয়া ফেলিল।]

ভূপতি। রঘুদার নাম কে করতে বলেছে তোকে—গাধা কোথাকার!

[সঞ্জীব ভূপতির এ মূর্তি আশা করে নাই। ভূপতি কি তবে অভিনয়ের চূড়ান্ত খেল দেখাইয়া গেল?]

সঞ্জীব। মানে—আমি তো জানি না—

ভূপতি। জানিস না তো কথা বলতে যাস কেন? বিলকুল চেপে যা। রঘুদার কথা যেন একদম না ওঠে আর, ভরাডুবি হয়ে যাবে!

সঞ্জীব। কি ব্যাপার আমি—রঘুদা কি তাহলে—

ভূপতি। চুপ! ও নাম একদম নয়, বলছি না? এই দেখ চেক! দশ হাজার! আমাদের চেম্বার! সব ডুবে যাবে রঘুদার কথা যদি জানতে পারে!

সঞ্জীব। কিন্তু আমি কিছুই—

ভূপতি। বলবো বলবো—এখন ভালোয় ভালোয় ঠিক সময়ে এদের বাড়ী থেকে বের করতে পাবলে বাঁচি। আমি গেলাম। ওরা বসে আছে—

[ছুটিয়া বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিল। সঞ্জীব গোঁফ খুলিতে গিয়াছিল, চমকাইয়া আবার পরিয়া ফেলিল।]

তুই বরং এক কাজ কর। ঐ ঘরে ঢুকে পড়, আর বেরুসনি একদম! শরীর খারাপ তো বলাই আছে, আর কোনো ঝামেলাই থাকবে না।

সঞ্জীব। বাঁচালি বাবা!

ভূপতি। আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, চলে যা!

সঞ্জীব। গোঁফটা তা হলে আর—?

ভূপতি। না, আর লাগবে না, নিশ্চিন্তে কামিয়ে ফেল।

[ভূপতির প্রস্থান]

সঞ্জীব। যাক বাবা!

[সঞ্জীব মহানন্দে গোঁফটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শয়নকক্ষে গেল। এক সেকেণ্ড। তারপরেই খেয়াল হইতে ঝড়ের মতো আসিয়া গোঁফটি কুড়াইয়া লইল। এদিক ওদিক চাহিয়া গোঁফ হাতে আবার ভিতরে গেল।]

● পর্দা নেমে আসে ●

তৃতীয় দৃশ্য

[সেই ঘর। ঘণ্টা খানেক পরে। ঘরে কেহ নাই। অল্প পরে বাহিরে ভূপতির সাড়া পাওয়া গেল। হয় ছুটিয়া না হয় নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। চীৎকার করিয়া আবৃত্তি করিতেছে— রবীন্দ্রনাথ নয়, সুকুমার রায়।]

ভূপতি। বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।
আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা—

[ঘরে পা দিয়াই একটি গগনভেদী হাঁক ছাড়িল]

সঞ্জী—ব!
আসবে সবাই মরবে ইঁদুর—সঞ্জী—ব! এ্যাই সঞ্জীব! ঘুমিয়ে পড়লি না কি?

সঞ্জীব। (নেপথ্যে) যাই, যাই।

ভূপতি। আসবে সবাই মরবে ইঁদুর বেচারা।
কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি—

[কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া শয়নকক্ষ হইতে সঞ্জীব ঢুকিল।]

ঘুমোচ্ছিস তুই?

সঞ্জীব। ঘুমোবো কেন? খেয়ে-দেয়ে একা ব'সে একটু তন্দ্রা এসেছিল—

ভূপতি। তন্দ্রা? ভুলে যা ভুলে যা—তন্দ্রা ফন্দ্রা সব ভুলে যা! দশ হাজার! চেম্বার সঞ্জীব—তোর আমার চেম্বার। পটাপট দাঁত তুলবো তোতে আমাতে কটাস কটাস—ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি, দেখবে তখন ছিম্বি ছাঙা ছপাটি!

[ভূপতির স্ফূর্তি সঞ্জীবকেও চাঙ্গাইয়া তুলিল]

সঞ্জীব। অত নাচিস নি রে, জিনিসপত্র ভাঙ্গবি।

ভূপতি। ভাঙ্গুক গে! কি হবে জিনিসপত্র?

[পদাঘাতে একটি চেয়ার উল্টাইল]

কটা বাজে বল দিকিনি?

সঞ্জীব। সাড়ে দশ।

ভূপতি। সাড়ে দশ! বাপ্‌স্! কি কষ্ট যে গেছে এই সাড়ে দশটায় ওদের বেরু

করতে—ওঃ। খাওয়া আর ফুরোয় না। কি ক'রে ফুরোবে? বুড়োটা খালি গ্যাজর গ্যাজর—চারশো বছর, পনেরোশো একষট্টি, রাজাবাহাদুর—খালি ভাবছি দিলে বুঝি এগারোটা বাজিয়ে!

সঞ্জীব। কেন, এগারোটা বাজলে কি হোতো?

ভূপতি। সর্বনাশ হয়ে যেতো! তোর আমার চেয়ার সুড়ুৎ ক'রে পিছলে পালিয়ে যেতো! শেষ দিকে শুধু হাতে ক'রে খাইয়ে দিতে বাকি রেখেছি। আর মনোহরটা রেঁধেছেও ছত্রিশ পদ—শেষ আর হয় না—

[মনোহরের অন্দর হইতে প্রবেশ। উর্দি ছাড়িয়া আসিয়াছে।]

অতো পদ কেন রেঁধেছিলে বাবা মনোহর?

মনোহর। আমি কেন রেঁধেছি? বলি, ফর্দ করলো কে?

ভূপতি। ঐ বেটা সাহা। বিয়েবাড়ীর ফর্দ বানিয়েছে।

মনোহর। ইস্! মাংস একরাশ ফেলা যাবে।

ভূপতি। (আনন্দের চীৎকারে) তুই ঐ কথা ভাবছিস মনোহর? বাড়ী বিক্রি হয়ে গেছে—তোর মাথায় ঢুকেছে? সব দেনা শোধ। তোতে আমাতে কলকাতায়—পটাপট দাঁত ওপড়াবো।

মনোহর। আমি দাঁত ওপড়াবো কি?

ভূপতি। আমি আর সঞ্জীব ওপড়াবো, তুই দেখবি। বলিস তো তোর দাঁত কটাও তুলে দিতে পারি।

মনোহর। থাক্, যে কটা আছে থাক। তোমাকে আর তুলে দিতে হবে না।

ভূপতি। ঝকঝকে যন্তর দিয়ে তুলবো রে! গদী আঁটা চেয়ার—এমনি ক'রে ওঠে, নামে, চিৎ হয়—সে দেখলে তোর দাঁত রাখতেই ইচ্ছে করবে না।

মনোহর। চাই না আমার।

ভূপতি। চাস না? তবে তোকে কি দিই? আজ তোকে শাল দোশালা বক্‌শিস দেবার দিন—কিস্যু নেই। হাতের ঘড়িটা থাকলেও দিয়ে দিতাম —তাও বেচে ব'সে আছি।

মনোহর। আচ্ছা থাক ও সব কথা।

ভূপতি। অল্ রাইট। আজ দরকার নেই ও-সব কথায়। করকরে দশ হাজার টাকার চেক পকেটে। আজ রাজাবাহাদুর। কি বলিস? তাও তো বাকি পনেরো নিলাম না।

সঞ্জীব। বাকি পনেরো?

ভূপতি। পঁচিশ দিচ্ছিল তো।

মনোহর। পঁচিশ হাজার!

ভূপতি। হ্যাঁ রে। নিজে থেকে, সেধে!

মনোহর। তারপর?

ভূপতি। তারপর আর কি? দিলেই নেওয়া যায় না কি?

সঞ্জীব। কেন? সব দেখে জেনে নিজে দর দিচ্ছে! তুই তো আর ঠকিয়ে নিচ্ছিস না?

ভূপতি। ঠকিয়ে নিচ্ছি না? কি বলছিস রে!

সঞ্জীব। কেন, এবাড়ী চারশো বছরের পুরোণো নয়?

ভূপতি। আলবৎ চারশো বছর। প্রমাণ দেখিয়েছি বুড়োকে।

সঞ্জীব। তবে?

ভূপতি। আরে গাধা, আসল কথাটাই তো চেপে গেছি!

সঞ্জীব। কি আসল কথা?

ভূপতি। আরে ধ্যাৎ! রঘুদার কথা রে—তোর ঘুম এখনো ছাড়েনি বোধ হয়।

[সঞ্জীব হাঁ করিয়া আছে দেখিয়া]

ও, তোকে রঘুদার কথা এখনো বলা হয়নি, না? ব'লে রাখা দরকার। থাকবি যখন এখানেই। আমার কেমন ধারণা হ'য়ে গেছিল—তোকে বলেছি।

সঞ্জীব। হ্যাঁ, রঘুদা মারা গেছেন বলেছিস।

[ভূপতি অবাক হইয়া চাহিল। তারপর মনে পড়ায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

ভূপতি। আঃ, স্টাণ্ট্‌টা তখন কি রকম ঝাড়লাম বল দিকি? মেয়েটা একদম চুপ! রঘুদার নাম আর মুখে আনার পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছি একেবারে!

সঞ্জীব। রঘুদা তাহলে মারা যাননি?

[ভূপতি খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

ভূপতি। মনোহর, শুনলি? সঞ্জীবের কথা?

মনোহর। আমি শুতে গেলাম। এগারোটা বাজে।

ভূপতি। আরে, কি হয়েছে তাতে? বোস বোস!

মনোহর। আমার দম নেই রাত জেগে কাব্যি শোনবার। অনেক ধকল গেছে আজ।

ভূপতি। (হাসিয়া) হ্যাঁ, তা ঠিক যা, শুয়ে পড় গে।

[মনোহরের বাহিরে প্রস্থান]

সঞ্জীব। কাব্যি? আমাদের কথার মধ্যে কাব্য কোথায় পেলো মনোহর?

ভূপতি। আমাদের কথা নয় রে। রঘুদার কাব্যি। এগারোটা বাজে তো?

সঞ্জীব। তোর সে অভ্যেসটা গেলো না, না?

ভূপতি। কোন্ অভ্যেস?

সঞ্জীব। তুই চিরকাল গল্প সুরু করবি শেষ থেকে। তারপর এখান থেকে থাবলে খানিকটা বলবি, ওখান থেকে খুবলে আর একটু বলবি—লোকে ক্ষেপে ওঠার আগে তুই গোড়া থেকে কখনো সুরু করবি না।

ভূপতি। কেন কেন, কোথায় কি? কোন্ গল্পটা ওরকম করে বলেছি শুনি?

সঞ্জীব। সব গল্প। এই তো রঘুদা। কখনো বলছিস—মারা গেছে, কখনো বলছিস কাব্য শোনায়, কখনো বলছিস রঘুদার জন্য আমাকে রাত্রে রাখার অসুবিধে—

ভূপতি। মোটেই আমি সে কথা বলি নি—

সঞ্জীব। যাক গে, তর্ক ক'রে—

ভূপতি। আমি বলেছি রঘুদার জন্য 'তোর' থাকার অসুবিধে।

সঞ্জীব। আচ্ছা তাই। তুই শুধু রঘুদার সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য আছে। আমাকে গোড়া থেকে বলবি?

ভূপতি। (অধৈর্য হইয়া) আরে তাই তো বলবার চেষ্টা করছি তখন থেকে। তুই তো খালি আজে বাজে কথা তুলে গুলিয়ে দিচ্ছিস।

সঞ্জীব। হ্যাঁ, তাই তো বটে!

ভূপতি। এগারোটা বাজে। রঘুদা যদি— !

সঞ্জীব। চোপ্।

ভূপতি। কি?

সঞ্জীব। ফের "এগারোটা" দিয়ে সুরু করেছিস। একদম গোড়ায় যা। রঘুদা কে, তাই দিয়ে সুরু কর।

ভূপতি। রঘুদা হোলো রঘুপতি—রমাপতি ভুইঞার ছেলে। ছোটোবেলা থেকে কাব্য কাব্য ক'রে ক্ষেপে গেলো। ঘোড়ায় চড়া, লড়াই করা কিছু শেখেনি। তারপর যখন—

সঞ্জীব। দাঁড়া দাঁড়া! রমাপতি কে তা তো বললি নে?

ভূপতি। বললাম তো, রঘুপতির বাবা। তারপর যখন—

সঞ্জীব। বলি রঘুপতির বাবা ছাড়া কি রমাপতির আর কোনো পরিচয় নেই?

ভূপতি। থাকবে না কেন? তখন তবে কি শুনলি?

সঞ্জীব। কখন?

ভূপতি। বলি হালদারকে যখন রমাপতি ভূইঞার কথা বলছিলাম, তখন কি করছিলি? গোঁফ সামলাচ্ছিলি বোধ হয়?

সঞ্জীব। সে তো সেই বারো ভূইঞার আমলের গল্প বলছিলি?

ভূপতি। তা এখনো তো তাই বলছি! তুই তো শুনতে চাইলি গোড়া থেকে।

সঞ্জীব। আমাকে একটু বুঝতে দে। রঘুপতি ভূইঞা না হয় মোগল আমলের হোলো, কিন্তু তোর এই রঘুদা কে?

ভূপতি। এই! এখন কে টপকে গল্পের মাঝখানে আসছে শ্যার?

সঞ্জীব। আচ্ছা বল্ বল্।

ভূপতি। কদ্দূর বলেছি?

সঞ্জীব। রঘুপতি লড়াই করতে শেখে না, কাব্যি করে—

ভূপতি। হ্যাঁ কাব্যি করে। আর—বলতে নেই—একটু মেয়েদের পেছনে ঘোরে। অনেকটা তোর মতো আর কি।

সঞ্জীব। (চটিয়া) কি?

ভূপতি। (ভাবিয়া) না না, তুই তো না? কি যেন নাম ওর? পরেশ পরেশ! ঐ যে ফর্সা মতো—

সঞ্জীব। চুলোয় যাক পরেশ! তুই বল্।

ভূপতি। হ্যাঁ, তারপর যখন দেশে খুব গোলমাল, আকবর ফৌজের পর ফৌজ পাঠাচ্ছে, মানসিংহ ইত্যাদি—জানিস তো সব, তখন শ্রীপুরের কেদাররায় চাঁদরায় সব ভূইঞাদের এক করবার চেষ্টা করেছিল। তাদের দূত প্রথম গেলো প্রতাপগড়ে—ইন্দ্রনারায়ণ ভূইঞার কাছে।

সঞ্জীব। তুই যে নদীর ওপারে প্রতাপগড়ের কথা বলছিলি?

ভূপতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই প্রতাপগড়। তা প্রথমে সেখানে যাবে না কেন বল? আসবার পথে সেইটেই তো আগে পড়ে। সে কথা রমাপতিকে বোঝায় কে? একে বুড়ো, তায় মাতাল। তার উপর ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বরাবর রেষারেষি। ইন্দ্ররও দোষ ছিল অবশ্য। সে আবার পাকামি ক'রে আলাদা দূত পাঠিয়েছে বল্লভপুরে—রমাপতি চলো যাই, দেশের এই দুর্দিনে ইত্যাদি।

ব্যস ! রমাপতি ক্ষেপে লাল ! বলে—আগে ইন্দ্রনারায়ণের নাকে খৎ দিইয়ে তবে আমি মানসিংহের সঙ্গে লড়তে যাবো।

সঞ্জীব। তারপর ?

ভূপতি। তা, বললেই তো হবে না ? ইন্দ্রর তিং টে জোয়ান জোয়ান ছেলে। লোকবলও অনেক। রমাপতির সাবালক ছেলে বলতে ঐ একটি—তিনি তো কাব্যি আর—ঐ যে বল্লাম। তাকেই ডাকলো, ডেকে বললো—বৎস রঘুপতি, বেরিয়ে পড়ো বাবা, ইন্দ্রনারায়ণ না হোক, অন্ততঃ তার বংশের কারো নাকে খৎ দিইয়ে বল্লভপুরের অপমান ঘোঁচাও। তা যদি না পারো —তোমার আত্মার মুক্তি নেই।

সঞ্জীব। তারপর ?

ভূপতি। দাঁড়া রে বাবা, সিগারেটটা ধরাতে দে। —তারপর রঘুপতি আর কি করে ? তরোয়াল টরোয়াল বেঁধে বাল্যসখীদের কাছ থেকে বিদায় টিদায় নিয়ে মনের দুঃখে ঘোড়ায় উঠে রওনা হোলো। পেছনে বল্লভপুরের ফৌজ। মানসিংহের সঙ্গে লড়বার আগে ইন্দ্রনারায়ণকে শায়েস্তা করতে চললো।

সঞ্জীব। করলো শায়েস্তা ?

ভূপতি। আরে দূর ! তা করতে পারলে আর এই যন্ত্রণা এ্যাদ্দিন ধরে ?

সঞ্জীব। তার মানে ?

ভূপতি। আরে হবি তো হ, ঠিক সেই সময়ে নদীর ওপারে ইন্দ্রর সেপাইরা তাদের নতুন কায়দার কামানের ট্রায়াল দিচ্ছে। শূন্যে গোলা চালিয়ে দেখছে কদ্দূর যায়। কামানটা কতোখানি আলট্রা মডান লঙ রেঞ্জ তারাও বোঝেনি। গোলা নদী টপকে রঘুপতিকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো।

সঞ্জীব। অ্যাঁ ?

ভূপতি। রঘুপতির ফৌজ ফিরে গেলো। গিয়ে রমাপতিকে খবর দিলে। রমাপতি তখন অপমান ভুলতে মদ খেয়ে ধাতের বাইরে। ধাত ছেড়েছে, কিন্তু অপমানের জ্বালা ছাড়েনি। বিড়বিড় ক'রে পুরোণো অভিশাপটি কায়েম রেখে তিনি দু চক্ষু মুদলেন।

সঞ্জীব। পুরোণো অভিশাপ ?

ভূপতি। ঐ যে বলেছিল না ? ইন্দ্র বা তার বংশের কাউকে নাক খৎ না দেওয়াতে পারলে রঘুপতির আত্মার মুক্তি নেই ? সেই অভিশাপ।

সঞ্জীব। (অল্প থামিয়া) কি বলতে চাস তুই ?

ভূপতি। (নির্বিকার) ঐ তো বললাম। রমাপতি তো অভিশাপ দিয়ে খালাস। কিন্তু প্রতাপগড় ধুলো হয়ে গেছে। ইন্দ্রনারায়ণের বংশে কেউ আছে কিনা তার নেই ঠিক। থাকলেও এ বাড়ীতে সে আসবে—সে কি সম্ভব ? এদিকে রঘুদারও এ বাড়ী ছেড়ে বেরুবার ক্ষমতা নেই। বেচারা নিরীহ লোক এই চারশো বছর ধ'রে—

সঞ্জীব। ভূপতি !

ভূপতি। কি রে ?

সঞ্জীব। (সামলাইয়া) নাঃ। গল্পটা ভালো বলেছিস।

ভূপতি। গল্প ?

সঞ্জীব। তোর এ বাড়ীর যা এ্যাটমোস্‌ফীয়ার, রাত্তিরে এই রকম গল্পই জমে।

[সঞ্জীবের কথা ভাল করিয়া শেষ হইল না। একটা রক্তজল করা অট্টহাস্য ভাসিয়া আসিল ভাঙা প্রাসাদের কোন এক মহল হইতে। সঞ্জীব প্রায় ভূপতিকে আঁকড়াইয়া ধরিল।]

ভূপতি। ভয় পেয়ে গেলি নাকি ? ওটা কিছু না, রঘুদা প্র্যাকটিস রাখবার জন্যে মধ্যে মধ্যে ওরকম চীৎকার করে, আসলে রঘুদার গলা খুব মিষ্টি।

[সত্যই তাই। উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আরম্ভ হইল। ভূপতি উপভোগ করিতে লাগিল।]

নেপথ্যে আবৃত্তি। দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥

ভূপতি। ভালো না গলাটা ?

[কিন্তু সঞ্জীবের ঠিক রসোপভোগের অবস্থা নহে]

সঞ্জীব। ভূপতি, আমি, আমি—আমি কি—আমাকে একটা চিমটি কাট তো ? জোরে !

ভূপতি। ঐ দেখ্। ঐ জন্যেই তো কলেজে তোদের কিছু বলিনি। এ বাড়ীতে আসতেও বলতে পারিনি কোনোদিন। আমি ছোটবেলা থেকে জানি, দেখছি, রঘুদাকে ঘরের লোক ভাবা অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু কাউকে বলতে গেলে দেখি বলা যায় না।

নেপথ্যে আবৃত্তি। সংক্ষিপ্যেতে ক্ষণইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা।
সর্ব্বাবস্থা স্বরপি কথং মন্দ মন্দাতপং স্যাৎ ॥
ইত্থং চেতশ্চটুল নয়নে দুর্লভ প্রার্থনং মে।
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং তদ্বিয়োগ ব্যথাভিঃ ॥

ভূপতি। মেঘদূত। কিরে, ভালো লাগছে না তোর?

[সঞ্জীব কথা কহিল না, কিন্তু বোঝা গেল ভালো লাগিতেছে না।]

তবেই বুঝে দেখ, যদি হালদাররা জানতে পারতো রঘুদার কথা, কিনতো বাড়ী? আবার তুই বলছিলি পঁচিশ হাজারই কেন নিলাম না।

সঞ্জীব। এ কি, এ কি রোজ রাত্রেই?

ভূপতি। হ্যাঁ, এগারোটা থেকে।

[সহসা আবৃত্তি থামিয়া কর্কশ অট্টহাস্য।]

আঃ, রঘুদা বেশী চেঁচামেচি করছে আজ। বোধ হয় তুই আছিস ব'লে।

সঞ্জীব। অ্যাঁ?

ভূপতি। দাঁড়া, ডেকে আনি।

সঞ্জীব। (সভয়ে) ডাকবি কি রে?

ভূপতি। আলাপ করবি না?

সঞ্জীব। না! না!

ভূপতি। আরে খুব ভালো লোক। মানে, লোক নয় ঠিক, তবে খুব ভালো, দেখিস।

সঞ্জীব। না! না!

ভূপতি। আচ্ছা আচ্ছা, তুই বোস আমি আসছি।

সঞ্জীব। কোথায় যাবি?

ভূপতি। ব'লে আসি যেন আজ আর বেশী চেঁচামেচি না করে।

সঞ্জীব। আমি—আমি এখানে একা থাকবো কি ক'রে?

ভূপতি। তাতে কি হয়েছে? তোর কথা একবার না বললে রঘুদা সারারাত অমনি থেকে থেকে চেঁচাবে। একবার ব'লে এলে নিশ্চিন্ত।

সঞ্জীব। না দরকার নেই, তুই বসে থাক এখানে!

[সহসা বাহিরে দূর হইতে মিঃ হালদারের গলা শোনা গেল]

হালদার। (নেপথ্যে) মিস্টার রায়! রাজাবাহাদুর!

ভূপতি। (শুষ্ককণ্ঠে) ফিরে এসেছে!

সঞ্জীব। ফিরলো কেন?

ভূপতি। কেন তা কি ক'রে জানবো?

সঞ্জীব। কি করবি?

ভূপতি। সব পণ্ড হয়ে গেলো সঞ্জীব! আমাদের চেম্বার—(সহসা সচকিত হইয়া) সঞ্জীব, তুই সাড়া দে, আমি রঘুদার হাতেপায়ে ধরি—

সঞ্জীব। কিন্তু এর মধ্যে যদি ঐ হাসি—

ভূপতি। যা হয় ব'লে সামলাস, খবরদার যেন বুঝতে না পারে। আমি ছুটলাম—

[ভূপতি দ্রুত অন্দরমহলে চলিয়া গেল। সঞ্জীব হতচকিত।]

হালদার। (নেপথ্যে) রাজাবাহাদুর।

সঞ্জীব। (চেঁচাইয়া) আসুন।

[হালদার প্রবেশ করিলেন। পিছনে স্বপ্না ও ছন্দা। সঞ্জীব গুম্ফহীন।]

হালদার। রাজাবাহাদুর শুয়ে পড়েছেন?—একি! আপনি আপনি—দেওয়ান সাহেব না?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, ইয়ে, বসুন বসুন।

হালদার। আপনার—আপনার গোঁফ?

সঞ্জীব। গোঁফ? ইয়ে, মানে—আমার ঐ গোঁফটার কথা বলছেন? ঐ যেটা—তখন দেখেছিলেন?

হালদার। কামিয়ে ফেললেন?

সঞ্জীব। হ্যাঁ হ্যাঁ কামিয়ে ফেললাম, কামিয়ে ফেললাম।

ছন্দা। অমন সুন্দর গোঁফটা কামিয়ে ফেললেন?

সঞ্জীব। না, সুন্দর কোথায়? ওটা—ভালো লাগছিলো না, তাই কামিয়েই ফেললাম।

ছন্দা। ভালো লাগলো না? কক্ষণো না। নিশ্চয়ই ওটা আপনার খুব সখের গোঁফ ছিল।

সঞ্জীব। না না, আমার সখ একেবারেই না। বরং ভূপ্—ঐ রাজাবাহাদুরের সখ বলতে পারেন।

হালদার। রাজাবাহাদুরের সখে আপনি গোঁফ রেখেছিলেন?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, একরকম তাই। এখন সখ মিটে গেলো, হুকুম দিলেন কামিয়ে ফেলো, তাই কামিয়ে ফেললাম!

হালদার। রাজারাজড়ার সখই আলাদা রকমের!

সঞ্জীব। তা আপনারা—ইয়ে—

হালদার। মহা বিপদে পড়েছি দেওয়ান সাহেব। নইলে কি আর এই রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করতে আসি?

সঞ্জীব। কেন, কেন? কি বিপদ হোলো?

[স্বপ্না এতোক্ষণ বসিয়া হাঁফাইতেছিলেন।]

স্বপ্না। আমি পৈ পৈ ক'রে বলেছিলাম—নিজে গাড়ী চালাতে যেও না। রামশরণকে আনো।

হালদার। রামশরণকে আনলে গাড়ী খারাপ হোতো না? গাড়ীর এঞ্জিন কি রামশরণের—রামশরণের শ্বশুর, যে খাতির ক'রে বিগড়োতো না?

স্বপ্না। আহা, রামশরণ জানে শোনে—

হালদার। জানে শোনে? আমার থেকে ভালো গাড়ী চালাতে জানে রামশরণ?

স্বপ্না। চালানোর কথা কে বলছে? যন্ত্রপাতি—

হালদার। যন্ত্রপাতি রামশরণ থাকলে বিগড়োতো না? বলি যন্ত্রপাতি টের পেলো কি ক'রে যে রামশরণ নেই? বলো? সেটা বলো?

সঞ্জীব। গাড়ী খারাপ হয়ে গেলো বুঝি?

হালদার। খারাপ হবে না? বলুন তো! কলকব্জার ব্যাপার, মাঝে মধ্যে খারাপ হ'তে পারে না? অতো কেয়ার নিই, তবু আমার ফ্যাক্টরীর মেশিন বন্ধ হ'য়ে গেছে কতোবার!

ছন্দা। আচ্ছা এখন ও-কথা ব'লে আর লাভ কি?

হালদার। আমি তো সেই কথাই বলছি! জলে তো পড়ে নেই? রাজাবাহাদুর রয়েছেন—একটা তো রাত—ও হ্যাঁ, রাজাবাহাদুর শুয়ে পড়েছেন বুঝি?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, না, ঠিক শুয়ে—

[ঠিক এই মুহূর্তে সেই রক্তজলকরা অট্টহাস্য। সকলেই ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল। ছন্দা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।]

হালদার। ও কি?

সঞ্জীব। কি?

[সঞ্জীবের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাণপণে তাহা লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে।]

হালদার। ও রকম ক'রে হাসলো কে?

সঞ্জীব। হাসলো? অ্যাঁ? হে হে—হ্যাঁ—হাসলো ব'লেই তো মনে হোলো। হে হে—

স্বপ্না। কে হাসলো?

সঞ্জীব। কে? ঐ—কি বলে?—ঐ—

ছন্দা। রাজাবাহাদুর?

সঞ্জীব। হ্যাঁ হ্যাঁ রাজাবাহাদুর। আর কে হাসবে বলুন?

ছন্দা। ঐ রকম ক'রে?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, ঐ রকমই হাসেন মধ্যে মধ্যে—

ছন্দা। কেন?

সঞ্জীব। কেন? ঐ—খেয়াল আর কি? রাজারাজড়ার খেয়াল।

[আবৃত্তি সুরু হইয়াছে—সংক্ষিপ্যাতে ক্ষণইব ইত্যাদি]

ছন্দা। ও কে?

সঞ্জীব। আর কে? রাজাবাহাদুর, সব রাজাবাহাদুর!

ছন্দা। কিন্তু এ যে সংস্কৃত শ্লোক?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, সংস্কৃতই তো! উনি খুব ভালো সংস্কৃত জানেন।

ছন্দা। সুন্দর বলছেন, না বাবা?

[আবৃত্তি আচমকা থামিয়া গেল].

স্বপ্না। উনি এই রকম একা একা শ্লোক বলেন না কি?

সঞ্জীব। না না, সব সময়ে নয়। এই মাঝে মধ্যে—

স্বপ্না। এই রকম মাঝ রাত্তিরে?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, এই তো বেশ ভালো সময়। চারিদিক নিস্তব্ধ, এই সময়েই তো কাব্য আসে।

হালদার। কিন্তু ঐ হাসিটা—ওটা তো কাব্যের উল্টো মনে হোলো।

সঞ্জীব। হে হে, যা বলেছেন! তবে—রাজারাজড়ার খেয়াল তো?

হালদার। হ্যাঁ, ঠিক কথা। রাজারাজড়ার খেয়ালে আপনাকে অমন গোঁফটাই কামিয়ে ফেলতে হোলো!

সঞ্জীব। অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, গোঁফ।

ছন্দা। গোঁফ ছাড়া কিন্তু আপনাকে একেবারেই ভালো দেখাচ্ছে না।

স্বপ্না। আঃ ছন্দা!

সঞ্জীব। হে হে, আবার রাখবো এখন। রাজাবাহাদুর বললেই রাখবো।

ছন্দা। ও গোঁফ কি আর একদিনে হবে ?

সঞ্জীব। কেন হবে না ? অ্যাঁ, না না, ও কি আর একদিনে হয় ? অতো বড়ো গোঁফ !

[অন্দর হইতে ভূপতির প্রবেশ। হাঁপাইতেছে।]

হালদার। এই যে রাজাবাহাদুর ! অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হোলো। কি করি বলুন ? গাড়ীটা গেলো বিগড়ে ! কপালের দোষ থাকলে যা হয়—

স্বপ্না। কপালের দোষ না বুদ্ধির দোষ ?

হালদার। বুদ্ধির দোষটা কোথায় হোলো ?

ছন্দা। আচ্ছা বাবা, আবার সুরু করলে ?

হালদার। আমি কোথায় সুরু করলাম ?

ছন্দা। (ভূপতিকে) রাজাবাহাদুর ! আমাদের আজ রাতটার মতো থাকতে দিতে পারবেন ?

ভূপতি। কি আশ্চর্য ! এ কি একটা কথা হোলো ?

ছন্দা। আপনার খুব অসুবিধে হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু—

ভূপতি। অসুবিধে আমার নয়, আপনাদের। সেই কথাই ভাবছিলাম। আপনাদের কাছে আর গোপন ক'রে লাভ নেই। আমার এটা নামে রাজবাড়ী, কিন্তু আসলে আপনাদের ভালো ক'রে বিছানাটা পর্যন্ত ক'রে দেবার আমার ক্ষমতা নেই। কিছুই নেই আমার। থাকলে বাড়ী বেচি ?

[একটি অস্বস্তিকর নীরবতা]

যা আছে, তাই দিয়ে যতোটা পারি করছি, কিছু মনে করবেন না। আসুন দেওয়ান সাহেব—একি !

[ভূপতি গোঁফ-হীন সঞ্জীবকে দেখিয়া থামিয়া গেল।]

ইয়ে, আপনারা বোধহয়—একটু অবাক হ'য়ে গেছেন, দেওয়ান সাহেবের গোঁফ—

হালদার। না না, আমরা শুনেছি সব।

ভূপতি। শুনেছেন ?

সঞ্জীব। (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ, আমি ওঁদের বলছিলাম, আপনার পছন্দ ছিল না ব'লে গোঁফটা কামিয়ে ফেলেছি !

ছন্দা। গোঁফটা আপনার ভালো লাগলো না রাজাবাহাদুর ?

ভূপতি। না, মানে—

ছন্দা। আপনার কথাতেই তো প্রথম রেখেছিলেন উনি গোঁফটা!

ভূপতি। অ্যাঁ? ও হ্যাঁ, তা—আবার রাখবেন এখন, তাতে কি হয়েছে?

ছন্দা। (খুশী হইয়া) রাখবেন তো? দেখুন, দেওয়ান সাহেব, হুকুম করিয়ে দিলাম!

ভূপতি। আমি যদি আগে জানতাম গোঁফটা আপনার এতো পছন্দ হ'য়েছে, তবে কি আর কামাতে বলতাম? আবার রাখতে সুরু করুন—

হালদার। ভালো কথা, এখানে মোটর মিস্ত্রী পাওয়া যাবে?

ভূপতি। প্রতাপগড়ে পাবেন। কোথায় র'য়েছে গাড়ীটা?

হালদার। পোলের কাছাকাছি।

ভূপতি। ও, তবে তো বেশী দূর নয়। সকালে গাড়ী ঠেলবার লোক অনেক পাওয়া যাবে।

স্বপ্না। তবু ভালো।

ভূপতি। দেওয়ান সাহেব আসুন, দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়—

[ভূপতি ও সঞ্জীবের শয়নকক্ষে প্রস্থান]

স্বপ্না। আমি বুঝতে পারছি না।

হালদার। কি?

স্বপ্না। তিনজনকে থাকতে দিতে বিছানার ভাবনা, অথচ—

হালদার। এ আর না বোঝবার কি আছে? তেমন অবস্থায় না পড়লে কেউ এমন ঐতিহাসিক বাড়ী বেচে? পনেরোশো একষট্টি—

স্বপ্না। আঃ, সে কথা বুঝি নি বলেছি নাকি?

হালদার। তবে কি বোঝোনি?

স্বপ্না। বুঝতে পারছি না, এই যদি অবস্থা হয়, তবে পঁচিশ হাজার পেয়েও নিলো না কেন?

হালদার। সেই কথা? এ আর নতুন কি না-বুঝলে তুমি? এতো আমিও বুঝিনি!

ছন্দা। আমি কিন্তু বুঝেছি।

স্বপ্না। কি বুঝেছিস তুই?

ছন্দা। এ বাড়ীর যে মালিক, তার এমনিই হবার কথা।

স্বপ্না। মস্ত বুঝেছিস!

ছন্দা। নিশ্চয়ই, দেখলে না, রাত এগারোটায় খেয়াল হোলো—দেওয়ানের গোঁফটা ভালো না—ব্যস কামিয়ে ফেলো! একে বলে রাজার মেজাজ।

স্বপ্না। আর মাঝরাত্তিরে শ্লোক আওড়ানো—এও রাজার মেজাজ বল্?

ছন্দা। নিশ্চয়ই। আমরা করি ওরকম?

স্বপ্না। চুপ কর। বাজে বকিসনি।

হালদার। না, কথাটা খুব ভুল বলে নি ছন্দা। এ ছাড়া পনেরো হাজার এক কথায় ছেড়ে দেবার আর কোনো এক্সপ্লেনেশন পাওয়া যায় না।

স্বপ্না। কেন পাওয়া যাবে না? হয়তো বাড়ীটার এমন কোনো দোষ আছে—

হালদার। দোষ আছে? পনেরোশো একষট্টি খ্রীষ্টাব্দ!

স্বপ্না। তুমি তো পনেরোশো একষট্টি ব'লেই অজ্ঞান।

হালদার। কি দোষ থাকা সম্ভব বলো? এ কি নতুন বাড়ী যে, ছাত দিয়ে জল পড়ে কি না, ড্যাম্প ওঠে কিনা—এই সব প্রশ্ন উঠবে? এখানে একমাত্র কথা হোলো পনেরোশো একষট্টি, তার অকাট্য প্রমাণ দেখিয়েছে।

[স্বপ্না হঠাৎ কোনো জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না। তাই বলিয়া তর্কে তো হারা যায় না?]

স্বপ্না। তাই ব'লে মাঝরাত্তিরে অমন বিদঘুটে হাসবে?

হালদার। হাসুক না? নিজের বাড়ীতে হাসছে। তোমার বাড়ী যখন হবে, তখন তো আর হাসতে যাবে না? তখন তুমি হেসো।

স্বপ্না। সুস্থ মাথায় কেউ ওরকম হাসে?

ছন্দা। তুমি কি বলতে চাও? পাগল?

হালদার। তা, বিচিত্র নয়। এতো বড়ো বংশ যদি এই অবস্থায় ঠেকে, তবে মাথার একটু গোলমাল হওয়া—

[ভূপতি ও সঞ্জীবের প্রবেশ]

হু-হুম্-মাথাটা একটু যেন গোলমাল গোলমাল লাগছে। ধরেছে যেন একটু।

ভূপতি। ধরা স্বাভাবিক। এতো হাঙ্গামা—

হালদার। হাঙ্গামা ব'লে হাঙ্গামা?

ভূপতি। আসুন, একরকম ব্যবস্থা হয়েছে, শুয়ে পড়ুন। তবে—ঘুমোতে পারবেন কিনা জানি না।

হালদার। ঘুমোতে পারবো না কেন

ভূপতি। বিছানাপত্র উপযুক্ত নেই, নতুন জায়গা, তার উপর আবার—
[থামিয়া গেল]

হালদার। তার উপর কি ?

ভূপতি। আমার একটা রোগ আছে। হাসি পেলে চেঁচিয়ে হেসে ফেলি। হয় তো আপনারা আছেন খেয়াল থাকবে না। শুনলে ভয় পাবেন না যেন।
[হালদার দম্পতির দৃষ্টিবিনিময়]

হালদার। কিন্তু—আপনিও ঘুমোবেন তো ?

ভূপতি। ঘুম সব দিন আসে না। আর ঘুমোতে না পারলেই থেকে থেকে হেসে ফেলি ঐরকম।

ছন্দা। আর সংস্কৃত শ্লোক বলেন ?

ভূপতি। হ্যাঁ, শ্লোকও বলি।

ছন্দা। বড়ো সুন্দর শ্লোক। বলুন না একবার ?

ভূপতি। অ্যাঁ ?

ছন্দা। ঐ যেটা তখন বলছিলেন ? বড়ো সুন্দর লাগলো। আর একবার বলবেন ?

ভূপতি। (ব্যস্ত হইয়া) না না, এখন না। অনেক রাত হয়েছে। আপনাদের ধকলও গেছে কম না—শুয়ে পড়ুন।

ছন্দা। কিন্তু আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না।

ভূপতি। পাবে পাবে। আর না পেলেও, বিশ্রাম তো দরকার ? আসুন, মিস্টার হালদার আসুন।

[প্রায় ঠেলিয়া ঠুলিয়া তাহাদের শয়নকক্ষে লইয়া গেল। ছন্দা গেল নিতান্ত অনিচ্ছায়। সঞ্জীব একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘ একটি নিশ্বাস ছাড়িল। তারপর উঠিয়া একটি সিগারেট ধরাইল। স্নায়বিক অবস্থা কিরূপ, সিগারেট ধরানো দেখিয়া আন্দাজ করা যায়। ভূপতির প্রবেশ।]

সঞ্জীব। শুয়ে পড়েছে ?

ভূপতি। শোবে কি আমার সামনে গাধা ?

সঞ্জীব। না, মানে—ঘরে দিয়ে এসেছিস ?

ভূপতি। (রুক্ষকণ্ঠে) সে তো দেখতেই পাচ্ছিস। জিজ্ঞেস করবার কি আছে ?
[সিগারেট ধরাইল। সঞ্জীবের মতোই প্রায় অবস্থা।]

কিছু মনে করিসনি সঞ্জীব। মাথার ঠিক থাকছে না। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, আমি ওদের সঙ্গে থাকতে রঘুদা যদি চেঁচায়—কি হবে ?

[দুজনে নীরবে সিগারেটে কয়েকটি টান দিল]

এখন যদি চেঁচায় তবে অতোটা চিন্তা নেই। আমাকে পাগল ভাববে, কিন্তু রঘুদার কথাটা টের পাবে না।

সঞ্জীব। বারণ করেছিস—তোর রঘুদাকে ?

ভূপতি। ঠিক সময়ে আর করতে পারলাম কই ? খুঁজে পাবার আগেই হট্ট-গোল ক'রে ডুবিয়ে দিলো একেবারে।

সঞ্জীব। সে তো তবু সামলে গেছে একরকম ক'রে। কিন্তু আর করবে আজ রাতে ?

ভূপতি। বলতে তো বাকি রাখিনি কিছু, কিন্তু কদ্দুর কাজ হবে কে জানে ?

সঞ্জীব। কি বললেন ?

ভূপতি। ওরা কেউ ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর কি না জানতে চাইলো। নতুন লোক দেখলেই জানতে চায়।

সঞ্জীব। নতুন লোক দেখলেই—তবে কি—আমার কথাও—

ভূপতি। হ্যাঁ, তোর কথাও জিজ্ঞেস করলো।

সঞ্জীব। অ্যাঁ ?

[কাছে আসিয়া বসিল]

ভূপতি। তাতে কি হয়েছে ? তুই তো আর ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর নোস।

সঞ্জীব। কি ক'রে জানবো ভাই ? আমি কি খবর রাখি ?

ভূপতি। আরে ধ্যাৎ, তুই তো বাঙাল—পদ্মার ওপারের লোক।

সঞ্জীব। ইন্দ্রনারায়ণের ছেলে মানসিংহের তাড়া খেয়ে পদ্মা পেরিয়েছিল কিনা, কে বলতে পারে ?

ভূপতি। পেরিয়েছিল না তোর মাথা করেছিল! ইন্দ্রর তিন ছেলেই মরে ভূ—ত হয়ে গেছিল নির্ঘাৎ!

[সঞ্জীব লাফাইয়া আসিয়া ভূপতির আস্তিন খামচাইয়া ধরিল]

কি হোলো রে ?

সঞ্জীব। বাবা, একজন তো রয়েছেন বাড়ীতে, আবার রাত্তির বেলা আরো তিনটের নাম করিস কেন ?

ভূপতি। আচ্ছা, করবো না। কিন্তু এখন কি করা যায় বল তো ?

সঞ্জীব। কি করবি ?

ভূপতি। বিছ্না তো আর নেই। শুবি কিসে ?

সঞ্জীব। শুয়ে কি হবে ? ঘুমোতে পারবো ?

ভূপতি। তবে কি করবি ?

সঞ্জীব। এইখানে বসে রাতটা কাটিয়ে দিই কোনোরকমে দুজনে।

ভূপতি। দুজনে ? আমি থাকবো কি করে এ ঘরে ?

সঞ্জীব। কেন ?

ভূপতি। তারপর রঘুদার চীৎকারে উঠে এসে যদি আমাকে এখানে দেখে ? তখন ?

সঞ্জীব। বলবি—তুই চেঁচিয়েছিলি।

ভূপতি। ওঃ, তোর মাথায় যে কি হয় মধ্যে মধ্যে ! বলি ওরা এ ঘরে এলেই রঘুদা দয়া ক'রে চুপ ক'রে যাবে—এ কথাটা ধ'রে নিচ্ছিস কি ক'রে ?

সঞ্জীব। ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। তা হলে ?

ভূপতি। আমার এঘরে থাকা চলবে না। কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে।

সঞ্জীব। আর আমি ?

ভূপতি। তুই বরং এ ঘরে থাক।

সঞ্জীব। একা ? ক্ষেপেছিস ?

ভূপতি। তবে ? আমার সঙ্গে যাবি ?

সঞ্জীব। সে বরং ভালো।

ভূপতি। কিন্তু—এদের সামলাবে কে ?

সঞ্জীব। এদের আবার সামলাবার কি আছে ?

ভূপতি। কেউ যদি উঠে বেরিয়ে রঘুদাকে দেখে ফেলে ? রঘুদা তো বাড়ীময় ঘোরে। সেটা ঠেকাবে কে ?

সঞ্জীব। সেটা কি—আমায় ঠেকাতে বলছিস ?

[ভূপতি কিন্তু রীতিমতো বিবেচনা করিল প্রস্তাবটা।]

ভূপতি। তুই—তুই কি পারবি ? সোজা নয় খুব। রঘুদা কখন খুচ্ ক'রে কোথা দিয়ে এসে পড়ে, বোঝা মুস্কিল।

সঞ্জীব। এই কি তোর ঠাট্টার সময় ব'লে মনে হোলো ভূপতি ?

ভূপতি। (বিরক্ত হইয়া) ঠাট্টা কে করছে ?

সঞ্জীব। রঘুদা বাড়ীময় ঘুরে বেড়াবে, যখন তখন কোথা দিয়ে খুচ্ ক'রে এসে

পড়বে—আর আমি তার কাছ থেকে এদের আড়াল ক'রে রাখবো—এ কল্পনাটা তুই সিরীয়াসলী করছিস বলতে চাস ?

ভূপতি। না:, তোকে দিয়ে যদি একটা কাজ হয় !

সঞ্জীব। ঠিক এই রকমের কাজ খুব কম লোককে দিয়েই হবে।

ভূপতি। (সহসা) ঠিক হয়েছে ! আরে, এই কথাটা এতোক্ষণ মনে আসেনি।

সঞ্জীব। কি কথা ?

ভূপতি। সেই "জুতা আবিষ্কার" মনে আছে ? পায়ে ধুলো লাগা বন্ধ করতে হবুচন্দ্র পৃথিবী ঝাঁট দিচ্ছিলেন, নিজের পা দুটো না ঢেকে ! আমিও এতোক্ষণ সেইরকম ভাবছিলাম গাধার মতো !

সঞ্জীব। একটু সরলভাবে বলবি ?

ভূপতি। আবে বোকা, রঘুদাকে ছেড়ে আমি এদের সামলাচ্ছিলাম ! তার চেয়ে রঘুদাকে ধ'রে রাখলেই তো হয় !

সঞ্জীব। বটে ?

ভূপতি। আর কিছু ভাবতে হবে না। চল চল।

সঞ্জীব। কোথায় ?

ভূপতি। কোথায় আবার ? রঘুদার কাছে।

সঞ্জীব। রঘুদার—কাছে ?

ভূপতি। রঘুদাকে একটা নিরিবিলি ঘরে নিয়ে গিয়ে বলি—কবিতা শোনাও। ব্যস্, সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে।

সঞ্জীব। চুকে যাবে ?

ভূপতি। যাবে না ? কাব্য শোনাতে পেলে রঘুদা আর এদিকে আসবে কেন ? চেঁচামেচিও করবে না। চল।

সঞ্জীব। ভাই ভূপতি—

ভূপতি। আবার দেরী করে—

সঞ্জীব। ভাই ভূপতি, তুই দয়া ক'রে বোঝ্। আমি রঘুদার কাছে বসে কাব্য শুনতে পারবো না।

ভূপতি। কেন পারবি না ?

সঞ্জীব। রঘুদাকে দেখলে আমিই এমন বিশ্রী চেঁচামেচি ক'রে উঠবো যে, এরা হয় ভির্মি যাবে, নয় ছুটে ওখানে গিয়ে হাজির হবে।

ভূপতি। কেন ? তুই ভেবেছিস রঘুদার চেহারা খারাপ ? মোটেই না।

বরং বেশ ভালোই বলতে পারিস। ইন ফ্যাক্ট—রঘুদার চেহারা ঠিক কিরকম জানিস ?

সঞ্জীব। আমার দরকার নেই জেনে।

ভূপতি। তুই তো মহা মুস্কিলে ফেললি !—আচ্ছা, এক কাজ কর, আমি রঘুদাকে আটকাই, তুই মনোহরেব ঘরে চলে যা।

সঞ্জীব। এই এতোক্ষণ পরে একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছিস। মনোহরের ঘর কোথায় ?

ভূপতি। ফটকের পাশে।

সঞ্জীব। চল দিয়ে আসবি।

ভূপতি। দিয়ে আসতে হবে ? আর ততোক্ষণে যদি রঘুদা এদিকে এসে এদের কারো সামনে পড়ে তখন ?

সঞ্জীব। আর আমি বারান্দায় বেরুলেই তিনি যদি আমার সামনে পড়েন—তখন ? তখন আমি চেঁচালে কোন্‌দিক বাঁচবে ?

ভূপতি। চল বাবা চল—তাই দিয়ে আসি।

[কিন্তু বাহির হইবার পূর্বেই সহসা শ্লোক আবৃত্তি সুরু হইল]

নেপথ্যে আবৃত্তি। অলিন্দে কালিন্দী কমলসুরভৌকুঞ্জবসতের্বসন্তে বাসন্তী নব-পরিমলোদ্গার চিকুরাং—

ভূপতি। সর্বনাশ ! তুই চলে যা মনোহরের ঘরে, আমি রঘুদাকে ঠেকাই !

[সঞ্জীব কিছু বলিবার পূর্বেই ভূপতি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। শ্লোক তাহাব অল্প পবেই থামিয়া গেল সহসা। কিন্তু সঞ্জীব একা বাহির হইবার সাহস কিছুতেই সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিল না। ঘরেও যেন চারিদিকে আওয়াজ কল্পনা করিয়া চমকাইয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে ফিরিতে লাগিল।

ছন্দা প্রবেশ করিল সন্তর্পণে। সঞ্জীব তাহার সাড়ায় একটি অস্ফুট আওয়াজ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভয়ে ছন্দাও চমকাইয়া উঠিল।]

সঞ্জীব। আ-আপনি !

ছন্দা। কি হয়েছে ? আপনি ওরকম চমকে গেলেন যে ?

সঞ্জীব। না ন্‌-না, কিক্‌-কিছু হয় নি। আপনি উঠে এলেন কেন ?

ছন্দা। শুনতে।

সঞ্জীব। কি শুনতে ?

ছন্দা। রাজাবাহাদুর আবার আবৃত্তি সুরু করেছিলেন। ভালো ক'রে শুনবো ব'লে বেরিয়ে এলাম।

সঞ্জীব। ঘুমোননি ?

ছন্দা। ঘুম এলো না।

সঞ্জীব। ওঁরা ?

ছন্দা। ওরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাবার নাক ডাকছে, তাতে আরো ঘুম এলো না।

সঞ্জীব। আপনার বাবা ভাগ্যবান।

ছন্দা। কেন ?

সঞ্জীব। ঘুমোতে পারছেন। আপনিও যদি ঘুমোতে পারতেন—

ছন্দা। ঘুমোলে এমন আবৃত্তিটা শোনা হোতো না।

সঞ্জীব। আবৃত্তিটা—ভালো লাগছে আপনার ?

ছন্দা। ভালো লাগবে না ? এই চারশো বছরের পুরোণো বাড়ী, চারিদিক নিজন থমথমে, তার মধ্যে ঐ অপূর্ব সংস্কৃত শ্লোক। এ কারো ভালো না লেগে পারে ?

সঞ্জীব। পারে।

ছন্দা। আপনার ভালো লাগে না ?

সঞ্জীব। না।

ছন্দা। কেন ?

সঞ্জীব। কি জানি ? বোধ হয় সংস্কৃতয় আমার এ্যালার্জি আছে।

ছন্দা। ইস্কুলে সংস্কৃত আমারও বিচ্ছিরি লাগতো, ধাতুরূপ মুখস্থ হোতো না ব'লে। তখন কি জানতাম—সংস্কৃত এই জিনিস !

[আবার আবৃত্তি সুরু হইল। দূরে কোথাও।]

ঐ ! ঐ যে আবার।

নেপথ্যে আবৃত্তি। ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধি-রত্নম্। ভবতু ভবতীময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥

[ছন্দা উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। অল্প পরে আবৃত্তি বন্ধ হইল।]

ছন্দা। অপূর্ব ! কি মনে হচ্ছিল জানেন ?

[সঞ্জীব বসিয়া পড়িয়াছিল। শুধু ছন্দার দিকে চাহিল।]

মনে হচ্ছিল—এ যেন রাজাবাহাদুর নয়। মনে হচ্ছিল এ যেন এক অভিশপ্ত আত্মা—যুগ যুগ ধ'রে প্রতি রাত্রে বিরহী যক্ষের বেদনা বুকে ক'রে ঘুরে বেড়ায় এই পুরোণো প্রাসাদের ঘরে ঘরে—কি হোলো আপনার ?

[সঞ্জীব দুই হাতে কান চাপিয়া বসিয়া কাঁপিতেছে। ছন্দা তাড়াতাড়ি কাছে আসিল।]

শরীর খারাপ বোধ করছেন না কি ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ—হ্যাঁ, একটু—আমাকে—আমাকে একটা সিগারেট দেবেন—দয়া ক'রে—?

[ছন্দা ছুটিয়া সিগারেট আনিয়া দিল। সঞ্জীব পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া ধরাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। হাত বড়ো কাঁপিতেছে। ছন্দা ধরাইয়া দিল।]

ধ-ধ্-ধন্যবাদ।

ছন্দা। আপনি আজ সন্ধ্যে থেকে এতো অসুস্থ—বাড়ী চলে গেলেন না কেন ?

সঞ্জীব। বাড়ী ? ও হ্যাঁ—বাড়ী।

[সঞ্জীব সিগারেট টানিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছে।]

কই আর যেতে পারলাম ?

ছন্দা। রাজাবাহাদুর যেতে দিলেন না বুঝি ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ—না, বললেন থেকে যেতে—

ছন্দা। কেন ?

সঞ্জীব। কাজ ছিল কিছু, তাই—

ছন্দা। কাজের মধ্যে তো শুধু গোঁফটা কামিয়েছেন !

সঞ্জীব। না না, তা কেন ? কাজও করছিলাম।

ছন্দা। আচ্ছা, আমাকে লুকোচ্ছেন কেন বলুন তো ?

সঞ্জীব। (চমকাইয়া) কি—কি লুকোচ্ছি ?

ছন্দা। আপনি কি ভাবেন আমি কিছু বুঝতে পারি না ?

সঞ্জীব। কি বুঝেছেন ?

ছন্দা। বুঝেছি—কেন রাজাবাহাদুর আপনাকে আজ ধ'রে রেখেছেন।

সঞ্জীব। কেন ?

ছন্দা। আর কেনই বা এমন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাড়ীময়।

সঞ্জীব। কেন ?

ছন্দা। রঘুদার মৃত্যু।

সঞ্জীব। অ্যাঁ ?

ছন্দা। সত্যি বলুন, তাই না ?

[সঞ্জীব নিরুত্তর]

রঘুদা ওঁর কে হ'তেন আমি জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই খুব নিকট কেউ, খুব প্রিয়জন কেউ। উনি তো আমাদের মতো সাধারণ লোক নন, তাই আমাদের সামনে যতোক্ষণ থাকেন, কিছু বোঝা যায় না। কি বলুন ? তাই নয় ?

[সঞ্জীব নিরুত্তর]

আর আপনি—আপনিও নিশ্চয়ই রঘুদাকে খুব ভালবাসতেন। রঘুদার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর থেকেই—

[সঞ্জীব প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল]

সঞ্জীব। প্লীজ্! রঘুদার কথা এখন থাক !

ছন্দা। (অল্প পরে) আমাকে মাপ করবেন। আমি বোকার মতো—

সঞ্জীব। না না, না না—সে কথা নয়। কিন্তু—আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আমি—আমিও যাই।

ছন্দা। কোথায় যাবেন ?

সঞ্জীব। বাড়ী।

ছন্দা। বাড়ী ? সেই স্টেশনের কাছে ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ। স্টেশনের কাছে।

ছন্দা। এই অবস্থায় এতোখানি হাঁটবেন ?

সঞ্জীব। এখানে থাকলে অবস্থা আরো খারাপ হবে।

ছন্দা। তা'হলে যান। বাড়ী গিয়ে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

সঞ্জীব। আপনিও তাই করুন। শুয়ে পড়ুন গিয়ে। এরকম ক'রে ঘুরে বেড়াবেন না।

ছন্দা। হ্যাঁ যাই। জেগে থেকেও তো কিছু করতে পারবো না।

সঞ্জীব। কি করবেন আবার ?

ছন্দা। একজন সারারাত ধ'রে বাড়ীময় ঘুরে বেড়াবে মনে এক প্রকাণ্ড ভার নিয়ে। মনে হচ্ছিল সে ভারের সামান্য একটুও যদি ভাগ ক'রে নিতে

পারতাম! কিন্তু সাধ্য কি আমার? তার চেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করি গিয়ে।

[ছন্দা শয়নকক্ষের দরজার দিকে গেল, সঞ্জীব বাহিরে। কিন্তু সঞ্জীব ফিরিল।]

সঞ্জীব। একটু—একটু দাঁড়াবেন?

ছন্দা। কি?

সঞ্জীব। না, শুধু এক সেকেণ্ড দাঁড়ান।

[ছন্দা দাঁড়াইল। সঞ্জীব দরজার কাছে গিয়া বাহিরের দুই-দিকে ভালো করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। তারপর ছন্দার দিকে চাহিল।]

ঠিক আছে, এইবার আপনি শুয়ে পড়ুন গে। তাড়াতাড়ি!

[কথাগুলি তাড়াতাডি বলিয়া নিজেই খুব তাডাতাড়ি নিষ্ক্রান্ত হইল। ছন্দা অল্প বিস্মিত হইয়া বাহিরের দ্বার অবধি আসিল এবং গলা বাড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিল। সিংহাসনের পিছনে খানিকটা ধোঁয়া জমিতেছে। ধোঁয়া যেন অবয়ব লইতেছে ক্রমে। ছন্দা দরজার বাহিরে গিয়াছে। বারান্দায় খুঁজিতেছে যেন। সিংহাসনের পিছনে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে রঘুপতি। জরির কাজ করা দীর্ঘ একটি আঙরাখা পরিধানে। মাথায় উষ্ণীষ। কিন্তু এ কি রঘুপতি? না ভূপতি রাজবেশ পরিয়া আসিল? অবিকল এক চেহারা।

রঘুপতি নামিয়া আসিল বেদী হইতে। এদিক ওদিক চাহিল। যেন কাহাকে লুকাইয়া এখানে আসিয়াছে। ছন্দার প্রবেশ। রঘুপতি প্রথমে চমকাইয়া উঠিল, তারপর উৎসুক দৃষ্টিতে ছন্দাকে দেখিল।]

ছন্দা। রাজাবাহাদুর!

রঘুপতি। স্বপ্নোনু মায়ানু মতিভ্রমোনু ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।

ছন্দা। (মুগ্ধ) আপনি—আপনাকে—আপনি এ পোষাক আগে পরেননি কেন?

রঘুপতি। অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমল বিটপানুকারিণৌ বাহু কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।

ছন্দা। কালিদাস ?

রঘুপতি। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

ছন্দা। তখন যেটা বলছিলেন, মেঘদ্তের, আর একবার বলবেন ?

রঘুপতি। মেঘদূতম্ !

[দৃষ্টি ফিরাইয়া অদৃশ্য যেন কোন মেঘখণ্ডে রাখিলেন। দুই চোখে চারিশত বৎসরের অপেক্ষা।]

সংক্ষিপ্যতে ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্বাবস্থাস্বপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।

[সহসা চোখ ফিরাইয়া ছন্দার চোখে রাখিলেন। বহু রাত্রে আবৃত্তি করা শূন্যগর্ভ শ্লোক যেন উদ্দেশ পাইয়া জীবন্ত হইয়া তীব্র হইয়া উঠিল।]

ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥

[ছন্দা সংস্কৃত বোঝে নাই, কিন্তু মনে হয় রঘুপতিকে বুঝিতে তাহার সংস্কৃত বোঝার প্রয়োজন নাই। ছন্দা আবিষ্টভাবে রঘুপতির দিকে অগ্রসর হইল। তাহার দুই বাহু অল্প প্রসারিত। দুই চোখ রঘুপতির চোখে। রঘুপতির অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্লভ প্রার্থনং-এর মাথায় স্বপ্না প্রবেশ করিয়াছেন। প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। কৃতমশরণং পর্যন্ত বাক্যস্ফূর্তিই হইল না। ইহাদের কাহারও সেদিকে নজর দিবার অবসর নাই।]

স্বপ্না। (ফাটিয়া পড়িলেন) ছন্দা !

[ছন্দা ও রঘুপতি প্রচণ্ড চমকাইয়া উঠিল]

যাও ঘরে যাও !

ছন্দা। মা—

স্বপ্না। চুপ ! যাও ঘরে !

[ছন্দা ঘরে গেল। রঘুপতি পায়ে পায়ে সরিতেছিলেন।]

দাঁড়ান, কোথায় যাচ্ছেন ?

[সে প্রচণ্ড ধমকে রঘু দাঁড়াইয়া গেলেন।]

লজ্জা করে না আপনার? ঐটুকু মেয়ে, কিছু বোঝে না—তাকে এরকম ক'রে ভোলাচ্ছেন?

রঘুপতি। না না, না না।

[পিছু হঠিতেছেন। "না না" ছাড়া আর কিছু বাহির হইতেছে না মুখ দিয়া]

স্বপ্না। না মানে? আমার কান নেই? কেন? কিসের জন্যে সংস্কৃত? এ জমকালো সাজ কিসের জন্যে?

[স্বপ্না আগাইয়া গেলেন, যেন পোশাক ধরিয়া টান দিবেন। রঘুপতি চকিতে সরিয়া গেলেন, এবং আর দাঁড়াইলেন না।]

দাঁড়ান!

[কিন্তু রঘুপতি চলিয়া গিয়াছেন। শয়নকক্ষ হইতে হালদারের প্রবেশ।]

হালদার। কি, ব্যাপার কি? চেঁচামেচি করছো কেন?

স্বপ্না। না, চেঁচামেচি করবে না! চুপ ক'রে বসে থাকবে!

হালদার। কি হয়েছে কি? ছন্দা বসে কাঁদছে, তুমি এখানে—

স্বপ্না। এক ছোটোলোক অসভ্যর বাড়ীতে এনে তুলেছো—

হালদার। কি বলছো যা তা?

স্বপ্না। যা তা? তোমার মতো পনেরোশো একষট্টি দেখে আমি তো আর অন্ধ হইনি।

হালদার। আরে কি হয়েছে বলবে তো?

স্বপ্না। হবে আবার কি? তোমার আদুরে কন্যা! পৈ-পৈ ক'রে—

হালদার। ছন্দা?

স্বপ্না। আবার কে? আর কটা মেয়ে আছে তোমার?

হালদার। কি করেছে ছন্দা?

স্বপ্না। তুমি পনেরোশো একষট্টি দেখে মজেছো, আর তিনি মজেছেন সংস্কৃত শুনে আর রাজপোষাক দেখে।

হালদার। কার রাজপোষাক?

স্বপ্না। কার আবার? রাজা এখানে কটা আছে?

হালদার। রাজাবাহাদুর?

স্বপ্না। বাঃ! এতো তাড়াতাড়ি বুঝে ফেললে?

হালদার। তা রাজপোষাক দেখলে কোথায়? ওটা কি রাজপোষাক?

স্বপ্না। ওটা কেন হতে যাবে? রাজপোষাক তিনি পরেন রাত্রে চুপি চুপি, কচি মেয়েদের মাথা খেতে।

হালদার। তুমি কি বলতে চাও, রাজাবাহাদুর—

স্বপ্না। আমি কিচ্ছু বলতে চাই না। যা হয়েছে, যা নিজের চোখে দেখেছি, তাই বলছি।

হালদার। কি দেখেছো?

স্বপ্না। কি দেখেছি? এতোক্ষণ তাহলে বলছি কি?

হালদার। কিছুই তো বলোনি এখনো।

স্বপ্না। বলবো কি? দু'ঘণ্টা ধরে বললেও তোমার মাথায় কিছু ঢুকবে না। তার চেয়ে যাও—তোমার আদুরে মেয়েকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

হালদার। সে তো কাঁদছে বসে।

স্বপ্না। তবে আর কি? কাঁদছে বসে। তবে যাও, তোমার সখের রাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করো গে।

হালদার। রাজাবাহাদুরকে?

[কিন্তু স্বপ্না ততক্ষণে দুম দুম করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন। হালদার খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

হালদার। রাজাবাহাদুরকে এখন পাই কোথা?

[দরজার কাছে গেলেন। বাহিরে চাহিলেন।]

ঐ তো! রাজাবাহাদুর! আরে শুনুন শুনুন, কথা আছে—

[বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন। এক মুহূর্ত পরে ভূপতি প্রবেশ করিল অন্দরের দরজা দিয়া। ক্লান্ত, কিন্তু হাল ছাড়ে নাই। ঘরের আনাচে কানাচে খুঁজিতে লাগিল।]

ভূপতি। (চাপাস্বরে) রঘুদা! রঘুদা!

[স্বপ্নার প্রবেশ]

স্বপ্না। এই যে। ভোল পাল্টে ফেলেছেন দেখছি।

[ভূপতি সাংঘাতিক চমকাইয়া উঠিল]

ভূপতি। কি পাল্টে ফেলেছি?

স্বপ্না। ভোল, ভোল। রাজপোষাক।

ভূপতি। (চমকাইয়া) রাজপোষাক? মাথায় পাগড়ী? দেখেছেন আপনি?

স্বপ্না। আকাশ থেকে পড়লেন যে! জিজ্ঞেস করবেন না—কেমন দেখতে?

ভূপতি। (হতাশায়) না, জানি। আমার মতো দেখতে।

স্বপ্না। হ্যাঁ, ঠিক আপনার মতো। আয়নায় আপনাকে যেমন দেখেন, ঠিক তেমনি! সন্ধ্যে থেকে শুনছি—রাজাবাহাদুর, রাজার মেজাজ, রাজার হ্যানো, রাজার ত্যানো—শুধু রাজার চরিত্রটা কি, সে কথা কেউ বলেনি!

ভূপতি। চরিত্র?

স্বপ্না। রাজা যে মাঝরাত্তিরে রাজপোষাক প'রে সংস্কৃত আউড়ে কচি মেয়েদের মাথা খাবার চেষ্টায় থাকেন—

ভূপতি। কে—কি—আমি? আমার কথা বলছেন?

স্বপ্না। তবে কার কথা? আর আছে কে এ বাড়ীতে?

ভূপতি। অ্যাঁ? (তাড়াতাড়ি) না, আর কেউ তো নেই! আমি, আমিই তা'হলে। আর কে হবে?

স্বপ্না। বাঃ! ভাবখানা যেন—যা ক'রেছেন, ভুলে ক'রে ফেলেছেন, টেরও পাননি!

ভূপতি। হ্যাঁ, না, মানে—কি ক'রেছি বলুন তো?

স্বপ্না। দেখুন, আমার কাছে ও সব রাজামার্কা চাল চালবেন না! আমি রূপকথায় ভুলি না!

[হালদারের প্রবেশ। ভূপতিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।]

হালদার। একি, আপনি এখানে?

ভূপতি। হ্যাঁ, আমি—

হালদার। আপনার পোষাক?

স্বপ্না। পোষাক আর কি হবে? পোষাক ছেড়ে এখন—

হালদার। কিন্তু আমি যে এইমাত্র বারান্দায়—

স্বপ্না। এখন বোঝাবার চেষ্টা—সে আমি নই, আমার চেহারার আর কেউ!

হালদার। (ভূপতিকে) আর কেউ?

ভূপতি। কে, কে আর কেউ?

হালদার। ঐ যাকে এইমাত্র দেখলাম বারান্দায়। ঠিক আপনার মতো চেহারা, কিন্তু জরির কোট, মাথায় পাগড়ী—

স্বপ্না। আচ্ছা, তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে না কি? যাকে দেখেছো—সে এ-ই। এখন ভোল পাল্টে এসেছে—

হালদার। না না। তা কি ক'রে হবে? আমি যে দেখলাম—

ভূপতি। আপনি—আপনি ভুল দেখেছেন।

হালদার। ভুল দেখেছি? স্পষ্ট দেখলাম—জরির কোট, মাথায়—

ভূপতি। সে আমি-ই।

হালদার। তিনি গেলেন ওদিকে, আর আপনি তো এখানে—

স্বপ্না। তোমার হয়েছে কি বলো তো? নিজের মুখে স্বীকার করছে, তুমি দোষ ঢাকতে এতো ব্যস্ত হয়ে প'ড়েছো কেন?

হালদার। কি আশ্চর্য! দোষ ঢাকা আবার কি?

স্বপ্না। দোষ ঢাকা ছাড়া কি? কেন, এ বাড়ীটা না হ'লে বুঝি কিছুতেই চলে না? মেয়ের চেয়েও এ বাড়ীটা বড়ো হোলো তোমার কাছে?

ভূপতি। (আর্তনাদে) বাড়ী! বাড়ীটা—

হালদার। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে) কেন, কেন, বাড়ীর কথা উঠছে কেন? বাড়ীর কি হয়েছে?

স্বপ্না। বাড়ীর কথা ছাড়া কি? খুব ভয় হয়েছে বুঝি মনে—বাড়ীটা যদি না বেচে? তাই মেয়েব কথাও ভুলতে বসেছো?

হালদার। না বেচে মানে? বাড়ী তো বেচে দিয়েছেন! কি বলুন? বেচেন নি?

ভূপতি। নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

হালদার। তবে? (স্বপ্নাকে) কথা দিয়েছেন। এখন বেচবেন না বলতে পারেন কখনো?

ভূপতি। না না, তা কখনো হয়?

হালদার। তবে? ঐ শোনো। তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছো—

স্বপ্না। (প্রায় ফাটিয়া) ভয় পাচ্ছি কি তোমার এই ছাইভস্ম বাড়ীর জন্যে? ভয় পাচ্ছি তোমার মেয়ের জন্যে!

হালদার। কেন, মেয়ের কি হোলো?

স্বপ্না। কি হোলো তা তোমার ঐ রাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করো না! যে সংস্কৃত আউড়ে, পাগড়ী প'রে মেয়েটার কাঁচা মাথাটা চিবিয়েছে—

হালদার। না না, পাগড়ী—সে ইনি নন। আমি দেখলাম বারান্দায় এইমাত্র—

ভূপতি। না মিস্টার হালদার। উনি ঠিকই বলছেন।

হালদার। ঠিক বলছেন?

ভূপতি। হ্যাঁ ঠিক বলছেন। আমি অন্যায় ক'রেছি।

[ঝড়ের মতো প্রবেশ করিল ছন্দা]

ছন্দা। কিচ্ছু অন্যায় করেননি আপনি। কোনো অন্যায় করেননি।

স্বপ্না। ছন্দা!

ছন্দা। কেন আপনি অপমান সহ্য করবেন আমার জন্যে? কেন?

স্বপ্না। ছন্দা তুই—

ছন্দা। (কর্ণপাত না করিয়া) আপনার ঘরে আপনি এসেছেন—সেটা অন্যায়? আমি আবৃত্তি শুনতে চেয়েছি, সেটা আপনার অন্যায়?

স্বপ্না। বাজে কথা বলিসনি ছন্দা। আমি কিছু দেখিনি ভাবছিস?

ছন্দা। কি দেখেছো তুমি?

স্বপ্না: ঐ রকম ক'রে কেউ শ্লোক শোনায়?

ছন্দা। কি রকম ক'রে, শুনি? আমার কড়ে আঙ্গুলটা পর্যন্ত ছোঁন নি উনি!

ভূপতি। তা ঠিক। ছোওয়া সম্ভব ছিল না।

স্বপ্না। আপনি নিজেই বলুন না! অন্যায় ক'রেছেন কি করেন নি!

ছন্দা। কোনো অন্যায় করেন নি!

স্বপ্না। তুই চুপ কর। (ভূপতিকে) কই বলুন? সাহস থাকে বলুন—কোনো অন্যায় করেননি!

ভূপতি। (ধীরে ধীরে) আপনি যদি বলেন অন্যায় ক'রেছি—মেনে নেবো।

স্বপ্না। দেখলি!

ছন্দা। মেনে নেবেন? কেন মেনে নেবেন?

ভূপতি। না মেনে উপায় কি? আমি তো জানি না, আমি কি করেছি!

স্বপ্না। নাঃ, সব ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক'রেছেন।

[ভূপতি পথ পাইয়া গেল]

ভূপতি। ঠিক তাই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই করেছি। আমি সোম্‌নাম্‌বুলিস্ট।

স্বপ্না। কি বুলিস্ট?

ভূপতি। সোম্‌নাম্‌বুলিস্ট। ঘুমের মধ্যে আমি উঠি, হাঁটি, চেঁচাই, শ্লোক আওড়াই—কিছু টের পাই না। সব না জেনে করি।

ছন্দা। (পাংশু) সব না জেনে?

হালদার। দ্যাট্‌স্ ইট্! তাই ভাবছিলাম—ওরকম হাসি নইলে—(আবার মনে পড়িল) না কিন্তু—ঐ যে বারান্দায় দেখলাম পাগড়ী মাথায়—

ভূপতি। (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ, হ্যাঁ পাগড়ীও পরি, জরির কোট পরি—সব ঘুমের মধ্যে—

হালদার। কিন্তু সে যে ঐদিকে গেলো—

ভূপতি। হ্যাঁ, ওদিকেও যাই—

হালদার। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো এ ঘরে এলেন—

ভূপতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এ ঘরেও আসি—

হালদার। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব হয় ?

ভূপতি। হয় হয়। ঘুমের মধ্যে সবই সম্ভব হয়।

হালদার। কিন্তু এর মধ্যে পোষাক বদলে এ ঘরে আসা—

ভূপতি। ঘুমের মধ্যে মানুষ ভীষণ তাড়াতাড়ি পোষাক বদলায়, আপনি জানেন না—

[ছন্দা সহসা মুখ ঢাকিয়া ঘরে চলিয়া গেল]

স্বপ্না। ছন্দা !

[পিছন পিছন গেল

ভূপতি। কি হোলো ওর ?

হালদার। কি জানি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না—তখন থেকে কান্না কাটি চেঁচামেচি—আমার সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

ভূপতি। মিস্টার হালদার, আমি ঘুমের মধ্যে একটা অন্যায় ক'রেছি হয় তো, কিন্তু তার জন্যে—

হালদার। না না, আপনি কি করেছেন ? যা করবার ক'রেছে নিশ্চয়ই ঐ যাকে দেখলাম—পাগড়ী মাথায়, জরির কোট—

ভূপতি। সে তো আমিই—

হালদার। (দৃঢ়স্বরে) না মিস্টার রায়। আমি ও কান্নাকাটি চেঁচামেচি বুঝি না। কিন্তু নিজের চোখে যা দেখেছি, সেটা বুঝি।

ভূপতি। (দুর্বল স্বরে) বোঝেন ?

হালদার। নিশ্চয়ই। শুনুন, আমি এই দরজায় এইখানটা দাঁড়ালাম।

[বাহিরের দরজায় গিয়া দেখাইলেন]

এদিকে তাকালাম, কেউ নেই। ওদিকে তাকালাম—পাগড়ী, জরির কোট, আপনার মতো চেহারা। ডাকলাম, চলে গেলেন। ঐ দিকে, মাইণ্ড ইউ—ঐ দিকে, এদিকে নয়। আমি পেছন পেছন গেলাম। ঐদিকে গেলাম—

মাইণ্ড ইউ। বারান্দাটা যেখানে ঘুরে গেছে বাঁদিকে, তিনি সেখানে বেঁকলেন। আমি ঐ বাঁকের মুখে গেলাম। আর দেখতে পেলাম না। ফিরে এলাম। এই দিকে ফিরে এলাম—মাইণ্ড ইউ, দেখতে পাচ্ছি এ দরজাটা—কেউ নেই। ঘরে ঢুকলাম। কি দেখলাম ঢুকে ?

ভূপতি। (প্রায় ফিস ফিস করিয়া) আমাকে।

হালদার। ইয়েস, আপনাকে। কোন্ দিক থেকে তা হলে এলেন আপনি ? বলুন ?

[ভূপতি নিরুত্তর]

এ্যাণ্ড মাইণ্ড ইউ, নো পাগড়ী, নো জরির কোট ! সেম্ ওল্ড পোযাক, যা সন্ধ্যে থেকে দেখছি ! কি ক'রে হোলো ?

ভূপতি। (দুর্বল শেষ চেষ্টা) ঘুমের মধ্যে—

হালদার। ঘুমের মধ্যে কি বারন্দার ঐ কোণা থেকে এই ঘরে উড়ে আসা যায় ? আর উড়ে এলেও সে আমি দেখতে পাবো না—সে কি সম্ভব ? বলুন ?

ভূপতি। (হাল ছাড়িয়া) না।

হালদার। (বিজয়ী) এক্স্যাক্ট্‌লি। ওরা চেঁচামেচি করবে—ভেবে দেখবে না। তা হ'লে দাঁড়ালো কি ? ঐ পাগড়ী আর জরির কোট আপনি নন। তার মানে ? তার মানে সে অন্য কেউ। ঠিক কিনা ?

ভূপতি। হ্যাঁ, ঠিক !

হালদার। এবং দিস্ অন্য কেউ নিশ্চয়ই ছন্দাকে—মানে ছন্দাকে—অর্থাৎ অল্ দিস্ কান্নাকাটি এ্যাণ্ড চেঁচামেচি—তার মূলে হচ্ছে দিস্ অন্য কেউ, নট্ ইউ। ঠিক কিনা ?

ভূপতি। হ্যাঁ, ঠিক।

হালদার। হ'তেই হবে ঠিক ! এ সব ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখবার জিনিস। কান্নাকাটি চেঁচামেচি ক'রে বোঝা যাবে এ সব ? এখন বলুন, কে সে ?

[ভূপতি নিরুত্তর]

আর কেনই বা তার দোষ আপনি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন এমন ক'রে ?

[ভূপতি নিরুত্তর]

বলুন ? হু ইজ দ্যাট্—অন্য কেউ ?

ভূপতি। (হাল ছাড়িয়া) রঘুদা।

হালদার। রঘুদা? আপনার দাদা?

ভূপতি। না। আমার পূর্বপুরুষ।

হালদার। পূর্ব—(উপলব্ধি করিয়া) পূবপুরুষ?

ভূপতি। হ্যাঁ, রঘুপতি। রমাপতি ভুইঞার ছেলে। এই বাড়ী যে তৈরী করেছিল, তার নাতি।

হালদার। তার মানে? এ বাড়ী তো তৈরী হ'য়েছে পনেরোশো একষট্টি খ্রীষ্টাব্দে?

ভূপতি। হ্যাঁ। রঘুদা মারা গেছে পনোরেশো সাতাশি খ্রীষ্টাব্দে।

হালদার। কাম অন নাও মিস্টার রায়। বী সীরিয়াস।

ভূপতি। সত্যি কথাই বলছি। এতোক্ষণ অনেক মিথ্যে কথা ব'লে চাপা দেবার চেষ্টা ক'রেছি। আর লাভ নেই।

হালদার। ডু ইউ মীন টু সে—দিস্ রঘুপতি—অর্থাৎ আপনার এই রঘুদা—ভুত?

ভূপতি। হ্যাঁ। একটা বাজে অন্যায় অভিশাপ মাথায় ক'রে চারশো বছর ধ'রে বেচারা আটকে আছে এ বাড়ীতে। আমাকেও আটকে রেখেছে। —এই নিন।

হালদার। কি?

ভূপতি। আপনার চেক।

হালদার। চেক? চেক কিসের? চেক কেন?

ভূপতি। আপনার দশহাজারের চেক। আপনাকে ঠকিয়ে বাড়ী বেচেছিলাম।

হালদার। ঠকিয়ে? মিঃ রায়—আই মাস্ট কনফেস্। আমি আপনাকে ঠকিয়েছি।

ভূপতি। আপনি? আমাকে?

হালদার। ইয়েস, আমি। আপনাকে। আপনার এ বাড়ীর দাম পঁচিশ হাজারের অনেক বেশী! চৌধুরী আপনাকে অনেক বেশী দিতো। তবে স্বেচ্ছায় দিতো না, মাইণ্ড ইউ! স্বেচ্ছায় দেবার মতো লোক চৌধুরী নয়। কিন্তু আমি—পঁচিশ হাজার অফার দিয়ে অবধি আমার বিবেক শান্ত হচ্ছিল না। বিশেষ ক'রে যখন আপনি দশ হাজারের বেশী নিলেন না।

ভূপতি। কিন্তু মিস্টার হালদার, তখন তো আপনি রঘুদার কথা জানতেন না—

হালদার। এক্স্যাক্টলী। পনেরোশো একষট্টি দশ হাজারে কেনা, যথেষ্ট অন্যায়। কিন্তু পনেরোশো একষট্টি প্লাস রঘুদা দশ হাজারে কেনা—ছাট্‌স্ এ ক্রাইম! সে পাপ!

ভূপতি। মিস্টার হালদার, আপনি—

হালদার। সাবান বানাই ব'লে কি আমার বিবেক ব'লে কিছু নেই? পাপপুণ্য বোধ নেই?

ভূপতি। আপনি—আপনি বলতে চান—ভূতে আপনার আপত্তি নেই?

হালদার। আপত্তি! কি বলছেন কি? চৌধুরী আজ দুশো সাতষট্টি পেয়েছে, কাল হয়তো পাঁচশো সাতষট্টি খুঁজে বার করবে! চিরদিন ও আমাকে টেক্কা মেরে যায়, সেই ইস্কুল থেকে দেখছি। কিন্তু ভূত? ভূত কোথায় পাবে ও? জেনুইন্ ভূত, আমার নিজের চোখে দেখা!—কি হোলো আপনার?

[ভূপতি এলাইয়া পড়িয়াছিল]

ভূপতি। না, কিছু না। মাথাটা কি রকম ঘুরে উঠেছিলো। বলুন, কি বলছিলেন।

হালদার। দুটো অনুরোধ আছে।

ভূপতি। বলুন!

হালদার। এক নম্বর—আপনাকে অন্ততঃ আরো চল্লিশ নিতেই হবে।

ভূপতি। আরো চল্লিশ হাজার?

হালদার। তাতেও রঘুদার দাম হয় না, তবু আমার বিবেক খানিকটা শান্ত হবে। বলুন নেবেন?

ভূপতি। আপনার যদি ভূতে আপত্তি না থাকে, আমার আর নিতে আপত্তি কি?

হালদার। থ্যাঙ্ক ইউ! দ্বিতীয়তঃ—স্বপ্না আর ছন্দা যেন এখন কিছু জানতে না পারে! আসছে রবিবার চৌধুরীকে এনে পনেরোশো একষট্টি দেখাবো, রঘুদা দেখাবো! ব্যাস্, আর আমি কিছু চাই না। অতএব আপাততঃ ওদের বললে চলবে না। বিশেষ ক'রে স্বপ্না। রাজি?

ভূপতি। এতে আর রাজি না হবার কি আছে?

হালদার। আছে বৈ কি! ওরা আপনার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবে—

ভূপতি। তাতে আমার আপত্তি নেই।

হালদার। আপনি নোব্‌ল্‌ রাজাবাহাদুর, আপনি মহান্‌!—আচ্ছা, রোজ রাত্তিরেই উনি বেরোন ?

ভূপতি। রোজ। এগারোটার পর। ভোর অবধি।

হালদার। ঐ পাগড়ী আর জরির কোট ?

ভূপতি। হ্যাঁ।

হালদার। আর ঐ যে হাসি—সেও নিশ্চয়ই আপনার নয় ?

ভূপতি। না, রঘুদা।

হালদার। সংস্কৃত শ্লোক ?

ভূপতি। সেও রঘুদা। আমি সংস্কৃতয় ম্যাট্রিকে সাইত্রিশ পেয়েছিলাম।

হালদার। ক্যাপিট্যাল! ক্যাপিট্যাল! সেট্‌ল্‌ড্‌ তাহলে? আঃ, আমার যে কি ফূর্তি হচ্ছে, আপনাকে কি বলবো!

ভূপতি। কিন্তু—একটা কথা!

হালদার। আবার কি কথা ?

ভূপতি। আজ রাত্রেই যদি রঘুদা আবার হাসে, কিংবা শ্লোক আওড়ায় ? তাহলে তো ওঁরা টের পেয়ে যাবেন ?

হালদার। অ্যাঁ? তাই তো!

ভূপতি। না, পাবেন না। আমি চললাম। আপনি ব'লে দেবেন—রাজাবাহাদুর আবার ঘুমোচ্ছে!

হালদার। ঘুমোচ্ছে ?

ভূপতি। না ঘুমোলে শ্লোক আওড়াবো কি ক'রে? চললাম, কাল সকালে দেখা হবে!

[ভূপতির অন্দর মহলে প্রস্থান]

হালদার। দি আইডিয়া! ঘুমোচ্ছে! রাজাবাহাদুর ঘুমোচ্ছে!

[ঝড়ের মতো স্বপ্নার প্রবেশ]

স্বপ্না। কই, কোথায় গেলো ?

হালদার। ঘুমোচ্ছে! মানে, ইয়ে—ঘুমোতে গেছেন।

স্বপ্না। ঘুমোতে গেছে না আরো কিছু! গেছে পাগড়ি পরতে! তুমি কি এমনি চুপ ক'রে বসে থাকবে ?

হালদার। কোথায় চুপ ক'রে ব'সে আছি ?

স্বপ্না। এতোক্ষণ ক'রেছো কি ব'সে ?

হালদার। এতোক্ষণ—সব—এই বাড়ীটার সব ব্যবস্থা—

স্বপ্না। বাড়ীটার ব্যবস্থা! বাড়ী বাড়া ক'রে জ্ঞান হারিয়েছো তুমি! কিনতে হবে না তোমায় এ বাড়ী!

হালদার। কি বলছো!

স্বপ্না। না! কেনা চলবে না এ বাড়ী! এই বাড়ীতে এসে অবধি মেয়েটা বিগড়েছে। মুখের উপর এমন সব কথা বলছে—কোনোদিন শুনি নি!

হালদার। কিন্তু—বাড়ীটার কি দোষ হোলো?

স্বপ্না। এ বাড়ী কিনলে ঘর-সংসার সব ভুলবে তুমি!

হালদার। না না, তা কেন হ'তে যাবে? আমি—

স্বপ্না। হ'তে যাবে কি? হ'য়ে ব'সে আছে দেখতে পাচ্ছ! কিনতে হবে না এ ভুতুড়ে বাড়ী!

হালদার। (ব্যস্ত হইয়া) ভুতুড়ে বাড়ী? ভুত—ভুত তুমি দেখেছো না কি? কখন দেখলে?

স্বপ্না। ঐ দেখো। এই বাড়ী দেখে অবধি তোমারও মাথা খারাপ হ'য়েছে! বলি—এরকম পোড়ো বাড়ীকে ভুতুড়ে বাড়ী ছাড়া আর কি বলে লোকে?

হালদার। তাই বলো! কথার কথা! ভুত কেন থাকবে? পুরোণো বাড়ী হ'লেই কি ভুত থাকে? আমি কি না দেখেশুনে কিনছি?

স্বপ্না। তুমি কিনছো না।

হালদার। অ্যাঁ?

স্বপ্না। তুমি কিনছো না এ বাড়ী! বাংলা কথা বুঝতে কতোক্ষণ লাগে তোমার?

হালদার। কি যা তা বলছো?

স্বপ্না। কিচ্ছু যা তা বলছি না। এ বাড়ী যদি কেনো—আমার মাথার দিব্যি রইলো।

হালদার। স্বপ্না!

[কিন্তু স্বপ্না চলিয়া গিয়াছে। হালদার বসিয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে ভূপতির প্রবেশ।]

ভূপতি। মিস্টার হালদার—

হালদার। কে? ও আপনি! সর্বনাশ হ'য়ে গেছে। স্বপ্না—

ভূপতি। হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

হালদার। শুনেছেন?

ভূপতি। ওঁর গলা শুনে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিলাম।

[এক মুহূর্ত নীরবতা]

মিসেস হালদারের মত বদলাবার কোনো সম্ভাবনা আছে?

[হালদার ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বোঝা গেল—সম্ভাবনা নাই।]

চেকটা কি ফেরৎ দেবো?

হালদার। (যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ স্বরে) একবার চৌধুরীকে যদি দেখাতে পারতাম!

[ভূপতি আস্তে আস্তে চেকটা বাহির করিয়া দিল। হালদার লইতেও পারিলেন না, আপত্তিও করিতে পারিলেন না। ভূপতি চেকটি হালদারের অনড় হাতে গুঁজিয়া দিল।]

ভূপতি। এই বোধহয় হবার কথা। বাড়ীর সঙ্গে রঘুদাকে শুদ্ধু বেচে দেবার আমার হয়তো অধিকার ছিল না।

হালদার। (অসহায়ভাবে) রাজাবাহাদুর—আমি—

ভূপতি। (দৃঢ়স্বরে) আপনি ঘরে যান মিস্টার হালদার। রঘুদা অনেক ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছে। গিয়ে সামলাতে পারেন কি না দেখুন।

[হালদার ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে গেলেন। ভূপতি একটি সিগারেট ধরাইল।]

এইবার যতো ইচ্ছে কাব্য আওড়াও রঘুদা। এ বাড়ী তোমার আর আমার—যেমন ছিল চিরকাল!

[রঘুদার সাড়া পাওয়া গেল না]

কই, চুপ ক'রে রইলে কেন?

[রঘুদা নিরুত্তর]

তোমার লুকিয়ে থাকা বার করছি আমি! আজ আমি তোমায় কাব্য শোনাবো সারা-রাত্তির। দেখবে তখন ছিষ্টি ছ্যাঙা ছপাটি—

[ভূপতি অন্দরের দরজার দিকে গেল। বাহির হইবার পূর্বেই পর্দা নামিয়া আসিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[একই ঘর। ভোররাত্রি। সিংহাসনের পায়ের কাছে ছন্দা চুপ করিয়া বসিয়া। চুপ করিয়া, কিন্তু উৎকর্ণ যেন। একবার উঠিল। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া দরজা অবধি গেল। কিন্তু বাহিরে যাইতে পারিল না। ফিরিয়া আসিল। আবার বসিল। তারপর আবার চমকাইয়া শুনিল কান-পাতিয়া। পদশব্দ যেন। ভূপতি আসিল ঘরে। একরাশ ক্লান্তি লইয়া। সিগারেট আনিতে গেল টেবিলে। তখন দেখিল ছন্দাকে। দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।]

ভূপতি। এ কি! আপনি?

[ছন্দা শুধু চাহিয়া রহিল]

আপনি, আপনি এখানে ব'সে যে?

[ছন্দা উঠিল]

ছন্দা। আপনার অসুবিধে হলে যাচ্ছি।

ভূপতি। না না, আমার—আমার কি অসুবিধে? আমি—আমিই যাচ্ছি—

ছন্দা। কেন?

ভূপতি। কেন কি?

ছন্দা। আপনার ঘর, আপনি যাবেন কেন?

ভূপতি। না, মানে—

ছন্দা। আমার মায়ের ভয়ে?

ভূপতি। হ্যাঁ—কতকটা তাই বটে।

ছন্দা। কিসের জন্যে ভয়? কি ক'রেছেন আপনি?

ভূপতি। ঘুমের মধ্যে কি ক'রেছি তা যদি—

ছন্দা। কেন বাজে কথা বলছেন? ঘুমের মধ্যে নয়।

ভূপতি। ঘুমের মধ্যে নয়?

ছন্দা। না, নয়! আপনি যা ক'রেছেন—জেগে করেছেন। জেনেশুনে ক'রেছেন।

ভূপতি। জেনেশুনে?

ছন্দা। হ্যাঁ জেনে শুনে! অথচ সব ভাণ! স্বীকার করতে পারলেন না যে কোনো অন্যায় করেননি। কাপুরুষের মতো পালালেন।

ভূপতি। কাপুরুষ?

ছন্দা। হ্যাঁ, কাপুরুষ। এই কথাটা আপনাকে মুখের উপর বলবার জন্যে এতোক্ষণ এখানে ব'সে আছি। আপনার মতো কাপুরুষ আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এর পরেও যেন না দেখতে হয়।

[দ্রুত চলিয়া গেল শয়নকক্ষে]

ভূপতি। বাঃ রঘুদা! বাঃ! তুমি প্রেম ক'রে পালালে—আর আমি হলাম কাপুরুষ!

[বসিয়া পড়িল। তারপর সহসা উপলব্ধি আসিল।]

আরে! আমি এখনো চেপে যাচ্ছি কেন? আর চেপে লাভ কি?

[মনোহর ও সঞ্জীবের বাহির হইতে প্রবেশ]

এই যে মনোহর! আর চেপে যাবার কোনো দরকার আছে?

মনোহর। কি চেপে যাবার?

ভূপতি। সঞ্জীব? মানে হয় চেপে যাবার? মুখের উপর কাপুরুষ ব'লে গেলো—আর আমি ঢোক গিলে ব'সে রইলাম?

সঞ্জীব। কি হয়েছে কি?

ভূপতি। হ'য়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! রঘুদা সব ভণ্ডুল ক'রে দিয়েছে!

সঞ্জীব। টের পেয়ে গেলো বুড়ো?

ভূপতি। আরে বুড়ো টের পেয়ে তো ভালোই হ'য়েছিল। রঘুদার জন্যে দর বাড়িয়ে দিলো আরো!

সঞ্জীব। তবে?

ভূপতি। গিন্নী! বাড়ী কেনা হবে না—ব'লে দিয়েছে।

সঞ্জীব। অ্যাঁ?

ভূপতি। আর রঘুদাটাও তেমনি। চারশো বছর বয়স হেলো, এখনো—ছি ছি ছি!

সঞ্জীব। কি, করলো কি?

মনোহর। বুঝেছি, দিদিমণি?

ভূপতি। আর বলিস নি! বুড়ো বয়সে—

মনোহর। ওনাদের কি আর বয়স হয়?

ভূপতি। (সঞ্জীবকে) তুই পালিয়ে গিয়ে আরো সব গণ্ডগোল ক'রে দিলি—

সঞ্জীব। কেন, আমি, আমি কি করতাম থেকে—

ভূপতি। আরে, তুই ঘরে থাকলে রঘুদা সাহস পেতো আসতে?

সঞ্জীব। (প্রায় হতবাক) আমি থাকলে—রঘুদা সাহস পেতো না?

ভূপতি। কি ক'রে পেতো? ফাঁকা ঘর পেয়ে যা তা ক'রে গেলো!

সঞ্জীব। একটু খুলে বলবি? কি ক'রে গেলো?

ভূপতি। আরে কি ক'রে গেলো তা কি আমি জানি ছাই?

সঞ্জীব। জানিস না?

ভূপতি। কি ক'রে জানবো? আমি কি ছিলাম নাকি এখানে? আমি থাকলে ওসব হতে পারতো?

সঞ্জীব। কি হ'তে পারতো?

ভূপতি। নাঃ! তোর মাথায় যদি একটা জিনিস ঢোকে!

সঞ্জীব। কি ক'রে ঢুকবে? তুই একবার বলছিস—কিছু জানিস না, আবার বলছিস যা তা কি সব হয়ে গেলো।

ভূপতি। তা কোন্‌টা ভুল বলেছি? যা তা কিছু না হ'লে অমন কান্নাকাটি হয়?

সঞ্জীব। কান্নাকাটি?

ভূপতি। গিন্নিই বা নইলে অমন ক্ষেপবে কেন?

সঞ্জীব। গিন্নি—ক্ষেপেছে?

ভূপতি। (ধৈর্যের সীমায়) তা না ক্ষেপলে খামোকা বাড়ী কেনা বন্ধ করতে যাবে কেন?

সঞ্জীব। না, আমি ভেবেছিলাম রঘুদাকে দেখে ভয়ে বুঝি—

ভূপতি। ভয়? রঘুদাকে? হা ভগবান! বলে রঘুদা কেঁচো হ'য়ে কোথায় লুকোবে ভেবে পাচ্ছে না—

সঞ্জীব। রঘুদা কেঁচো হ'য়ে—? ভূপতি, একটু দাঁড়া! আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে!

ভূপতি। সহজ কথা চিরদিনই তোর গুলিয়ে যায়! আমাদের পরীক্ষাটা সহজ হলে তুই বোধ হয় পাস করতে পারতিস না!

মনোহর। বুঝিছি।

ভূপতি। বুঝবি নে কেন? না বোঝবার কি আছে?

সঞ্জীব। মনোহর, তবে তুমিই আমাকে বলো। তোমার মনিবের কথা জ্যোতিষ না জানলে বোঝা যায় না।

ভূপতি। বা বা বা—তখন থেকে আমি—

সঞ্জীব। তুই থাম।

মনোহর। হ'য়েছে কি—গিন্নীমা ভেবেছেন রাজাবাবুই বুঝি দিদিমণিকে—

ভূপতি। তুই কি সুরু ক'রেছিস মনোহর? গিন্নীমা, দিদিমণি—যেন সব ঘরের লোক!

মনোহর। তা আর কি ক'রে বলবো? তোমাদের মতো মিস্টার মিসিস্, আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না বাপু!

সঞ্জীব। আঃ! তুমি বলো মনোহর, গিন্নীমা কি ভেবেছেন বলো।

মনোহর। মানে তেনার চেহারা অবিকল রাজাবাবুর মতো কি না, তাই—

সঞ্জীব। তাই না কি? অবিকল তোর মতো?

ভূপতি। কাল থেকে তোকে বলছি কি তবে?

সঞ্জীব। কাকে কি বলেছিস তুই জানিস, আমায় কিছু বলিস নি।

ভূপতি। বলিনি? পুরো ইতিহাস শোনালাম তোকে—

সঞ্জীব। হ্যাঁ ইতিহাস বলেছিস। চেহারার কথা বলিসনি।

ভূপতি। বললেই হোলো? বললাম না তোকে—রঘুদার চেহারা মোটেই খারাপ নয়?

সঞ্জীব। চেহারা খারাপ না হলেই তোর মতো হবে সেটা কি ক'রে বুঝবো?

ভূপতি। কেন? কেন? আমার চেহারা কি খারাপ?

সঞ্জীব। আ গেলো যা! তোর চেহারা—

[সহসা ছন্দার প্রবেশ]

হুঁ-হুম্—চেহারা—আপনার চেহারাটা বড়ো খারাপ দেখাচ্ছে রাজাবাহাদুর। রাতে ভালো ঘুম হয়নি বোধ হয়?

ভূপতি। (ছন্দাকে দেখে নাই) কি হোলো তোর?

সঞ্জীব। (অগত্যা, ছন্দাকে) নমস্কার।

[ভূপতি চমকাইয়া ফিরিল]

ছন্দা। (সঞ্জীবকে) নমস্কার। আপনি এসেছেন, ভালোই হ'য়েছে। বাবা মা যদি আমার খোঁজ করেন—ব'লে দেবেন আমি গাড়ীতে আছি।

[ভূপতিকে যেন দেখিতেই পাইল না। দরজার দিকে গেল।]

ভূপতি। মিস হালদার! মানে—ছন্দা দেবী—

ছন্দা। মিস হালদারই বলুন। ছন্দা দেবী আপনার মুখে মানায় না।

ভূপতি। অ্যাঁ? আচ্ছা, আচ্ছা বেশ, মিস হালদার। (থামিয়া গেল)

ছন্দা। আর কিছু বলবার আছে?

ভূপতি। আর কিছু মানে? কিছুই তো বলিনি এখনো!

ছন্দা। তবে একটু তাড়াতাড়ি বলুন দয়া ক'রে।

ভূপতি। আমি—আমি কাপুরুষ নই, বুঝলেন?

ছন্দা। তা হবে। আপনি হয়তো পালাননি—আমার চোখের ভুল!

ভূপতি। যে পালিয়েছিল—সে আমি নই! সে আর একজন।

[সঞ্জীব ও মনোহর ভূপতিকে থামাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে অসম্ভব।]

ছন্দা। তখন বললেন—আপনিই—ঘুমোচ্ছিলেন। এখন বোধ হয় বলতে চাইছেন, আপনার যমজ ভাই?

ভূপতি। যমজ ভাই হ'তে যাবে কেন?

ছন্দা। যমজ ভাইদেরই তো একরকম চেহারা হয় শুনেছি।

ভূপতি। যমজ ভাই না হলেও একরকম চেহারা হ'তে পারে! রঘুদাই তার প্রমাণ!

ছন্দা। রঘুদা?

ভূপতি। রঘুদা এসে আপনার সঙ্গে—মানে আপনাকে—কি ব'লে গেলো—আর আপনার মায়ের ভয়ে পালিয়ে গেলো—আর আপনি—

ছন্দা। আপনার বোধ হয় মনে নেই, কাল রাত্রে বলেছিলেন আপনার রঘুদা মারা গেছেন।

ভূপতি। মারা তো গেছেই! আকবরের আমলের লোক—এখনো বেঁচে থাকবে না কি?

ছন্দা। আকবরের আমল?

ভূপতি। আকবরের আমল হোলো না? ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। আকবরের রাজত্ব-কাল ধরুন ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫! তবে?

সঞ্জীব। আমি বলছি, শুনুন—

ভূপতি। তুই চুপ কর! তুই আরো গুলিয়ে দিবি—

ছন্দা। তুই?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, ইয়ে—রাজাবাহাদুর অনেক সময়ে স্নেহ ক'রে আমাকে—

ভূপতি। তুই কিসের জন্যে আর লুকোচ্ছিস বল্ তো সঞ্জীব ?

মনোহর। রাজাবাহাদুর !

ভূপতি। এই ত্যাখো ! ইনি আবার সময় বুঝে রাজাবাহাদুর ঝাড়তে স্বরু করলেন !

মনোহর। (ছন্দাকে, হাতজোড় করিয়া) আমাকে যদি দুটো কথা বলবার অনুমতি করেন তো বলি।

ছন্দা। কি ?

মনোহর। কাল রাত্রে আপনি রাজপোষাক পরা যাঁকে দেখেছেন—তিনি রাজাবাহাদুর নন ! তিনি যুবরাজ ছিলেন চারশো বছর আগে, প্রেতযোনি প্রাপ্ত হ'য়েছেন।

ভূপতি। কি প্রাপ্ত হ'য়েছেন ?

মনোহর। (গ্রাহ্য না করিয়া) তেনার চেহারা আজ্ঞে অবিকল রাজাবাহাদুরের মতো। ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

ছন্দা। তুমি কি বলতে চাও রঘুদা, রঘুদা—

মনোহর। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভূত। সহজ কথায় আমরা ভূতই বলি। তেনার পিতাঠাকুরের অভিশাপ ছিল কি না ?

ছন্দা। আপনারও কি তাই অভিমত দেওয়ান সাহেব ?

সঞ্জীব। মানে—অভিমতের প্রশ্ন তো নয়, ব্যাপারটা এইরকমই। তবে—

ছন্দা। আপনারা তিন মাথা এক হ'য়ে এর চেয়ে ভালো একটা গল্প তৈরী করতে পারলেন না ?

ভূপতি। গল্প ? ঐ যে বিদঘুটে হাসি শুনলেন কাল রাত্তিরে—সেটা গল্প ? সংস্কৃত শ্লোক শুনলেন—সেটা গল্প ?

ছন্দা। হ্যাঁ—এই একটা কথা স্বীকার করছি।

ভূপতি। স্বীকার করতেই হবে ?

ছন্দা। কাপুরুষই হোন আর যাই হোন, সংস্কৃত কাব্য আপনি সত্যিই ভালো আবৃত্তি করেন।

ভূপতি। আমি ? আমি সংস্কৃতর 'স' জানি না—

ছন্দা। জানেন রাজাবাহাদুর। খুব জানেন। যখন কোনো দায়িত্বের প্রশ্ন

থাকে না, ভবিষ্যতের চিন্তা থাকে না—তখন সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু আপনার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

ভূপতি। আপনি—

ছন্দা। আর যখন কেউ জানতে পারে—তখন মুখ দিয়ে গল্প ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

ভূপতি। আপনি—

[কিন্তু ছন্দা রীতিমতো উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে]

ছন্দা। কি দরকার ছিল পালাবার? কি দরকার ছিল চোরের মতো "অন্যায় করেছি" বলবার? কি ভেবেছিলেন আপনি? আমাকে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে?

ভূপতি। অ্যাঁ?

ছন্দা। বলতে পারলেন না আপনি—ভালো লেগেছে, তাই কাব্য শুনিয়েছি? আর কোনো উদ্দেশ্য—

[ছন্দা সহসা উপলব্ধি করিল কি বলিতেছে। থামিয়া গেল। কিন্তু চোখে জল আসিয়া গিয়াছে। সেটা থামানো অতো সহজ হইল না। অতএব ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি সঞ্জীবের দিকে চাহিল, সঞ্জীব অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িল। ভূপতি মনোহরের দিকে চাহিল। মনোহর অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। ভূপতি পুনরায় সঞ্জীবের দিকে চাহিল। সঞ্জীব ভ্রূ এবং দুই কাঁধ একবার উঁচু করিয়া সিগারেট লইতে গেল।]

ভূপতি। তোরা একটা কিছু বলবি তো?

[সঞ্জীব সিগারেট লইয়া ভূপতির দিকে প্যাকেটটি বাড়াইয়া দিল। ভূপতি মনোহরের দিকে চাহিল।]

মনোহর। চা ক'রে আনি।

[প্রস্থান করিল। যাইবার আগে একবার ঘাড় ফিরাইয়া ভূপতিকে দেখিয়া গেল।]

ভূপতি। কি বলতে চাস, শুনি?

সঞ্জীব। সিগারেট খাবি না?

ভূপতি। তোরা—তোরা কি ভেবেছিস—

[সঞ্জীব ভূপতির মুখে সিগারেট গুঁজিয়া দিল। তারপর ধরাইয়া দিয়া নিজেরটা ধরাইল।]

তোরা ভেবেছিস—

সঞ্জীব। বোস, মাথা গরম করিস নি।

ভূপতি। (চটিয়া) কে মাথা গরম করেছে ?

সঞ্জীব। আমি। তুই অমন ছটফট করলে আমার মাথা গরম হ'য়ে যায়।

ভূপতি। ছটফট করলাম কোথায় ?

সঞ্জীব। বোস্ এখানে। (বসাইয়া দিল) বল।

ভূপতি। কি বলবো ?

সঞ্জীব। গিন্নীর বাড়ী কেনায় আপত্তিটা কি ?

ভূপতি। ঐ যে রঘুদা এসে মেয়ের সঙ্গে কি সব—মানে মেয়েকে ঐ কাব্য টাব্য—

সঞ্জীব। গিন্নী ভেবেছেন—তুই ?

ভূপতি। তা না হ'লে আর—

সঞ্জীব। বুঝেছি বুঝেছি, তুই শুধু হ্যাঁ না জবাব দে। গিন্নী যদি ভেবে থাকে—তুই মেয়ের সঙ্গে—মানে ঐ কাব্য টাব্য—তাতে বাড়ী কেনায় অপত্তি কেন ? বাড়ীর সঙ্গে তোকেও তো আর কিনতে হচ্ছে না ?

ভূপতি। অ্যাঁ ? হ্যাঁ, আমিও তো তাই ভাবছি। কিন্তু—

সঞ্জীব। গিন্নী ঠিক কি ভাষায় বলেছে, ব'লতে পারিস ?

ভূপতি। (ভাবিয়া) বললো—মেয়ে কান্নাকাটি করছে, মুখের উপর কথা বলছে, আর কর্তার সে দিকে মন নেই—শুধু বাড়ী বাড়ী ক'রে পাগল। অতএব বাড়ী কেনা চলবে না।

সঞ্জীব। বুঝলাম।

ভূপতি। কি বুঝলি ?

সঞ্জীব। গিন্নী দেখলেন—কন্যা তোর প্রেমে পড়েছে—

ভূপতি। কি ?

সঞ্জীব। শোন্ না কথাটা ! তোর মানে রঘুদার। আর রঘুদা-ই তুই। এখন রঘুদা যে রঘুদা, মানে—তুই না, এ কথা যদি গিন্নীকে বলা যায়—

ভূপতি। একজনকে তো বললি। কতোটা কাজ হোলো ?

সঞ্জীব। শুধু বলা নয়, রঘুদাকে দেখাতে হবে। দুজনকেই।

ভূপতি। সকালবেলা রঘুদাকে কোথায় পাবো?

সঞ্জীব। আর একদিন রাত্রে আনতে হবে ওদের।

ভূপতি। খুব প্ল্যান বার করেছিস!

সঞ্জীব। কেন?

ভূপতি। প্রথম কথা—এ বাড়ীতে আবার আসবে কোন্ দুঃখে বলতে পারিস? দ্বিতীয়তঃ—যদি বা আসে, রঘুদাকে দেখলে আমার উপর রাগটা কমবে। তাই ব'লে জেনেশুনে ভূতুড়ে বাড়ী কিনবে?

সঞ্জীব। (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তবে কি করবি?

ভূপতি। বুড়ো আঙুল চুষবো! আঃ মনোহরটা চা আনতে এতো দেরী করছে কেন?

[শয়নকক্ষ হইতে হালদারের প্রবেশ]

হালদার। গুড মর্নিং মিস্টার রায়। গুড মর্নিং দেওয়ান সাহেব। ইয়ে—ছন্দা—ছন্দাকে দেখেছেন?

সঞ্জীব। তিনি বেরুলেন—বললেন গাড়ীতে বসে থাকবেন।

হালদার। অ্যাঁ? গাড়ী তো চাবি দেওয়া?

সঞ্জীব। চাবি দেওয়া? তবে বোধ হয় কাছাকাছি থাকবেন। কিংবা ফিরে আসবেন।

হালদার। নাঃ! কখন যে কি এদের মাথায় চাপে! আমি—

[ভিতরের দিকে ফিরিলেন। তারপর আবার ফিরিয়া]

রাজাবাহাদুর, আমি যে কি ক'রে আপনার কাছে মাপ চাইবো—

ভূপতি। মাপ চাইবেন কেন?

হালদার। আমি অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কি যে এক গোঁ চেপেছে।

ভূপতি। ও কথা থাক।

হালদার। সব চেয়ে দুঃখ রইলো—আপনার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা নিয়ে রইলো—

সঞ্জীব। ইয়ে, আমার মনে হয় সে ধারণাটা কাটানো দরকার। অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের সম্মানের কথা বিবেচনা ক'রে—

ভূপতি। আঃ—

হালদার। একশোবার! কিন্তু কি ক'রে কাটাবো?

সঞ্জীব। ওঁকে যদি রঘুদার কথা খুলে বলা যায়—

হালদার। বলেছি।

সঞ্জীব। বলেছেন?

হালদার। হ্যাঁ, যখন কিছুতেই কিছু হোলো না, তখন শেষ অবধি খুলেই বললাম।

সঞ্জীব। তারপর?

হালদার। বিশ্বাস করাতে পারলাম না।

ভূপতি। কিন্তু আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন।

হালদার। আমার চোখকেও উনি খুব একটা—মানে, তেমন বিশ্বাস করলেন না।

সঞ্জীব। যদি নিজের চোখে দেখেন?

হালদার। নিজের চোখে তো দেখেছে। দেখে রাজাবাহাদুর ভেবেছে। .

[স্বপ্নার প্রবেশ]

স্বপ্না। কি হোলো তোমার?

[ইহাদের দেখিয়া থামিলেন। তারপর সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হালদারকে—]

ছন্দা কোথায়?

হালদার। গাড়ীর কাছে চলে গেছে না কি। কি যে খেয়াল চাপে—

সঞ্জীব। মিসেস হালদার—

স্বপ্না। তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো?

হালদার। আমি? আমি তো তোমাকে—

সঞ্জীব। মিসেস হালদার, একটা কথা—

স্বপ্না। (কর্ণপাত না করিয়া হালদারকে) যাও, কোট পরে এসো তাড়াতাড়ি। আমি এগোচ্ছি।

সঞ্জীব। (মরিয়া হইয়া) মিসেস হালদার! এরকমভাবে আপনাদের চলে যাওয়া হ'তে পারে না।

[স্বপ্না সঞ্জীবের দিকে চাহিলেন। অর্থাৎ এরকমভাবে চলিয়া

যাওয়া কে ঠেকাইবে তিনি একবার দেখিয়া লইতে চান। কিন্তু সঞ্জীব মরিয়া।]

আপনি—আপনি রাজাবাহাদুরকে অপমান করেছেন—

ভূপতি। আঃ, কি হচ্ছে কি ?

সঞ্জীব। আপনি থামুন! (প্রায় "তুই থাম"-এর মতো) আমি, আমি দশ বছর চাকরী করছি এখানে। আমার তিন পুরুষ চাকরী ক'রেছে এখানে—আমি কিছুতেই রাজাবাহাদুরের সম্মানের হানি সহ্য করবো না। রাজা-বাহাদুরের দেবতুল্য চরিত্রে আজ অবধি—

স্বপ্না। কি বলতে চান কি আপনি ?

[বক্তৃতার মধ্যপথে ঘা খাইয়া সঞ্জীবের গুলাইয়া গেল]

সঞ্জীব। রঘুদা !

স্বপ্না। কি রঘুদা ?

সঞ্জীব। তিনি রঘুদা। যিনি মিস হালদারকে—মানে যিনি ঐ—তিনি ইনি-নন। তিনি অন্য—অর্থাৎ তিনি—

স্বপ্না। যিনি-তিনি-গুলো বাদ দিয়ে বলতে পারেন ?

সঞ্জীব। তিনি—মানে—রঘুদা অন্য লোক। মানে—অন্য ভুত! না না, অন্য নয়—তিনি ভুত। রঘুদা ভুত।

স্বপ্না। (হালদারকে) ও! ঐ আষাঢ়ে গল্পটা তোমরা সব পরামর্শ ক'রে ঠিক করেছো ?

হালদার। কি আশ্চর্য—

সঞ্জীব। আষাঢ়ে নয়! আপনাকে দেখিয়ে দেবো। না না—আমি না, আমি না—রাজাবাহাদুর দেখিয়ে দেবেন। আপনার চোখের সামনে—

স্বপ্না। কই দিন দেখিয়ে।

সঞ্জীব। দিনের বেলা কি ক'রে হবে ?

স্বপ্না। তা আমরা রাত্তির অবধি বসে থাকবো না কি ?

সঞ্জীব। আজ না হোক, অন্য কোনো দিন রাত্রে যদি—

স্বপ্না। (হালদারকে) যাও, কোট প'রে এসো।

সঞ্জীব। কিন্তু আপনি—

স্বপ্না। দেখুন দেওয়ান সাহেব। ভূত এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে সংস্কৃত শ্লোক

আওড়ায়, আর তাড়া খেলে পালিয়ে যায়—এই আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন আপনি ?

সঞ্জীব। ইনি একটু—ইয়ে—খুব সাহসী ভুত নন আর কি—

স্বপ্না। (ভূপতির দিকে চাহিয়া) তা দেখাই গেছে।

ভূপতি। মানে ? আপনি কি বলতে চান—

স্বপ্না। (হালদারকে) কি হোলো তোমার ? নড়বে না ?

হালদার। না শোনো—এ প্রশ্নটা—

স্বপ্না। কোনো প্রশ্ন নেই।

হালদার। নিশ্চয়ই আছে। তুমি রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা—

সঞ্জীব। শুধু আপনি না। মিস হালদারও—

ভূপতি। আঃ, কি সব—

স্বপ্না। (কড়া গলায়) দেখুন দেওয়ান সাহেব! ছন্দার কথা—

সঞ্জীব। না, আমাকে বলতেই হবে। এ রাজাবাহাদুরের—বাহাদুরের—মর‍্যাল রিহ্যাবিলিটেশনের প্রশ্ন। বাড়ী বিক্রী অতি তুচ্ছ কথা এর কাছে।

হালদার। বাড়ী বিক্রী তুচ্ছ কথা ?

স্বপ্না। আমি ছন্দা সম্বন্ধে কোনো কথা আপনাদের মুখে শুনতে চাই না।

সঞ্জীব। না শুনলে হবে কেন ? তিনি রাজাবাহাদুরকে কাপুরুষ বলেছেন!

স্বপ্না। কাপুরুষ ?

ভূপতি। কোনো মানে হয়—

সঞ্জীব। আপনি থামুন!

স্বপ্না। কাপুরুষ বলেছে ?

সঞ্জীব। বলবেন না ? তিনি যদি আপনার মতো রঘুদাকে রাজাবাহাদুর ভাবেন—

স্বপ্না। ছন্দা, ছন্দা তাহলে—

সঞ্জীব। নিশ্চয়ই। আপনি বুঝতে পারেন নি সে কথা ?

হালদার। কি কথা ?

স্বপ্না। তুমি চুপ করো।

ভূপতি। আমি—

স্বপ্না। আপনি চুপ করুন।

[সকলে চুপ করিল। স্বপ্নার মুখ থমথমে হইয়া উঠিয়াছে।]

বেশ, সেই কথাই রইলো। আমরাও পরশু রাত্তিরে আসবো। ছন্দাকেও নিয়ে আসবো। যদি ভুত দেখাতে পারেন—আমি সকলের সামনে মাপ চাইবো রাজাবাহাদুরের কাছে।

সঞ্জীব। রাজী।

স্বপ্না। আর যদি না দেখাতে পারেন?

সঞ্জীব। উনি মাপ চাইবেন সকলের সামনে।

স্বপ্না। শুধু মাপ চাইলে হবে না।

সঞ্জীব। তবে?

স্বপ্না। ছন্দার সামনে স্বীকার করতে হবে—ও সব সংস্কৃত কাব্য টাব্য সব ভাণ—কচি মেয়েদের মাথা খাবার কায়দা। এবং আরো অনেক মেয়েকে একা পেয়ে ঠিক এই রকম ক'রে—

হালদার। কি বলছো কি?

স্বপ্না। ঠিকই বলছি। এ দরকার। তুমি বুঝবে না।

ভূপতি। হ্যাঁ, আমি রাজী।

হালদার। আর বাড়ীটা?

স্বপ্না। কি বাড়ীটা?

হালদার। আমি কথা দিলাম, চেক দিলাম—

স্বপ্না। পরশু রাত্তিরের পর ভেবো। এখন চলো—

হালদার। না, এ কথাটার একটা মীমাংসা না ক'রে—

স্বপ্না। কি মীমাংসা আবার?

হালদার। পরশু রাত্তিরে যদি রঘুদার কথা সত্যি ব'লে প্রমাণ হয়, তবে এ বাড়ী কেনা হচ্ছে কি না?

স্বপ্না। পরশু রাত্রে বাড়ীর কথা কিছু নেই!

হালদার। না, বাড়ীর কথা ছিল গত কাল রাত্রে। কথা দিয়েছি, চেক দিয়েছি—ও প্রশ্ন একেবারে চাপা পড়ে কি ক'রে?

সঞ্জীব। আর যদি প্রমাণ হয় কাল রাত্রের ব্যাপারের জন্যে রাজাবাহাদুর দায়ী নন, তাহলে বাড়ী কেনায় বাধা কি?

হালদার। ঠিক কথা।

স্বপ্না। আচ্ছা ঠিক আছে। যদি ভূত দেখা যায়, তুমি কিনো বাড়ী!

ভূপতি। (লাফাইয়া উঠিয়া) ঠিক?

স্বপ্না। যদি ভূত দেখাতে পারেন।

হালদার। ব্যস, আর যেন নড়চড় না হয় কথার।

স্বপ্না। আমার কথার কোনো দিনই নড়চড় হয় না। বাড়ী কিনবার কথা দিয়েছো তুমি, আমি দিইনি।

ভূপতি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরশু রাত্তির! এগারোটায় রঘুদা বেরোয়। কখন আসবেন? খাওয়া-দাওয়া—

স্বপ্না। না, খাওয়া-দাওয়া সেরে আসবো। দশটার পরে। (হালদারকে) চলো এখন।

হালদার। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো।

[রওনা হইলেন]

স্বপ্না। বলি কোটটা পরতে হবে না?

হালদার। কোট? ও হ্যাঁ হ্যাঁ কোট।

[স্বপ্না বাহির হইয়া গেলেন, হালদার ছুটিলেন ভিতরে।]

ভূপতি। সঞ্জী—ব!

সঞ্জীব। চুপ!

[ভূপতি উদ্যত নৃত্য সংবরণ করিল ধমক খাইয়া। হালদারের প্রবেশ। তিনি ভূপতির হাত ধরিয়া সজোরে ঝাঁকাইতে লাগিলেন।]

হালদার। আমি যে কি ক'রে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো রাজাবাহাদুর—

ভূপতি। আমি কি করলাম? সব তো ঐ—ঐ দেওয়ান সাহেব।

হালদার। ইয়েস!

[সঞ্জীবের হাত ঝাঁকাইবার পালা]

ভেরী ব্রাইট অফ ইউ—দেওয়ান সাহেব! রাজাবাহাদুরের এস্টেটে তিনপুরুষ আছেন, নইলে আমি আপনাকে টেনে নিয়ে যেতাম আমার এণ্টারপ্রাইজে!

[মনোহরের প্রবেশ। হাতে ট্রেতে চা। চায় কাপ করিয়াছে]

ভূপতি। একটু চা খেয়ে গেলেন না?

হালদার। চা ?

[ইতস্ততঃ করিয়া হাত বাড়াইলেন। বাহির হইতে স্বপ্নার হাঁক আসিল।]

স্বপ্না। কই, কি হোলো ?

হালদার। না, চা থাক, পরে হবে এখন। গুড বাই !

[আর কেহ নাই, মনোহর একাই সেলাম ঠুকিল। হালদার প্রস্তুত ছিলেন না। ছুটিবার মুখে চমকাইয়া থামিয়া গেলেন। তারপর একগাল হাসিয়া মনোহরেরও হাত ঝাঁকাইয়া দিলেন।]

হালদার। ও ইয়েস ! গুড বাই। টিল্ পরশু রাত্তির।

[মনোহরের কাঁধে এক চাপড় মারিয়া দ্রুত প্রস্থান। মনোহর এসবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময় কাটাইয়া ভিতরে ফিরিয়া আরও চমৎকৃত হইল। ভূপতি ও সঞ্জীব হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছে। তখনও নিঃশব্দে, কারণ হালদার পরিবার বেশী দূরে যান নাই।]

ভূপতি। (চীৎকার করিয়া) মনোহর বাড়ী—(থামিয়া গিয়া গলা নামাইয়া চাপাস্বরে) বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে।

মনোহর। হ'য়ে গেছে ?

ভূপতি। সঞ্জীব ম্যানেজ ক'রে দিয়েছে ! সঞ্জীবকে তুই যতো বোকা ভাবছিস, মোটেই ও অতো—

মনোহর। আমি আবার কখন ওনাকে বোকা ভাবলুম ?

ভূপতি। ভাবিস নি তো ? ভালো ক'রেছিস। কক্ষণো ভাবিস নি ! ও যা তিন পুরুষের দেওয়ানী খেল ঝেড়েছে—তোর খাস-খানসামা কোথায় লাগে ?

মনোহর। ব্যাপারটা কি হোলো ?

ভূপতি। বলছি দাঁড়া। চা দে আগে।

[দুজনে চায়ে চুমুক দিল]

মনোহর। সা মশাই, শ্রীনাথবাবু আর পবন রান্নাঘরে বসে আছে।

ভূপতি। দুটো দিন ! ওদের ব'লে দে আর দুটো দিন। পরশু রাত্তিরে রঘুদার বাড়ী রঘুদা নিজে বেচবে।

মনোহর। বলি ব্যাপারটা খুলে বলবে ?

ভূপতি। এতোক্ষণ কি বলছি তাহলে? তুইও যে সঞ্জীবের মতো বোদা মেরে গেলি রে!

সঞ্জীব। তার মানে?

[উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্রুত যবনিকা।]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[ঐ ঘর। সেই দিনই—রাত দশটা। মনোহর এক বয়স্ক ভদ্রলোককে লইয়া প্রবেশ করিল। ভদ্রলোকের পরিধানে ধুতি-চাদর।]

মনোহর। আপনি বসুন। ওনাদের খাওয়া হ'য়ে এসেছে প্রায়।

ভদ্রলোক। না না, কোনোরকম তাড়াতাড়ি যেন না করেন। এতো রাতে আসা আমারই অন্যায় হয়েছে।

মনোহর। কোত্থেকে আসছেন বলবো?

ভদ্রলোক। কলকাতা থেকে।

মনোহর। কি নাম বলবো?

ভদ্রলোক। নাম বললে তো চিনবেন না?

মনোহর। তবু—নামটা?

ভদ্রলোক। বলো জলধর বিশ্বাস।

মনোহর। যে আজ্ঞে। বসুন আপনি।

[মনোহর বাহির হইয়া গেল। ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, কিন্তু মনোহর বাহির হইবামাত্র উঠিয়া চতুর্দিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেওয়াল, বেদী, সিংহাসন। শুধু দেখা নয়, রীতিমতো নিরীক্ষা-পরীক্ষা করিয়া দেখা। ঝুঁকিয়া, ঘসিয়া, ঠুকিয়া—যেন যাচাই করিতেছেন। সহসা বাহিরে সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া বসিলেন। ভূপতির প্রবেশ।]

ভদ্রলোক। (উঠিয়া) নমস্কার।

ভূপতি। নমস্কার, বসুন।

ভদ্রলোক। আপনিই ভূপতিবাবু?

ভূপতি। হ্যাঁ, আপনি—?

ভদ্রলোক। জলধর বিশ্বাস। এতো রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছে· ছিল না, কিন্তু রাস্তা ভুল ক'রে উল্টোপথে প্রায় মাইল পঞ্চাশ চলে গিয়েছিলাম।

ভূপতি। উল্টোপথে? ও, আপনি নিজের গাড়ীতে আসছেন?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ, গাডীতে, তবে নিজের গাড়ী নয়। আমার এম্প্লয়ারের গাড়ী। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।

ভূপতি। কি ব্যাপার বলুন?

ভদ্রলোক। তিনি শুনেছেন, আপনি এই বাডীটা বিক্রি করতে চান!

ভূপতি। হ্যাঁ, কিন্তু বিক্রি তো হ'য়ে গেছে?

ভদ্রলোক। হ'য়ে গেছে?

ভূপতি। হ্যাঁ, একরকম হয়েই গেছে বলতে পারেন।

ভদ্রলোক। একরকম? রেজিষ্ট্রেশন হয় নি তো?

ভূপতি। না, এখনো হয় নি।

ভদ্রলোক। বায়না?

ভূপতি। বায়না, তা একরকম বলা যেতে পারে—

ভদ্রলোক। ও, বায়নাও এরকম?

ভূপতি। পরশু রাত্রে সব পাকাপাকি হবে।

ভদ্রলোক। পরশু! তা বেশ। আমি শুধু দু'একটা কথা জানতে চাইছি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

ভূপতি। বলুন।

ভদ্রলোক। এ বাড়ীটা তো দেখছি খুবই পুরোণো। অন্ততঃ শ দুই বছর হবে, তাই না?

ভূপতি। না, চারশো বছর।

ভদ্রলোক। চারশো বছর? চারশো বছর কোনো বাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে?

ভূপতি। দেখতেই তো পাচ্ছেন—দাঁড়িয়ে আছে। সবটা নেই অবশ্য।

ভদ্রলোক। তা হলে এ বাড়ী যিনি কিনছেন, তিনি শুধু জমিটার জন্তেই কিনছেন বলুন।

ভূপতি। তা কেন হ'তে যাবে?

ভদ্রলোক। নইলে এই ভাঙ্গা পুরোণো বাড়ী কি কাজে লাগতে পারে তার ?

ভূপতি। এমন লোকও আছে যারা বাড়ী পুরোণো ব'লেই কিনতে চায়।

ভদ্রলোক। সে কি ? কেন ?

ভূপতি। সখ মশাই, সখ। যতো পুরোণো হয় ততো বেশী দর দেয়।

ভদ্রলোক। এমন তো কখনো শুনিনি। কতো দর দিয়েছে ?

ভূপতি। পঞ্চাশ হাজার।

ভদ্রলোক। পঞ্চা—শ হা—জার ! চারশো বছর শুনেই পঞ্চাশ হাজার অফার দিয়ে দিলো ?

ভূপতি। শুনে কেন ? দস্তুর মতো প্রমাণ দেখিযেছি !

ভদ্রলোক। প্রমাণ ?

ভূপতি। অকাট্য প্রমাণ। পাথরে খোদাই—সন, তারিখ সব। না দেখে-শুনেই পঞ্চাশ হাজার দিয়ে দিলো ভেবেছেন ?

ভদ্রলোক। এখনো তো দেয়নি, দেবে বলেছে।

ভূপতি। ঐ হোলো।

ভদ্রলোক। আচ্ছা, আর একটা কথা। এই বাড়ীটার সম্বন্ধে একটা—

[ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল।]

ভূপতি। কি ব্যাপার ? এখন আবার কে এলো ?

ভদ্রলোক। আর একটা কথা শুধু মিস্টার রায়। শোনা যায়—

[সঞ্জীবের প্রবেশ]

ভূপতি। কি রে, কে এলো ?

সঞ্জীব। জানি না।

ভূপতি। দেখতো একটু বারান্দা থেকে।

[সঞ্জীবের প্রস্থান]

হ্যাঁ, কি বলছিলেন আপনি ?

ভদ্রলোক। বলছিলাম—এ অঞ্চলের লোকে ব'লে আপনার এ বাড়ীটায় না কি—

[সঞ্জীবের প্রবেশ]

সঞ্জীব। ভূপতি! ওরা এসেছে দেখছি!

ভূপতি। ওরা মানে—ওরা ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ হ্যাঁ—ওরা !

ভূপতি। সে কি রে? পরশু আসবার কথা তো?

ভদ্রলোক। (লাফাইয়া উঠিয়া) কে? কে? হালদার?

ভূপতি। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কি ক'রে?

[প্রবেশ করিলেন হালদার। পিছনে স্বপ্না ও ছন্দা।]

হালদার। এ কি! চৌধুরী?

ভূপতি। চৌধুরী?

হালদার। আমি ঠিক জানতাম!

চৌধুরী। কি জানতে তুমি?

হালদার। জানতাম—তুমি আসবে! চিরদিন তুমি এই ক'রে এসেছো!

চৌধুরী। কি ক'রে এসেছি?

হালদার। আমার উপর টেক্কা মারতে তুমি সব কিছু করতে পারো।

চৌধুরী। বাজে কথা বোলো না!

হালদার। বাজে কথা মানে? এ বাড়ীর খোঁজ আগে কে পেয়েছে? তুমি না আমি? তুমি ফাঁকতালে চুপি চুপি কিনতে আসো কি ব'লে?

চৌধুরী। আমি ফাঁকতালেও আসিনি, চুপি চুপিও আসিনি। তুমি না কিনে ভদ্রলোককে আশা দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছো কেন? কিনে নিলেই পারতে?

হালদার। আলবাৎ কিনবো। কিনবো কি, কিনেছি বলা যেতে পারে। কি বলেন মিস্টার রায়?

ভূপতি। বটেই তো।

স্বপ্না। মোটেই "বটেই তো" নয়!

হালদার। আঃ, স্বপ্না—

চৌধুরী। তাই বলো!

ভূপতি। দেখুন জলধরবাবু, এটা আমাদের—

হালদার। জলধরবাবু? ও তো চৌধুরী। শিবনারায়ণ চৌধুরী।

ভূপতি। আপনিই তা হলে আপনার এম্প্লয়ার?

হালদার। তার মানে?

চৌধুরী। ও কিছু না।

ভূপতি। উনি বলেছিলেন—ওঁর নাম জলধর বিশ্বাস।

চৌধুরী। তাতে কিছু আসে যায় না।

হালদার। আলবাৎ আসে যায়! তাতে প্রমাণ হয় তুমি কি ধাতুতে তৈরী।

স্বপ্না। আঃ কি হচ্ছে, থামো!

হালদার। থামবো? তুমি তো পরশু অবধি ব'সে থাকছিলে।

স্বপ্না। তা পরশুই তো আসবার কথা ছিল।

হালদার। হ্যাঁ, কথা ছিল। এখন ত্থাখো, আমি ঠিক ব'লেছিলাম কিনা? বুঝলেন, মিস্টার রায়, আমার ঠিক আন্দাজ হ'য়েছিল—চৌধুরী আসবে। কলকাতায় ওর অফিসে ট্রাঙ্ক-কল করলাম মালদা থেকে, শুনি বেরিয়ে গেছে গাড়ী নিয়ে, আজ ফিরবে না।

চৌধুরী। ও, টেলিফোন করেছিলে? তাতে বুঝি প্রমাণ হয় না—তুমি কোন্ ধাতুতে তৈরী?

হালদার। তার মানে?

চৌধুরী। দেখুন মিস্টার রায়—কথা দিয়েছি কথা দিয়েছি তখন থেকে যে বলছেন, সেই কথায় ওর কতোটা বিশ্বাস দেখুন।

হালদার। মোটেই না। ওঁর কথায় আমার পুরো বিশ্বাস।

চৌধুরী। সেইজন্যই তো পরশু অবধি ভরসা ক'রে অপেক্ষা করতে পারলে না।

হালদার। সে তোমাকে বিশ্বাস করি না ব'লে! তোমার—তোমার ধূর্ততাকে বিশ্বাস করি না—

স্বপ্না। আঃ, কি ছেলেমানুষী হচ্ছে—

সঞ্জীব। রাজাবাহাদুর—এঁদের বসতে বলবেন না?

ভূপতি। অ্যাঁ? কি আশ্চর্য? নিশ্চয়ই। বসুন বসুন।

ছন্দা। ধন্যবাদ।

[ঝুপ করিয়া বসিল। ধন্যবাদ কথাটিতে মেজাজের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।]

চৌধুরী। আচ্ছা, মিস্টার রায়, আমি চলি, এগারোটা বাজে—

হালদার। (ব্যস্ত হইয়া) এগারোটা বাজে না কি? হ্যাঁ, তাই তো।

ভূপতি। বেজে গেছে?

হালদার। না, মিনিট সাতেক বাকি।

চৌধুরী। কেন, এগারোটার কি?

হালদার। না, কিছু না।

ভূপতি। কিছু না কেন, মিস্টার হালদার? আপনি তো ওঁকে দেখাতেই চেয়েছিলেন?

হালদার। হ্যাঁ, কিন্তু সে তো, সে তো পরে—মানে—আমাদের বাড়ী হ'লে—

ভূপতি। সবই তো একসঙ্গে চোকানো যায়। রঘুদাকে দেখলে আপনাদের বাড়ীই তো হচ্ছে। মিস্টার চৌধুরীকেও দেখানো হ'য়ে গেলো।

হালদার। হ্যাঁ, কিন্তু—আপনি চৌধুরীকে চেনেন না।

চৌধুরী। ওহে হালদার—তোমার এই চারশো বছরের বাড়ীতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। এ বাড়ীর কথা আসলে আমি তোমার চেয়ে আগে জানতাম। তুমি বোধ হয় খবর রাখো না—আমি চারশো সাতাশি বছরের পুরোণো বাড়ী পেয়ে গেছি।

হালদার। চারশো সাতাশি?

চৌধুরী। হ্যাঁ। আর তোমার মতো আল্লা ব্যাপার নয়। বায়নাটা পাকা। আসছে সপ্তায় এসো একদিন, দেখাবো।

হালদার। সত্যি কথা?

চৌধুরী। মিথ্যে ব'লে লাভ কি আমার? তুমি তো প্রমাণ না দেখে মানবে না! কবে আসবে বলো? বুধবার?

হালদার। (সহসা) চারশো সাতাশি তো কি হ'য়েছে? ভুত আছে সে বাড়ীতে?

চৌধুরী। ভুত! ভুত থাকবে কি?

হালদার। হ্যা হ্যাঃ! তবে?

চৌধুরী। তবে কি? তোমার এ বাড়ীতে ভুত আছে না কি?

[হালদার শুধু পরিতৃপ্তির হাসি হাসিলেন। চৌধুরী সহসা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।]

তুমি ভুতে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলে না কি?

হালদার। তুমিও করবে, তুমিও করবে। যখন দেখবে।

চৌধুরী। তোমাকে এতো কাঁচা ভাবিনি আমি! ছ্যা-ছ্যা—শেষে এই সব ধাপ্পায় ভুলতে সুরু ক'রেছো!

ভূপতি। ধাপ্পা!

চৌধুরী। (হাসি না থামাইয়া) মাপ করবেন, ধাপ্পা বলা উচিত হয়নি। কিন্তু আর কোনো নাম চট ক'রে মাথায় এলো না!

ভূপতি। (কষ্টে সংযত হইয়া) আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই না এখন। শুধু দশ মিনিট ব'সে দেখে যান।

সঞ্জীব। চার মিনিট।

[সঞ্জীব এতোক্ষণ ঘড়ি ছাড়া অন্য কোনো দিকে বিশেষ মন দিতে পারে নাই। এবং যতোই দেখিতেছে, ততই অস্বস্তি বাড়িতেছে তাহার।]

ভূপতি। চার মিনিট।

চৌধুরী। চার মিনিট পরে ভুত বেরুবে?

ভূপতি। একটু সম্মান ক'রে কথা বলুন। তিনি আমার পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা।

হালদার। হ্যাঁ, ঠিক কথা।

স্বপ্না। হুঁঃ!

ভূপতি। মিসেস হালদার—

ছন্দা। হুঁঃ।

[ছন্দার 'হুঁঃ' তাহার মা-কেও ছাড়াইয়া গেল। ভূপতি চাহিয়া দেখিল। হজম করিল আপাততঃ।]

চৌধুরী। (হাসিতে হাসিতে) তুমি এইরকম বোকা বনলে শেষে হালদার?

হালদার। বোকা বনলাম? আমি নিজের চোখে দেখেছি।

চৌধুরী। তোমার গিন্নী, তোমার মেয়ে,—তারা পর্যন্ত তোমার ছেলেমানুষী দেখে হাসে।

হালদার। হাসুক। কতোক্ষণ হাসে দেখবো।

সঞ্জীব। তিন মিনিট।

হালদার। অ্যাঁ?

ভূপতি। (ছন্দার দিকে চাহিয়া) আর তিন মিনিট হাসবেন।

হালদার। রাইট, আর তিন মিনিট হাসবে।

চৌধুরী। খুব পাংচুয়্যাল ভূত বুঝি? ভূত কে সাজে মিস্টার রায়?

[ভূপতি জবাব দেওয়া সম্মানহানিকর মনে করিল।]

বলুন না? ঐ চাকরটা বুঝি!

স্বপ্না। উনি নিজেই সাজেন।

হালদার। স্বপ্না!

চৌধুরী। নিজেই সাজেন? তবে তাড়াতাড়ি যান, আর তিন মিনিট মাত্র বাকি!

সঞ্জীব। দু'মিনিট।

ছন্দা। অমন ক'রে গুণছেন কেন দেওয়ান সাহেব?

চৌধুরী। না, না, বারণ কোরো না ছন্দা। বেশ এ্যাটমোস্‌ফীয়ার তৈরী হচ্ছে, যেন রকেট ছাড়া হবে—টেন, নাইট, এইন, সেভেন—দেখোনি সিনেমায়?

হালদার। আঃ চৌধুরী, থামো!

চৌধুরী। কেন হে? তোমার ভাব কেটে যাচ্ছে? তাই তো চাইছি! নইলে ধাপ্পায় ভুলে অতোগুলো টাকা লোকসান দেবে, সেটা বন্ধু হিসেবে আমার ঠেকানো উচিত না?

ভূপতি। দেখুন, মিস্টার চৌধুরী! আমি অনেকক্ষণ সহ্য ক'রেছি—

চৌধুরী। কেন মশাই? ধাপ্পাকে ধাপ্পা বললে এতো রাগ কেন?

ভূপতি। ধাপ্পা?

চৌধুরী। বাড়ী বেচবেন, সিধে বেচুন। ভুত টুত সাজানো কেন? হালদার-কে বোকা-সোকা পেয়ে—

হালদার! কে বোকা—আর দুটো মিনিট পরেই টের পাওয়া যাবে।

সঞ্জীব। এক মিনিট।

হালদার। হ্যাঁ—এক মিনিট। আর একটা মিনিট বকর বকর না ক'রে চুপ ক'রে থাকো।

চৌধুরী। কি করবো, আমার যে বড়ো হাসি পাচ্ছে! তোমরা এমন সব মুখ করে বসে আছো ভুতের জন্যে—থুড়ি মিষ্টার রায়—ভুত নয়, প্রেতাত্মা প্রেতাত্মা।

[ভূপতি জবাব দিল না। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। সঞ্জীবের চোখ ঘড়িতে। সে পায়ে পায়ে ভূপতির দিকে সরিতেছে। হালদার উত্তেজিত ও উৎকর্ণ। স্বপ্নার নির্বিকার অবিশ্বাস। কিন্তু ছন্দার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে।]

ও কি মশাই, আপনার কি হোল।

[সঞ্জীব ভূপতির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার চোখ আর ঘড়িতে নাই। মুখ সাদা, ঠোঁট কাঁপিতেছে।]

সঞ্জীব। (প্রায় ফিস ফিস করিয়া) এগারোটা।

চৌধুরী। আই সী! আপনার পার্ট করছেন!

হালদার। আঃ চৌধুরী, চুপ করো না!

চৌধুরী। কেন হে? আমার গলা পেলে ভুত যদি না আসে?

ভূপতি। (সঞ্জীবকে) কি হোলো? এগারোটা বেজে গেছে তো!

চৌধুরী। প্রেতাত্মার ঘড়ি বোধ হয় একটু স্লো হয়ে গেছে। মিলিয়ে রেখেছিলেন?

[চৌধুরীর কথা শেষ হইতে না হইতে সেই রক্তজল-করা অট্টহাস্য। খুব বেশী দূরে নয়। সঞ্জীব ভূপতির আস্তিন খামচাইয়া ধরিয়াছে। ভূপতি নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিল। স্বপ্না খাড়া হইয়া বসিয়া ভূপতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। ছন্দা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হালদার দরজার দিকে চাহিয়া, চৌধুরী হাসিলেন।]

চৌধুরী। বাঃ! হাসিটা মন্দ দেয়নি আপনার লোক।

ভূপতি। (দাঁতে দাঁত চাপিয়া) আর একটু সবুর করুন মিস্টার চৌধুরী! আমার "লোক"-কে ঘরে আসতে দিন।

চৌধুরী। (এবার গম্ভীর) মিস্টার রায়, আমি হালদারের মতো সরল লোক নই। এটা কি চেনেন?

[পকেট হইতে একটি বস্তু বাহির করিলেন]

ভূপতি। রিভলভার?

চৌধুরী। ঠিক ধরেছেন। খেলনা নয়। যখন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম, তখন লাইসেন্স পেয়েছিলাম।

ভূপতি। বেশ করেছিলেন তাতে আমার কি?

চৌধুরী। আপনার লোককে এইবেলা একটু সাবধান ক'রে দিয়ে আসুন। সে বোধ হয় জানে না, আমার কাছে রিভলভার আছে।

ভূপতি। আপনার ও জিনিস রঘুদার উপর কোনো কাজে লাগবে না।

চৌধুরী। আপনার লোকের নাম রঘুদা বুঝি?

[বলিতে বলিতে আবার হাসি। দরজার বাহিরেই। চৌধুরী রিভলভার তুলিলেন। হাসি সহসা মধ্যপথে থামিয়া গেল। কিন্তু ভূপতি হাসি থামামাত্র এক লাফে দরজার বাহিরে গিয়াছে। সঞ্জীব হুমড়ি খাইয়া পড়িল—সে ভূপতিকে আঁকড়াইয়া ছিল।]

ভূপতি। (চীৎকার করিয়া) রঘুদা! রঘুদা!

[কিন্তু রঘুদা সম্ভবতঃ পলায়ন করিতেছেন। ভূপতি ডাকিতে ডাকিতে ছুটিল। চৌধুরী টেবিলের উপর পিস্তল রাখিলেন। হালদার দরজায় গিয়া উঁকি মারিলেন।]

চৌধুরী। পালিয়েছে।

হালদার। পালিয়েছে মানে?

চৌধুরী। পালাবে না? রিভলবারকে ভয় পায় না, এমন "ভূত" আমি দেখি নি আজ অবধি।

সঞ্জীব। (শুষ্ক কণ্ঠে) রিভলভার নয়।

চৌধুরী। বটে? তবে কি শুনি?

সঞ্জীব। রাজাবাহাদুরকে আসতে দিন।

স্বপ্না। রাজাবাহাদুর বোধ হয় পোষাক পরতে গেলেন, না?

হালদার। স্বপ্না, তুমি—

স্বপ্না। তুমি আর কথা বোলো না। সব বোঝা গেছে।

ছন্দা। কিছুই বোঝা যায়নি।

স্বপ্না। কোন্‌টা বোঝা যায়নি? বল?

ছন্দা। আর খানিকক্ষণ দেখো না?

স্বপ্না। কি আবার দেখবো?

চৌধুরী। আর কিছু দেখা যাবে না ছন্দা। রিভলভারটা বার ক'রে তোমাদের এমন এণ্টারটেনমেণ্টটা মাটি ক'রে দিলাম।

হালদার। আমি কাল নিজের চোখে দেখেছি—

স্বপ্না। তুমি কাল কি দেখেছো তার কথা হচ্ছে না। আজ আমাদের সকলের দেখবার কথা।

হালদার। দেখবে! নিশ্চয়ই দেখবে। একটু ধৈর্য ধরে বোসো না?

স্বপ্না। আর বসে কি হবে? বরং এখন বেরোলে মালদায় গিয়ে খানিকটা ঘুমও হতে পারে!

সঞ্জীব। না না—তা কি ক'রে হবে?

স্বপ্না। কেন হবে না? কতোক্ষণ লাগবে মালদা যেতে?

সঞ্জীব। না না—সে কথা নয়। এখন চলে গেলে হবে কেন?

স্বপ্না। কি আর হবার আছে?

হালদার। আলবাৎ আছে। তা ছাড়া কথা আজ রাত্রের!

স্বপ্না। রাত মানে কি সারারাত?

হালদার। নিশ্চয়ই! রাত্তির যখন বলেছো—তখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত রাত্তির! তোমার কথার নড়চড় হয় না বলেছো—মনে আছে?

চৌধুরী। ভোর অবধি বসে থাকবে?

হালদার। যদি দরকার হয়—নিশ্চয়ই থাকবো!

চৌধুরী। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

হালদার। মোটেই মাথা খারাপ হয়নি। আমি নিজের চোখে দেখেছি কাল!

চৌধুরী। কাল রিভলভার ছিল না ভাই, রিভলভার ছিল না।

সঞ্জীব। না, রিভলভার নয়।

চৌধুরী। আবার কি?

সঞ্জীব। রাজাবাহাদুরকে আসতে দিন।

স্বপ্না। রাজাবাহাদুর বোধ হয় আজ ভালো ক'রে সাজছেন।

[স্বপ্নার কথায় ছন্দা হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ছন্দা। (চৌধুরীকে) চৌধুরীকাকা?

চৌধুরী। কি?

ছন্দা। রাজাবাহাদুর—মানে—ঐ—ভূত এলে আপনি কি গুলি করবেন?

চৌধুরী। নিশ্চয়ই!

ছন্দা। কিন্তু যদি সত্যিই রা—কোনো মানুষ ভূত সেজে আসে?

চৌধুরী। (হাসিয়া) তাই তো আসবে!

ছন্দা। তবে—গুলি করলে—

চৌধুরী। ঘাবড়াচ্ছো কেন? কেউ যদি আসে, রিভলভার দেখলেই পালাবে, গুলি করতে হবে না।

ছন্দা। যদি না পালায় ?

স্বপ্না। ছন্দা কি বকছিস যা তা ?

ছন্দা। কিন্তু—

স্বপ্না। কিন্তু আবার কিসের ? রিভলভার আছে, ভালোই হয়েছে। চালাকি চলবে না।

সঞ্জীব। না, রিভলভার নয়।

চৌধুরী। আপনার পার্টে কি ঐ একটাই কথা ? বড়ো একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে না ?

হালদার। আঃ, রাজাবাহাদুরকে আসতে দাও না ?

চৌধুরী। ওটা তোমার পার্টের কথা নয় হালদার—এঁর পার্ট। (সঞ্জীবকে) কই, আপনি বলুন ?

সঞ্জীব। (উৎকর্ণ হইয়া) ঐ বোধ হয় আসছেন।

[সকলে দরজার দিকে চাহিল। ভূপতির প্রবেশ। প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা।]

সঞ্জীব ও হালদার। (একসঙ্গে) কি কি কি হোলো ?

ভূপতি। রঘুদা আসবে না।

চৌধুরী। জানতাম।

হালদার। আসবে না ? কেন ? কেন ?

ভূপতি। ভয়ে।

চৌধুরী। আগেই বলেছি, রিভলভার দেখলে ভুত কেন, ভুতের—

ভূপতি। না, রিভলভার নয়।

চৌধুরী। আপনাদের সকলের কি ঐ এক পার্ট ?

সঞ্জীব। (প্রায় ফিস ফিস করিয়া) মিসেস হালদার ?

ভূপতি। হ্যাঁ।

হালদার। অ্যাঁ ?

ভূপতি। কাল রাতে ঐ জন্যেই রঘুদাকে খুঁজে পাইনি।

হালদার। কি জন্যে ?

ভূপতি। মিসেস হালদারের তাড়া খেয়ে রঘুদা নাটমন্দিরে লুকিয়ে বসেছিল চুপচাপ।

স্বপ্না। আমার তাড়া খেয়ে ?

ভূপতি। হ্যাঁ, আজও আপনাকে দেখে পালিয়ে সোজা নাটমন্দিরে গিয়ে লুকিয়েছে।

[চৌধুরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন]

চৌধুরী। দারুণ সাহসী ভূত আপনার মিস্টার রায় !

স্বপ্না। ভূত না আরো কিছু ?

[ভূপতির কিছু বলিবার নাই]

হালদার। একটু চেষ্টা করুন রাজাবাহাদুর, ব'লে ক'য়ে যেমন ক'রে পারেন—

ভূপতি। চেষ্টা করি নি ভেবেছেন ?

সঞ্জীব। কিছুতেই আসবে না ?

চৌধুরী। আসবে আসবে। আমি চলে গেলেই আসবে।

স্বপ্না। কিংবা আমি চলে গেলে !

হালদার। আর একবার দেখুন রাজাবাহাদুর। হাতে পায়ে ধরুন !

ভূপতি। ধরবো আর কি ক'রে ? আর যা করবার আছে করেছি। ঐ এক কথা।

হালদার। কি বলছেন ?

ভূপতি। উনি না থাকলে আসতে পারেন।

স্বপ্না। সে রকম তো কথা ছিল না রাজাবাহাদুর !

ভূপতি। না। সে রকম কথা ছিল না।

স্বপ্না। কি কথা ছিল, মনে আছে তো ?

ভূপতি। হ্যাঁ আছে। (সহসা চীৎকার করিয়া) কিন্তু এ সত্যি! সত্যি সত্যি ! রঘুদা আছে, চারশো বছর ধরে আছে !

চৌধুরী। বলি হালদার ! বাড়ীটা সত্যি সত্যি চারশো বছরের কি না, একটু দেখেশুনে নিও।

ভূপতি। আলবাৎ চারশো বছর ! প্রমাণ দেখিয়েছি !

চৌধুরী। প্রমাণ তো ভূতেরও দেখালেন। আমি এ অঞ্চলের অনেক খবর রাখি, কখনো তো শুনিনি বল্লভপুরের সেই রাজবাড়ী এখনো দাঁড়িয়ে আছে !

ভূপতি। কিচ্ছু জানেন না আপনি তা হলে এ অঞ্চলের ! বল্লভপুরের কোন্ খবর আপনি রাখেন ?

চৌধুরী। আপনার চেয়ে কম রাখি না! আমারও আদি বাড়ী এই অঞ্চলে। আপনি ক'দিনের?

ভূপতি। আমি ক'দিনের? জানেন—বারো ভুঁইঞার আমল থেকে এই বাড়ীতে আমার পূর্বপুরুষরা—

চৌধুরী। ও সব ভুঁইঞা শোনাবেন না আমাকে। আমারও পূর্বপুরুষ ভুঁইঞা ছিল।

হালদার। কেন বাজে চাল মারছো চৌধুরী?

চৌধুরী। চাল নয় হে। চৌধুরী খেতাব তো হোলো আলিবর্দী খাঁর আমলে। তার আগে অবধি ভুঁইঞা-ই উপাধি ছিল আমাদের। ইতিহাস ঘেঁটে দেখো—বারো ভুঁইঞার পরেই প্রতাপগডের ভুঁইঞার নাম পাবে।

[ভূপতি ও সঞ্জীব রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আগাইয়া আসিয়াছে]

ভূপতি। প্রতাপগড?

চৌধুরী। হ্যাঁ মশাই, প্রতাপগড। চেনেন?

ভূপতি। ইন্দ্রনারায়ণ ভুঁইঞা?

চৌধুরী। এই তো, তবু কিছু খবর রাখেন।

ভূপতি। আপনি—আপনি—ইন্দ্রনারায়ণ ভুঁইঞার বংশধর?

চৌধুরী। আজ্ঞে হ্যাঁ, বাড়ীতে বংশপঞ্জী এখনো রাখি। আজকাল কেউ বংশ নিয়ে বলে না ব'লেই আমি আর—

ভূপতি। (চীৎকার করিয়া) রঘুদা! তুমি শুনলে? তুমি শুনলে রঘুদা? ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর! রঘুদা!

[চেঁচাইতে চেঁচাইতে উন্মত্তের মতো ভূপতি বাহির হইয়া গেল]

চৌধুরী। কি হোলো? মাথা খারাপ আছে না কি?

[সঞ্জীব প্রচণ্ড শব্দে করতালি দিয়া যুক্ত কর মাথায় তুলিল]

সঞ্জীব। জয় রঘুদা! জয় ইন্দ্রনারায়ণ!

চৌধুরী। সবাই একসঙ্গে ক্ষেপে গেলো না কি?

স্বপ্না। তাই হবে।

হালদার। কি হোলো দেওয়ান সাহেব?

চৌধুরী। কি আবার হবে? নতুন কোনো ধাপ্পার চেষ্টা—

[বলিতে বলিতে হু হু করিয়া প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ। ঝাড় লণ্ঠন

ঝন ঝন করিয়া তুলিয়া উঠিল। দপ করিয়া আলো নিভিয়া গেল। বিদ্যুতের ঝলকানির মতো ঘন ঘন লাল আলোর চমক। স্বপ্না ও ছন্দার আর্তনাদ, হালদারের চীৎকার, সঞ্জীবের গোঙানি—সে এক তাণ্ডব। সব ছাপাইয়া প্রচণ্ড চীৎকারে অট্টহাস্য। আগের হাসি কোথায় লাগে তাহার কাছে? চৌধুরী পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়াছেন। চীৎকার করিয়া কি বলিতেছেন, বোঝা যাইতেছে না। হাসি প্রচণ্ড হইয়া ফাটিয়া পড়িল ঘরের ভিতরে। সিংহাসনের পিছনে সশব্দে ধূম্রজালের উদ্গীরণ। তাহার মধ্যে রঘুপতি ভুইঞার রুদ্রমূর্তি। মাথায় উষ্ণীষ, অঙ্গে রাজবেশ, হাতে জ্বলন্ত এক তরবারি—চৌধুরীর দিকে তাহার অগ্রভাগ উদ্যত।]

চৌধুরী। (চীৎকার) এই খবরদার! খবরদার! চালাকি চলবে না। রিভলভার—রিভলভার দেখেছো?

[রঘুদা অট্টহাস্য করিলেন।]

গুলি করবো। এক পা এগোলেই গুলি করবো।

ছন্দা। (চীৎকার করিয়া) চৌধুরীকাকা!

[রঘুদা চকিতে ছন্দার দিকে চাহিলেন। মুখের ভাব নিমেষের জন্য যেন কোমল হইল। কিন্তু তারপরেই আবার চৌধুরীর দিকে ফিরিয়া অট্টহাস্য করিলেন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।]

চৌধুরী। এই খবরদার! গুলি করবো। আর এগোলেই—

[রঘুদা হাসিলেন। অগ্রসর হইলেন। চৌধুরী তিনহাত দূর হইতে গুলি করিলেন। একবার, দুইবার, পরপর ছয়বার, সোজা বুকে। রঘুদার অট্টহাস্য থামিল না। তরবারির অগ্রভাগ চৌধুরীর গলার কাছে। চৌধুরী কর্ণবিদারক আর্তনাদ করিলেন।]

সঞ্জীব। (চীৎকার করিয়া) নাক খৎ দিন! নাক খৎ দিন!

[রঘুদা সঞ্জীবের দিকে চাহিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া দুইবার ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন জানাইলেন। তারপর আবার রুদ্রচক্ষু চৌধুরীর দিকে ফিরাইলেন। সঞ্জীবের প্রায় হইয়া আসিয়াছিল রঘুদার

দৃষ্টিতে। চৌধুরী উপুড় হইয়া পড়িলেন। রঘুদা অট্টহাস্য করিলেন।]

থামবেন না। নাক খৎ দিন—না দিলে মরবেন!

[চৌধুরী দ্রুতবেগে নাক খৎ দিয়া চলিলেন। রঘুদা তরবারির অগ্রভাগ দিয়া নাক খতের পথ নির্দেশ করিতে লাগিলেন। হালদার পরিবার পিছনে তালগোল পাকাইয়া আছে। স্বপ্না সম্ভবতঃ মূর্ছিত। রঘুদা সিংহাসনের পিছনে ফিরিয়া দুই হাত শূন্যে তুলিয়া পরম মুক্তির অট্টহাস্য হাসিলেন। চৌধুরী তখনও ওঠেন নাই।]

রঘুদা। (ভীম নির্ঘোষে) মুক্তি! মুক্তি!! মুক্তি!!!

[প্রচণ্ড শব্দ, আলোর ঝলক, রঘুদা অদৃশ্য। ঝড়ের শব্দ থামিয়া আসিল। সব আবার শান্ত। প্রথম ধাতে ফিরিল সঞ্জীব। তারপর হালদার পরিবার। চৌধুরী উপুড় হইয়াই আছেন। তাঁহাকে তুলিয়া চেয়ারে শোয়াইলেন হালদার ও সঞ্জীব। তিনি মূর্ছিত। সঞ্জীব শয়নকক্ষ হইতে জল আনিয়া মুখে চোখে দিতে লাগিল। হালদার একটি পত্রিকার সাহায্যে হাওয়া করিতে লাগিলেন। সবেগে ভূপতির প্রবেশ। হাঁফাইতেছে।]

ভূপতি। কই, রঘুদা?

সঞ্জীব। চলে গেছেন।

ভূপতি। চলে গেলো? নাক খৎ?

সঞ্জীব। হয়ে গেছে।

ভূপতি। ইস, দেখতে পেলাম না। সেই নাটমন্দির থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি দেখবো বলে। রঘুদা একেবারে ঝড়ের মতো ছুটলো!

সঞ্জীব। ঝড়ের মতোই এলেন।

ভূপতি। একটু সবুর করতে পারলো না?

সঞ্জীব। দেরী হ'য়ে গিয়েছিল বোধ হয়। চারশো বছর তো! তাই ছুটলেন—মুক্তি মুক্তি বলতে বলতে!

ভূপতি। বড়ো হয়ে তো? একবার দেখাটা পর্যন্ত ক'রে যেতে পারলো না? যাবার সময়ে? এ্যাদ্দিন আছি একসঙ্গে—

হালদার। আর মায়া বাড়ালেন না বোধ হয়।

ভূপতি। এ কি? চৌধুরী সাহেবের কি হোলো?

সঞ্জীব। অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন। একটু জলের ঝাপটা দিলেই ঠিক হ'য়ে যাবে।

[সঞ্জীব আবার জলের ঝাপটা দিল। চৌধুরী চোখ মেলিয়া ভূপতিকে দেখিলেন। দেখিয়াই মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িলেন নাক খৎ দিতে।]

ভূপতি। ও কি? ও কি করছেন?

হালদার। আপনাকে রঘুদা ভেবেছে। ও চৌধুরী, ওঠো। ইনি তিনি নন।

[চৌধুরী উঠিলেন]

ভূপতি। যাচ্চলে! এ্যাদ্দিন রঘুদাকে সবাই আমি ভাবতো। আপনি আমাকে রঘুদা ভাবলেন?

চৌধুরী। (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) না—আমি—আমি—আমি বাড়ী যাবো।

ভূপতি। তা কি হয়? একটু মিষ্টিমুখ না ক'রে—এতোদিনের প্রতিবেশী আপনি—

চৌধুরী। না! না, না—আমি বাড়ী যাবো। বাড়ী যাবো। চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ!

[বলিতে বলিতে অন্ধের মতো হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।]

ভূপতি। আহা—প'ড়ে যাবেন! প'ড়ে যাবেন!

সঞ্জীব। আমি দেখছি।

[ভূপতিকে থামাইয়া চৌধুরীকে অনুসরণ করিল].

ভূপতি। চন্দ্রনাথ কে? গৃহদেবতা না কি?

হালদার। না, ওর ড্রাইভার।

ভূপতি। তাই বলুন। ওঃ, হাঁপিয়ে গেছি দৌড়ে।

[ধপ করিয়া বসিয়া ঘাম মুছিল]

স্বপ্না। রাজাবাহাদুর। আমার আপনার কাছে মাপ চাইবার কথা—

ভূপতি। (শশব্যস্তে উঠিয়া) ছি ছি—ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ওসব কথা!

স্বপ্না। না, আমি আপনাকে—

ভূপতি। ভুলে যান ওসব! আপনারা এলেন ব'লে ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর এলেন,

রঘুদাও মুক্তি পেলো, আমিও বাঁচলাম! এ যে কি—মানে, কি হয়ে তা আপনাকে কি করে (সহসা) ভালো কথা। মিস্ হালদার! 'কে কাপুরুষ, বলুন এবার!

[ছন্দা মাথা নীচু করিয়া রহিল]

কই বলুন? কে পালিয়েছিল আপনার মায়ের ভয়ে?

[ছন্দা মাথা তুলিয়া সোজা ভূপতির দিকে চাহিল।]

ছন্দা। তা হোক্! অমন সংস্কৃত আপনি জীবনে কোনোদিন বলতে পারবেন না।

ভূপতি। (হকচকাইয়া) অ্যাঁ?

[দ্রুত যবনিকা। সঞ্জীব পর্দার বাহিরে আসিল। ডেন্টিস্টের এ্যাপ্রন চড়াইয়াছে। হাতে দাঁত তুলিবার যন্ত্র।]

সঞ্জীব। তারপরে অনেক খুচরো ব্যাপার আছে—সে সব বল্লভপুরের রূপকথার মধ্যে পড়ে না। ভূপতি আর আমি কলকাতায় চেম্বার খুলেছি—তিনশো বত্রিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট। ন'টা থেকে বারোটা, চারটে থেকে আটটা। এ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে যাওয়া ভালো, নইলে বসে থাকতে হবে। বুঝলেন? দাঁত জিনিসটাকে নেগলেক্ট করবেন না। প্রতি ছমাস অন্তর একবার ক'রে ভাল ডেন্টিস্ট দিয়ে দাঁতগুলিকে চেক করিয়ে নেওয়া কতোটা দরকার অনেকেই সেটা বোঝেন না। ও হ্যাঁ, কি বলছিলাম—বল্লভপুর। হালদার সাহেবরা তাঁদের বল্লভপুরের বাড়ীতে প্রায়ই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যান। পুরোণো গল্প সব হয়। ভূপতিরাও যায় মাঝে মাঝে। আমিও গেছি দু-একবার। বেশী তো যেতে পারি না প্র্যাকটিস্ ছেড়ে—অ্যাঁ?

[যেন কোনো এক দর্শকের প্রশ্ন শুনিতেছে]

ভূপতিরা? ভূপতিরা কে? কি দেখলেন তাহলে এতোক্ষণ?

[ভূপতি পর্দার ফাঁক দিয়া মুণ্ড বাড়াইল।]

ভূপতি। সঞ্জীব, কেচ্ছা হ'য়ে গেছে! আমাকেও যেতে হবে ওদের সঙ্গে বল্লভপুর।

সঞ্জীব। (খিঁচাইয়া) আমাকেও যেতে হবে বল্লভপুর! বলি তোমার দাঁতগুলো তুলবে কে?

ভূপতি। এ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো যতোটা পারিস সরিয়ে দে, আর বাকি তুই তুলে দিস্!

সঞ্জীব। আমি তোমার দাঁত তুলবো, আমার নিজের দাঁত নেই ?

ভূপতি। কি করবো, কিছুতেই ছন্দাকে বোঝাতে পারছি না।

সঞ্জীব। তা পারবে কেন ? বিয়ে করলে এই হালই হয় !

ভূপতি। তুই বিয়ে করলে আমি ছ'মাস তোর সব কটা দাঁত তুলে দেবো। চললাম, গাড়ী রিজার্ভ করতে হবে।

[ভূপতির মুণ্ড পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইল। সঞ্জীব কাঁধ ঝাঁকানি দিল। তারপর আর এক দর্শকের কাল্পনিক প্রশ্ন শুনিল।]

সঞ্জীব। কি বলছেন ? কবে হোলো ? তা, ধরুন—রঘুদা যাবার মাস ছয়েক পরে। অ্যাঁ ? কি ক'রে হোলো ? রূপকথার শেষে একটা বিয়ে হওয়া দরকার —হ'য়েছে, আবার কি ক'রে হোলো, কেন হোলো—অতো খোঁজে দরকার কি মশাই ?

[প্রস্থান]

—শেষ—